সঙ্গদা বাঈ

BanglaBook.org

আবুল বাশার

BanglaBook.org
BanglaBook.org
BanglaBook.org
BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সহদেব বাগ

আবুল বাশার

দে'জ পাবলিশিং

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

এই মফস্বল শহরটির নাম ধরুন মোতিবাগ। আসলে এর নাম মোতিবাগ নয়, কিন্তু এই গল্পে এ শহরকে আমরা মোতিবাগ বলছি। মোতিবাগ একটি পুরাতন শহর, যেন কোনো প্রাচীন নবাবী আমলের রাজধানী। মনে পড়বে লালবাগের কথা, কিন্তু এ শহর লালবাগ নয়, এ হচ্ছে মোতিবাগ। এখানে নবাবের হাজারদুয়ারী আছে, ইমামবাড়া আছে, মোতিঝিল আছে, কাটরার মসজিদ আছে, আর আছে এক ইংরাজের সঙ্গে নবাবের পলাশীযুদ্ধের রক্তাক্ত করুণ ইতিহাস। এই-সব দেখতে সারা ভারত থেকে ট্যুরিস্টরা এসে এখানে প্রতি বছর ভিড় করে। প্রতি বছর শীত-শেষে বসন্তের আগে থেকে ট্যুরিস্টদের টাঙ্গার ছন্দিত অশ্বক্ষুরের ধ্বনি টপ্ টপ্ করে এই শহরের রাস্তায় বেজে ওঠে। তা ছাড়া বছরের অন্য সময়গুলিতেও বহিরাগত ভ্রমণ বিলাসী মানুষদের অল্পস্বল্প আনাগোনা বন্ধ থাকে না। মনে হয় এ যেন একটি টাঙ্গার শহর। এত ছোট শহরে এত এত টাঙ্গার সম্মিলন কোথাও নেই।

এখানকার ঐতিহাসিক জায়গা বলতে একটি বাড়ি (হাজারদুয়ারী) কিম্বা দু-একটি কবর কিম্বা অন্ধকূপ কিম্বা মসজিদগুলো আর ঝিলগুলি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—এই নিয়ে মহা ইতিহাস। এরই টানে টাঙ্গার শহরটি আজও তাবত ভারতের ভ্রমণ-তিয়াসা মিটতে দিল না। এ ছাড়া এখানকার ফৌজদারি আদালতের জন্য এ ঠিক উকিল-মোক্তারে ছয়লাপ কালো কোটের বাহারী শহরও হয়ে রইল। কালো-পোশাক-পরা উকিল-মোক্তারদের দেখে মনে হবে, এ দেশের কত পাপ এই শহরে বিচারের দাঁড়িপাল্লায় কতভাবে ওজন হচ্ছে, সেই প্রহসন বুকে নিয়ে নবাবী শহরটির নিত্য তিরিশ দিনের ভিড়-ভাট্টায় পাপীতাপী গেরস্ত মানুষের কলকোলাহল-মুখরিত নৈমিত্তিক জীবনধারা সত্যিই এক আজব-চিত্র।

এ-সব তো আছে। আর ঐ যে টাঙ্গা বললাম, তার যে চালক, সহিস, সে কিন্তু কখনও ভোলে না, তার পূর্বপুরুষ নবাব ছিলেন, নবাবের নিদেন একজন গোমস্তাও তো ছিলেন, নবাবী জীবনের সঙ্গে কোথাও একটা রক্তগত কিম্বা জীবিকাগত সংযোগ ছিল। কারো দাদীমায়ের মা নিশ্চয় নবাব-পরিবারের হেড-চাকরানী ছিলেন। না-থাকাটা তাদের কাছে মস্ত অপমান। কত যে বে-নবাব-নারী নবাবের বীর্য ধারণ করে গর্ভবতী হয়েছেন, সে গর্ব রক্ত থেকে মুছে ফেলা যায় না। তাই এরাও কেউ নবাব কম না।

ভোটের সময় তাদের এই নবাবী মানসিকতা আহ্লাদে উথলে ওঠে। আসুন, আমরা এখান থেকে আজকের গল্প শুরু করি।

ঠিক এখান থেকে, মোতিবাগের মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত একটি গ্রাম, কাশদিয়াড়ায় ঢুকে যাই। কাশদিয়াড়াও গল্পের তৈরি নাম, আসল নাম গোপন রাখা হচ্ছে। গ্রামের প্রায় প্রত্যেক পরিবারের একটি করে ঘোড়া আছে। একটি গাড়ি আছে। সেই গাড়ি ঘোড়ায় টানে। তার মানে এই হচ্ছে টাঙ্গা। মোতিবাগ টাঙ্গার শহর। কাশদিয়াড়া টাঙ্গার গ্রাম। এই ধারা বললেই ঠিক হয়, কেননা কাশদিয়াড়ার মতো এত টাঙ্গা অন্য গ্রামগুলিতে নেই। দু-একজন বাদে সবাই এরা টাঙ্গার সহিস। নবাবী মনের সঙ্গে টাঙ্গার সহিসী বেশ সম্পর্কময়। নবাবের দেশে টাঙ্গা যেন ফিটনের রহস্যকে মনে করিয়ে দেয়। যাই হোক, ভোটের সময় এখানকার মুসলমান পরিবারগুলো, মোতিবাগের

www.BanglaBook.org

নতুনগঞ্জ, কাপাসপুর, চাতরা ইত্যাদি সব সংলগ্ন গ্রামের পরিবারগুলো রাজনৈতিক দলগুলির কাছে একটি নবাবী দাবি পেশ করে। সুদ্দো একটি নবাবী আহ্লাদ বলতে পারো।

সব ভোটারই চায় টাঙ্গা চড়ে বুথে গিয়ে নামতে, ভোট দিতে। মেয়েরা তো নবাবী পর্দার মোহে আকুল, ছেলেরাও নবাব। অবশ্য এ পর্দা শুধু বোরখা দিয়ে বোঝানো যায় না। এটা এক অনুভূতি মাত্র। তা, ছেলেরা বলে, টাঙ্গা ভেজ দো, ভোট হো যায়গা। ঔরৎ বিনা টাঙ্গাকে যায়েগী কৈসে। টাঙ্গা লেকর আইয়ে, ইমানদারীসে কাম হো যায়গা, বোট মিল যায়েগা।

এ দাবি সবাই করে। এটা কোনো লালসার কথা নয়। এটা কেউ একলা চায় না। এটা কোনো ঘুষ নয়। ভোট যতবার হচ্ছে, ততবারই তো টাঙ্গা ছুটছে শহরে। টপ্ টকাক্ টপ্ টপ্। ভোটও তো একটা উৎসব। কাশদিয়াড়ার উৎসব। মোতিবাগের জুলুস। মহরমে লাঠি খেলে উৎসব। ব্যারায় বাজি পুড়িয়ে উৎসব। (ব্যারার উৎসবের যে ফটো হাজারদুয়ারীর দেওয়ালে টাঙ্গানো, সনপ্রতি সেই উৎসবের খরচ ছিল তখনকার কালেই চল্লিশ হাজার টাকা, এখনকার কালে নবাবরা চল্লিশ ভাগের এক ভাগ খরচ করতেই হাঁফ ছাড়ে, তবু রক্তের মধ্যে স্মৃতির জল-প্রদীপ জ্বালতেই হয়।) আর ভোটের বেলা টাঙ্গার শোভাযাত্রা আর-এক উৎসব বৈকি। রক্তের এক চমৎকার দুলুনি বৈ তো না।

তাই বলছিলাম, টাঙ্গা নিয়ে এসো। টাঙ্গায় চড়ে মশগুল হয়ে আমরা সবাই ভোট দিয়ে আসব। ইমানদারীসে কাম হো যায়েগা। পাশ হো যায়েগা, তুমলোগ ওজীর নাজীর বন যাওগে। কোই নহী রুকেগা।

আর আমীর গরিব বলে তো কথা নয় ভাই, সবাই এই দিনটায় একটু টাঙ্গায় চড়বে। ফুর্তি করবে। পর্দানশীন হয়ে বুথে যাবে, ইজ্জতটা লোকে দেখবে। ভোটের দিন বলে কথা। তার একটা আদর, আদব আছে। দু' পয়সা কামাই ধামাই করবে ঐ টাঙ্গার ছেলেগুলো।

www.BanglaBook.org

আমরা বলি, টাঙ্গা লে আও। তাপ্পর চালাও গাড়ি মোতিবাগ। কোই নহী রুক সকতা। উজীর বন জাওগে। শাহানশা হতে গেলে এই আহ্লাদটুকু মেটাতে হবে। একে তুমি ঘুষ বলতে পারো না। হ্যাঁ ভাই, এই হচ্ছে কথা। আসলী বাত। নাকি?

কথা বলতে বলতে মুখে আঁচল চেপে বাঁজা বউ সঙ্গদা ফুলে ফুলে হাসল। পিংকুকে চোখের বিদ্যুৎ হেনে উর্দুর দু-একটি নবাবী শব্দবন্ধে বাক্য সাজিয়ে দিল। হাঁ। এই হাঁ উর্দুর হাঁ। হাঁ ভাই (উচ্চারণ বাই) পিংকু, হামি তুমাকে ইবারের ভোটটা (উচ্চারণ বোট) ভেঁট দিব। খুদা কসম। পাঁচজনা দশজনা কোশিশ করব, যাতে পাশ হতে পারো। সব করব। লেকেন টাঙ্গা লাগবে। টাঙ্গা লাগিয়ে ভোটের দিন হামরাকে তুলে লিয়ে যাবে। টাঙ্গা হম ঠিক রাখব, বাত বুলে রাখব, মরদকে সিধা করতে ওয়ক্ত বেশি লাগবে না। উজব শের ঝুকিয়ে দিবে তো তুমহার কাম ফতে হয়ে গেলো। হাঁ?

এই হাঁ শব্দটি উর্দুর আশ্চর্য মিষ্টতায় সঙ্গদার কণ্ঠে টসটস করে উঠল। হাঁ বলে টেনে সঙ্গদা হেসে উঠল। ওর অভ্যাস। হাঁ বলে বিস্ময়ে যেন নিজেই রহস্যময় হয়ে ওঠে। বাইরের লোক দেখলে এরা কথার মধ্যে যেনবা উর্দু শব্দের নবাবী-প্রীতির ওপর মোহিত হয়ে জিভের গৌরব বর্ধন করতে চায়। তখন একটা খুশি আসে মনের ভেতর। উর্দু ফার্সীর শব্দমাধুর্যে বাইরের লোকটিকে চমৎকৃত করে এদের বুক ফুলে ওঠে।

পিংকু অবাক হয়ে সব শুনছিল। পিংকুর বয়স খুব কাঁচা, এখনও সে যুবক হয়ে উঠতে পারে নি পুরোপুরি। তার যুবকত্ব এখনও অঙ্কুরই বলা যায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পিংকু এ-বছরই কলেজে ভর্তি হয়েছে। সে ছাত্র এবং কোনো এক বামপন্থী রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের সদস্য। পিংকু এবারে প্রথম হুগলী জেলা থেকে মফস্বলে দলের নির্বাচনের কাজে এসেছে, জীবনে তাই প্রথম তার সক্রিয় মিউনিসিপ্যালিটির মফস্বলীয় নির্বাচন অভিযান। তার দুচোখে মেয়েলি তন্ময়তা আর নম্র সৌন্দর্যে সব-কিছুর প্রতি জিজ্ঞাসিত কৌতূহল। তার গোঁফের রেখা এখনও প্রায় মেয়েলি রোমে মৃদু আভাসিত, ফলে কাশদিয়াড়া যেন তার চোখে ছায়াছবির গ্রাম। সত্যজিতের ক্যামেরায় দেখা অবাক-বিস্ময়। এই পথে তার জীবনের এক নতুন পাঁচালি শুরু হলো আজ।

নির্বাচনের বিশ দিন আগে পিংকু এখানে এসে পৌঁছেছে। স্থানীয় কমরেডরা, প্রাদেশিক কমিটির সদস্য, নির্বাচনে ডেপুটেড নেতার নির্দেশে পিংকুকে এই গ্রামে রেখে দিয়ে গেছে। মূলত এই গ্রামই তার কর্মক্ষেত্র।

পিংকু নির্বাচনের কাজে যেমন নতুন মানুষ, তেমনি সে অশক্ত, কিন্তু পার্টি আদর্শে উদ্বেল এক কিশোর। পার্টির বক্তব্য সে খুব ভালো করে জানলেও, গ্রামীণ মানুষদের কাছে স্পষ্ট করে তোলার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মতন অভিজ্ঞতা এবং মানুষের বোধগম্য ভাষা আর উপমা, রঙ ঢঙ তার অনায়ত্ত, ফলে কথা বলতে গিয়ে সে বার বার আটকে যাচ্ছে। ছাত্ররা যে-ভাষা বোঝে, গ্রামের মানুষ তা খুব কমই বোঝে। আর গ্রামের মানুষ, বিশেষ এই কাশদিয়াড়ার মানুষ যে-ভাষায় কথা বলছে, উর্দু মেশানো আঞ্চলিক ভাঙা বাংলার এক অপরূপ নবাবী ভাষা তার পক্ষে বুঝে ওঠা কষ্টকর মনে হয়। তা ছাড়া কাশদিয়াড়ার রকমসকমই আলাদা। এরা গ্রামের চাষিবাসী নয়, কারখানার শ্রমিক নয়, মুটে-মজুর নয়, শহরের বাবু সম্প্রদায়ের সঙ্গে জীবনের চলাচল, কিন্তু এরা বাবুও নয়। নবাবের দেশে থাকে, আবার এরা নবাবও ঠিক নয়। এদের মন-মর্জি বোঝা সত্যিই বড় দুঃসাধ্য ব্যাপার। দুষ্কর প্রচেষ্টা।

পিংকু উর্দু খুবই কম বোঝে, ভালো ছেলে সে, কখনও হিন্দী সিনেমাও ঠিকঠাক দেখে নি। একবার দুবার হিন্দী দেবদাস আর আনারকলি দেখে ঠিকমতো রস-গ্রহণ করতে পারে নি। সবাই ভাবে, শহরের ছেলে পিংকু উর্দু নিশ্চয় বুঝবে, অল্পবিস্তর নিশ্চয় বুঝবে, কলকাতায় তার চলাচল রয়েছে। এই-সব অনুমান করেই কিনা কে জানে, কাশদিয়াড়ায় তার কর্মক্ষেত্র স্থির করা হয়েছে।

ফের, গ্রামটিকে ঘিরে তাদের পার্টির কোনো সংগঠনও নেই, একটি সমর্থকও নেই। মোতিবাগ থেকে গ্রামখানি দেড় মাইলেরও কম দূরত্বে একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতন জাগছে। মাটির উঁচু পাহাড় যেনবা। এর দুপাশে নিশ্চয় মূল গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত দহ বা দিঘিটিঘি ছিল কিম্বা কোনো শাখাপ্রবাহ নদীই। নতুবা গ্রামটিকে এত উঁচুতে টেনে তোলার যুক্তি কী হতে পারে? এখনও চারপাশে ঝিলবিল রয়েছে। যাই হোক, পিংকু বুঝতে পারছে, এখান থেকে তাদের পার্টি কোনো দিনই ভোট পায় নি। সংগঠন না থাকলে কখনও তার পার্টি একটি ভোটও কি পেয়েছে? পাবে কেন? পিংকু বলল—টাঙ্গা?

সঈদা আবার হেসে উঠল সশব্দে। হাঁ। রূপয়া দে দো টাঙ্গা ঠিক হো যায়েগা। হামার মরদ ভী টাঙ্গা চালায়, উকে হামী বুলে লিব। পঁদ্‌র টাকা লাগবে।

www.BanglaBook.org

চনমনে খাঁ খাঁ দুপুরে মরদরা কেউ ঘরে নেই। সবাই টাঙ্গা নিয়ে শহরে চলে গেছে। শিশু আর মেয়ে আর আছে দুনিয়ার অবাঞ্ছিত রোগদীর্ণ বৃদ্ধ দু-একটি। বউরা খুব শখীন মেয়ে। পান খায়। ব্লাউজ পরে। ব্লাউজের তলায় কেউ কেউ ব্রেসিয়ার নেয়। ঝলমলে শাড়িও পরে। অথচ সবাই এরা দরিদ্র। অনেকেরই নিজের টাঙ্গা নেই। মহাজনের টাঙ্গায় সহিসী করে খায়। বেশিরভাগ মহাজন হচ্ছে এখানকার মোক্তাররা। তাঁরা টাকা দিয়ে ঘোড়া কিনে দিয়েছেন। ঘোড়ার অত্যন্ত দাম। তবু বোঝা যায় না, এত বেহাল হলেও, শখ বড় বেবগ্‌গা কেন! কিসের শখ! ঘরে বসে পান খেয়ে এমন রূপবতী হওয়ার মধ্যে নবাবী সহবত আছে হয়তো। পিংকু অবাক হয়ে যাচ্ছে।

এখন দুপুর। উড়ু উড়ু হাওয়া। ঘুঘু ডাকছে। বিদ্যুতের তারে ফিঙে বসছে আর উড়ে উড়ে যাচ্ছে। সামনে মস্ত মাঠের শূন্যতার 'পর মোতিবাগের নাগরিক হাসপাতাল চোখে পড়ে। সেদিকে একবার এই দাওয়ায় বসে চেয়ে দেখল পিংকু। রাস্তা দিয়ে একটি প্রায় খালি বাস হুহু করে শহরে দৌড়ে গেল। চোখ ফেরাল সে। দরজায় দাঁড়িয়ে সঈদা। তার পেছনে পাশে ঠেলাঠেলি মেয়েদের ছোট্ট জটলা। সবাই সব বউঝি সবাই বড্ড সুন্দরী, সঈদা যেন রানী। এখানকার মেয়েপুরুষ সকলেই সু-অঙ্কিত ফর্সা। নবাবী ব্যাপারটা বোধ হয় রক্তের তলে কোথাও নাড়া দিচ্ছে স্রোতের মতো। সঈদার চোখে চোখ পড়তেই সঈদা আবার ঐ রহস্যময় হাঁ করে মাথা দোলালো মৃদু। অর্থাৎ বুঝলে তো!

পিংকু বুঝল, তাকে নিয়ে রসিকতার এই একটি মেয়েলি মজলিসে ঐ হাঁ-এর রহস্য ছাড়া কিছু নেই। এখানে ভোট হবে না। এরা তার দলকে ভোট দিতেই পারে না। এদের অন্য কোনো মতলব আছে।

ভোটের প্রার্থীরা আজও কেউ এল না। কবে আসবে তারা? পাঁচজন প্রার্থীর একজন গোলাপ ফুল নিয়ে দাঁড়িয়েছে। লোকটি দলগতভাবেই হিন্দু এবং তার দলও হিন্দুত্বের পোষকতা

www.BanglaBook.org

চায়। অতএব সেই ব্যক্তি এই নবাবদের ভোট পেতে পারে না। যদিও লোকটি দুদিন দুবেলা কাশদিয়াড়ায় সাইকেল চড়ে ঘুরে গেছে। সামনের বাগানে বসে গুটি ফজলির আঁশ খাচ্ছিল। দেখে বড্ড দুঃখী দুঃখী লাগছিল। একা একটি লোক ঘুরছে। কোনো সংগঠন নেই, কর্মী নেই, একখানা সাইকেল তার সম্বল। তাকে কেউ ভোট দেয়? তবু সে এসেছিল।

পিংকু ভাবল, তাকেও কি খুব দুঃখী দুঃখী দেখাচ্ছে?

তার দলের পয়সা ছাড়া সব আছে। কর্মী। নেতা। কর্মক্ষমতা। সংগঠন। আছে এমন কিছু, যা অন্য কোনো দলেরই অনায়ত্ত। আদর্শের জোর। সঠিক পথ।

আসলে এই দলের পয়সা থাকারও কথা নয়। বরং জনগণের কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহ করে দলটি চলছে। তার শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে সঠিক আদর্শের রূপায়নের মধ্য দিয়ে। বর্তমান নির্বাচনেও দলের টাকা দরকার। ন্যূনতম, যা না হলে চলে না, কর্মীরাই তা সংগ্রহ করবে। যার কাছে ভোট নেবে, তার কাছেই টাকা চাইবে। যে-ভোটার তার দলকে টাকা দিচ্ছে, তার একটা ঝোঁক বোঝা যায়। ভোটটা পাবার একটা সম্ভাবনাও দেখা দেয়।

পিংকু ঘাড়ের থলেতে হাত ঢুকিয়ে রসিদ বইখানা স্পর্শ করল। তাকে অন্তত দশ-পনেরটি টাকা এখান থেকে ওঠাতে হবে। মাত্র পনেরটি টাকা। অন্য কর্মী, কেউ আড়াইশো কেউ দুশো। পঞ্চাশ পঁচিশ —পঁচিশ টাকার কমে কারো কোটা নেই। সব চেয়ে কম টাকা ধরা হয়েছে পিংকুর ওপর। এটা নিশ্চয় লজ্জার কথা। কিন্তু এখানে বোধ হয় পনেরটি পয়সাও কারো কাছে হাত বাড়িয়ে চাওয়া যায় না। উল্টো এই মেয়েগুলিই টাঙ্গার জন্য পনের টাকা আহ্লাদ করে চাইছে। শুধু তাই নয়, তাকে এই দুপুরবেলা একলা পেয়ে রস-রসিকতা করছে। ঐ হাঁ শব্দটি বড্ড নিষ্ঠুর ঠাট্টায় ভরা।

পিংকু মুখ কাঁচুমাচু করে বলল—আমার দল কাউকে টাকা দিয়ে ভোট নেয় না। ভোট টাকার জিনিস নয়।

www.BanglaBook.org

মেয়েগুলি একসঙ্গে মৃদুগুঞ্জন করে হেসে উঠল।

ওদের হাসি থামিয়ে সঙ্গীদা বলল—তো রুপেয়া হামরা লিবে না। বহৎ কিমতি, আক্রা চীজ ইয়ে বোট—হাঁ!

হাঁ বলে সে সবার দিকে চোখ বিস্ফারিত করে তারা কাঁপিয়ে বলতে চাইল—তোমরা বুঝলে তো! সবাই মাথা ঝাঁকিয়ে গুঞ্জন করল। হাঁ হাঁ বহৎ দাম।

—তো বাই (ভাই) তুমহী টাঙ্গা লে আউ। পঁদর রূপেয়া কী কোই চাহ্ হামরাকো থাকল না। সঙ্গীদা যেন একটা সমাধান করে দিচ্ছে।

পিংকু বলল—আমাদের ভোট দিতে হলে পায়ে হেঁটে যেতে হবে।

সঙ্গীদা বিস্ময়ে গালে আঙুল ঠেকিয়ে কপালে চোখ তুলে বলল—পৈর! পৈর চালাকে বোটের নিকাহ্‌র খানা খেতে যাব? ওয়াহ্!

এই 'ওয়াহ্' আর 'চাহ্' শব্দ দুটি কী অদ্ভুত উচ্চারণ করল সঙ্গীদা। আনারকলি ঐ ধারা 'ওয়াহ্' মানে 'বাহ্' বলে উঠছিল, মনে আছে পিংকুর। কিন্তু চাহ্ মানে কী পিংকু ঠিক করতে পারল না।

এই মেয়েগুলি নিশ্চয় এখানকার ঐ 'বাণীচিত্র' সিনেমায় খুব বেশি সিনেমা দেখে। টাঙ্গায় চড়ে সিনেমায় যাবে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই, বোরখা জড়িয়ে গেলেও অবাক হবার জো নেই। এই গ্রামটির ওপর পিংকু বড্ড বিরূপ হচ্ছিল। চলে যেতে ইচ্ছে করছিল। অন্য কোনো ওয়ার্ডে শহরের মধ্যে গিয়ে কাজ করতে ইচ্ছে করছিল। নেতাকে বলতে ইচ্ছে করছিল—কাশদিয়াড়া তাদের একটি ভোটও দেবে না। খামকা পড়ে থেকে সে এক রকম ফাল্তু হয়ে যাচ্ছে। তাকে এরা মানুষই মনে করছে না। এত বড় ভোটটা দেশের ওপর দিয়ে যাচ্ছে, তার কোনো চিহ্ন নেই এখানে।

ঐ গোলাপ ফুল ছাড়া কোনো পোস্টারও কেউ লাগায় নি হাতে লেখা পোস্টার এখানে কেউ বোধ হয় পড়তেও জানে না, ছাপা পোস্টার কলকাতা থেকে এখানে এসে পৌঁছয় নি এখনও, পিংকুর দলের।

www.BanglaBook.org

পিংকু একটা হাতে লেখা পোস্টার নিমগাছে সেঁটেছিল, হাওয়ায় উঠে গেছে। এই অবস্থা!

কিন্তু পার্টি তাকে নিয়ে অন্য কোনো সিদ্ধান্তের কথা ভাবছে না, পিংকু বুঝতে পারছে। এখানে একবেলা কারো কাছে খাবার জোগাড় করতে পারে নি পিংকু। পার্টি অফিসে দুপুরে রান্না, দুপুর রাত্রে রান্না। হেঁটে গিয়ে খেয়ে আসতে হয়। আজ এই দুপুরে রোদ ঠেলে অতদূর যেতে মন উঠছিল না।

আবার এখানে মেয়েলি আক্রমণে সে মনে মনে অতিষ্ঠ হয়েও উঠেছিল। সঈদাকে তার বড্ড সেয়ানা আর ধুরন্ধর মনে হচ্ছিল। একেবারে মুরুব্বির মতন মেয়েদের জুটিয়ে এনে তামাসা জুড়েছে। ভোট নিয়ে তামাসা করে আখেরে কী লাভ কে বোঝাবে এদের?

পিংকুর কথা বলতেও মন চায় না। কাঠফাটা রোদে তেষ্টা পেয়ে গিয়েছিল তার। অথচ জল চাইতে গেলে এরা আবার কী বলে, কে জানে! পিংকু ইতস্তত করতে করতে বলে উঠল—চলি! বলেই সে কাপড়ের ব্যাগটা কাঁধে গলিয়ে দাওয়া ছেড়ে নামবার প্রস্তুতি করতেই মেয়েদের জটলা ধীরে ধীরে ভেঙে গেল।

সবাই সঈদার বাড়ি ছেড়ে আপন আপন বাড়ির দিকে চলে যেতে লাগল। সঈদার বাড়িটা সবার চেয়ে আলাদা দূরত্বে, পৃথক। অন্যগুলো সব গা-লাগা। সঈদা একলা থাকে।

সঈদার স্বামীর দুটি বউ। বিয়ের তিন বছর বাদে ফেরু নবাব টাঙ্গায় করে সঈদাকে মোতিবাগের মেলা থেকে ঘরে এনে তুলেছে। ফেরু বলে, তাদের নাকি নিকে হয়েছে কারবালার কোন মৌলভীর কাছে।

লোকে ফেরুকে সর্বাংশে বিশ্বাস করে নি। আজ সাত বছর পরও সঈদা কোনো বাচ্চা প্রসব করতে পারে নি। সঈদা বাঁজা। একটেরে এই ঘরখানা ফেরু তাকে বানিয়ে দিয়েছে।

সঈদা বিড়ি বাঁধতে জানে, বাধ্য হয়ে শিখেছে। ফেরু তাকে অন্ন দেয় না। বরং তাড়ি খাবার পয়সা বিড়ির রোজগার থেকে ছিনিয়ে নেয়। পিংকু পরশু রাত্রে সঈদার ওপর জুলুম হতে দেখেছে।

www.BanglaBook.org

শহর থেকে স্বামী তিনজন ইয়ার দোস্ত সঙ্গে করে টেনে এনে বাঁজা বউয়ের হাতে কলসি থেকে ঢেলে নিয়ে গেলাস গেলাস তাড়ি গিলে মাতলামো করেছে। ঘরের মধ্যে কলসি রাখতে আপত্তি, তাড়ি ঢেলে দিতে আপত্তি, দুর্গন্ধে আপত্তি, আর এই আপত্তি সঈদার নাসিকা কুঞ্চনে প্রতিবাদের মূর্তি ধরেছিল। ঐ নাক কুঁচকোনোটাই নিঃশব্দ প্রতিবাদে তীব্র ভাষায় ধিক্কার দিতে চেয়েছিল। এই ধারা প্রতিবাদ করাতেই ফেরু নবাবের সেকি অগ্নিমূর্তি!

—তুই নাক কুঁচকোস! এতবড় আস্পদ্দা! কে আমার লাটের বেগমরে! মুণ্ডা খাবি, এই শালী মুণ্ডা খাবি? নখরা করিস নি। লে, খা!

বলে তাড়ির গেলাস বউয়ের মুখের কাছে ঠেলে ধরে ফেরু। বউ মুখ টেনে নাক কুঁচকে বেকুফ হয়ে যায়।

—হাঁ নবাবজাদা, হাঁ হাঁ। সঈদা ককিয়ে কেঁদে ওঠে। ইহাঁ কোই বেগম তো নেই হ্যায়, বাঁদী জরুর হ্যায়। লেকিন এই বান্দী আর বান্দী থাকবে না। খুয়াব দেখালে মেলার দুকানমে বৈঠে বৈঠে। চুড়িয়া হরেক পহনে দিলে হাথমে। মুঝে হাথ পাকড়ে কসম করলে নিকাহ্ করবে, ইসব কি নখরা হলো না? খোদা হমে বাঁজা করে দিল। শুকরিয়া খুদা কী, মেহেরবানী আল্লাহ কী, নাই তো ফেরু নবাবের জারজ বচ্চে পয়দা হয়ে সারা ঘর হামার হাবিয়া দোজখ হয়ে যেত! তা হামী বাঁদী হলাম, বেগম হলাম না। খুয়াব তো দেখালে আচ্ছা। অব তাড়ি কী শরবৎ পিতে বলছ। ওয়াহ্‌রে ওয়াহ্!

চোখের ওপর, পিংকুর চোখের উপর সেদিনের সাঁঝের এই দৃশ্য এক ঝলক উঠে এল মুহূর্তের মতো। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকা সঈদার চোখে চোখ ফেলে দাওয়া থেকে নেমে যেতে গিয়ে পিংকু চেয়ে বসল—ভোট তো দেবে না, এক গেলাস পানি হবে তোমার কাছে?

পানি? জল? হাঁ।

দরজা ছেড়ে দ্রুত ঘরে অদৃশ্য হলো সঈদা। তিন-চার মিনিট

www.BanglaBook.org

বাদে একটা বদনা আর গেলাস ভর্তি করে নিয়ে এল। চৌকাঠের ওপাশে মাটিতে বসে হাত বাড়িয়ে বলল—তিয়াস লেগেছে তুম্‌হার। লাও খেয়ে লাও। পানি তো!

পিংকু চুমুক দিয়ে বুঝল, এটা পানি নয়, শরবৎ। একবার চুমুক দিয়ে চোখ তুলতেই সঈদা মিঠে হেসে বলল—হাঁ শরবৎ।

চোখে পাতা টিপে নিঃসন্দেহ করতে চাইল সঈদা। শরবৎ শেষ হতেই ঐ গেলাসে বদনা থেকে জল গড়িয়ে দিল।

বলল—এটা পানি। ঠাণ্ডা হোবে। টিপলিকলসে তুলে দিলাম। তো বাত হলো, বোটবাট করতে কঁহা কঁহা ঘুরতে হয় আদমীকো তুম্‌হার ঘর কাঁহা?

—হুগলি।

—হুগলি জিলা?

—হ্যাঁ।

—মা বাপ হ্যায়?

—আছে।

—ভাই বহন ভী আছে?

—আছে।

সঈদা একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করল।

বলল—হামার কোই নাই। হম আকেলী। হামার মা বাঈজী থী জিয়াগঞ্জমে। মকান থা, সম্পত্তি ভী ছিল। বহৎ দিন হলো। মা লখনৌ চলে গেলো। হামী যাত্রা পার্টিমে নাচ করতাম। হামার ভী ইকটা পার্টি ছিল। তো ফেরুকে দেখতে দেখতে ইকবার মন পসন্দ করে গেলো। মা সম্পত্তি বিচে দিয়ে ইকটা আদমীর হাথ পাকড়ে পালিয়ে গেলো। সব সচ্ বাত বোলছি ভাই। হমভী ছুটকারা দিয়ে যাত্রাসে পালিয়ে এলাম।

একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বুকে দম ভরে নিয়ে সঈদা বলল—নবাবের বাঈজী হামরা। ঘর চাহতী। মরদ চাই, ঘর চাই, তো নবাব চাই, বেগম বননা চাহতী হুঁ। মা হোকর জিন্দেগী বিতানা

www.BanglaBook.org

চাহতী হুঁ। বাঁচতে চাই হমভী। লেকেন জীনা বহৎ মুস্কিল হোতা হ্যায় ভাই। নবাব কভী এ-খুয়াব পসন্দ কোরে না। সিরাজ নবাব কোরেনি, ফেরুনবাব কোরবে না। টাঙ্গাবালা নবাব হলো, যাত্রাবালী বাঈজী হলো, আদমী শুনে ইয়ে মোতিবাগকা কিস্‌সা বিশওয়াস কোরবে না। তো বাত হলো, বোটমোটকে লিয়ে কাঁহা কাঁহা আনাযানা ঘুমনাফিরনা করতে হয় আদমীকো।

পিংকু শুনেছে, এখানকার মানুষের পরিবারে এই রকম নবাবী গল্পের চল আছে। নবাবের অঙ্কশায়িনী বাঈজীদের সন্ততিরা আজও এই মোতিবাগের এলাকায় বেঁচে থেকে যাত্রাদলে নেচে গেয়ে জীবিকা চালাবে, এ-কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। নইলে অনর্গল একজন সেদিন হোটেলবালা বিশুদ্ধ উর্দু বলতে পারে কী করে? চোখে দেখা জিনিস।

তা ছাড়া সঈদার শরীরে নীল রক্তের সজীবতা, রূপের আভিজাত্য এই দারিদ্র্য-পীড়িত পল্লীতেও চেয়ে দেখলে আবিষ্কার করা যায়।

পিংকুর সহসা কেন যেন মনে হল, সঈদা পার্টির দৃষ্টিভঙ্গিতেও এক মহৎ আবিষ্কারের বস্তু। পার্টি বলে, আগে মানুষকে খুঁজে বার করো, তার পর আদর্শের কথা বলবে। প্রত্যেক কমরেডের থাকবে একটা সার্চ লাইট। শবের স্তূপের মধ্যে প্রাণ খুঁজে ফেরার চেয়ে এ কাজ কঠিন। পার্টি হচ্ছে এক মহাপ্রাণের প্রবাহকে নিঃশব্দ অনুসন্ধানের সতর্ক যাত্রা। সঈদা তারই এক উজ্জ্বল কণিকা মাত্র।

পিংকু বুঝতে পারছিল, সঈদা আপন মনে নিজের কথা বলতে চায়। বুকের মধ্যে মস্ত এক চাপ ধরে আছে অতীত-চারিণী বাঈজী। কিন্তু তার কোথাও মরমী কেউ নেই যে তার কথা শুনবে।

আর তা ছাড়া, 'আমি বাঈজী ছিলাম' এ কথা না বললে সঈদারই বা চলবে কেন? কিছু মানুষ আগাম আগাম স্বচ্ছন্দে নিজের কথা বলে দেয়, সঈদা তাদেরই একজন।

সঈদা হঠাৎই কথা ঘুরিয়ে প্রসঙ্গ ভোটের মাত্রায় জুড়ে দেয়।

বলে—কাশদিয়াড়মে বোট হোবে একটা রাত। ইক রাতে

www.BanglaBook.org

সব ঠিক হোবে। ভাটুবাবু না রাম পোদ্দার। রাম পোদ্দার না ভাটুবাবু এক রাতে সব ঠিক হোবে। আউর তুমি ভাই ঘুরে ঘুরে মুর্দা হয়ে যাবে, তুম্‌হাকে কোই পুছে দেখবে না। তো এই সাল ফতে মীর্জার নামভী লোকে মুহ্‌মে লিবে। ভাটু না রাম না ফতে মীর্জা। ইয়ে সব ঠিক হোবে আঁধেরী রাতমে। ওহ্‌ রাত অভী বহৎ দূর আছে। ওহ্‌ রাত জব আসবে, টাঙ্গামাঙ্গা সব ঠিক হোবে। বোটের তাজিয়া চলবে রাস্তাপর, হাঁ ?

কিছু কিছু মানুষের চোখে মুখে মনুষ্যত্বের ভীরু শুদ্ধ কিরণ আপন লীলায় খেলা করে, সেই স্বাদ চোখে পান করা যায়। সঈদা কি তাই ? আবার এমনও হতে পারে, সঈদা সে-সব কিছুই নয়। হাঁ ছাড়া তার কোনো রহস্যই নেই। পিংকু গম্ভীর হয়ে বলল—আর এখন তোমরা কিছুই ভাববে না ?

—না ভাই। হামরা কিচ্ছু ভাববে না। সব ওহ্‌রাত ঠিক করে দিবে।

সঈদা বলতে থাকল—কেত্ত কেত্ত টাঙ্গা যাবে। প্রিত্যেক টাঙ্গা কেত্ত টাকা খাবে। কার কার টাঙ্গা কোন সহিস হাঁকিয়ে লিয়ে যাবে। কৌন ঔরত কিসকা টাঙ্গা চঢ়ে তুল্‌হী বিবি বন যাবে, কেত্ত জনা ইকটা টাঙ্গাপর চঢ়তে পাবে, সব হিসাব হোবে।

—বাঃ ! পিংকু অস্ফুট শব্দ করল।

—হাঁ ভাই। আঁধেরী রাতমে কাগজকা রূপেয়া ইধর উধর চিঁড়িয়া সা উড়বে। খালি আঁখে দেখা যাবে না।

পিংকু বলল—আমাদের টাকা নেই। থাকলেও আমরা দিতাম না।

শুনতে শুনতে পিংকুর কিঞ্চিৎ অসহ্য লাগছিল। ভাবছিল, সঈদার মুখে কি কোনো ভুল ছায়া ভাসছে ?

—শারাব ভী আসবে। বিলাইতি মাল আনবে ভাটুবাবু ইখানে মিট্টিমে নাশাউসা বহৎ দিনসে মিলতা জুলতা মজলিস করতা শৈরি বনাতা মুজরা করতা চলা আ রহা ভাঈ। নবাবজাদা মোতি-

www.BanglaBook.org

বাগমে ইয়ে সহবত রখ্‌খে গয়ে হোঙ্গে। ইসকা কোই জবাব নহী ভাই।

বলতে বলতে সঈদা রক্তাক্ত হয়ে উঠল। সে যেন বাঈজীদের লাঞ্ছিত জীবনের দুঃসহ স্মৃতি একলা বহে বেড়াচ্ছে।

মহরম আর ব্যারার উৎসব মোতিবাগের নবাবী উৎসব। মোতি-বাগের উৎসব-প্রিয়তা যেন এক স্মরণযোগ্য ইতিহাস। তাই ভোটও তাদের কাছে এক নবাবী উৎসব। ভাবতে গিয়ে পিংকু হতভম্ব হয়ে পড়ছিল। এখানে তাদের একটিও ভোট নেই।

—আচ্ছা, তুমহী বোলো, ইস দেশমে ইতনা বাগ কিঁউ হ্যায়? সঈদা এবার প্রশ্ন করল।

বলল—হাঁ, বাগ হ্যায়। বাগিচে হ্যায়। লালবাগ, মোতিবাগ, আইসবাগ, নিশাতবাগ, রৌশনীবাগ। হাঁ হ্যায়। ইয়ে সব বাগানবাড়ি আছে। নিশাত তো এক নর্তকী কা নাম থা। মোতিঝিলকে কবর-স্থানমে একটা ঘর আছে। তো ওহ্‌ ঘর, ঘর নহী। কবর ভী নহী। আদমী বোলে, অন্ধা আদমীকা ঘর। অন্ধা কূপ বলছ তুমরা। না? তো কান মিলাকর শুনোগে, দেখবে নর্তকী কা নাচ শুনতে পাবে। ঝমঝম নাচ করছে। থামছে না। রোকে না কভী।

নিশাত, বাঈজি না বেগম, পিংকু জানে না। কিন্তু সঈদা নিজেকে জোর চেষ্টায় বাঈজির মেয়ে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করছে বলাই বাহুল্য। পিংকু কী সব আবোল তাবোল ভেবে হঠাৎ ফস্‌ করে শুধাল—তোমার স্বামী তোমাকে খুব মারে, কষ্ট দেয়, তাই না?

সঈদা বলল—ফেরু হামার নবাব। হামার কোই স্বামীটামী নাই। নবাব হামাকে লাথ্‌ মারে, হম বাঁজা ঔরত। ফেরু কোশিশ করছে, হামাকে বেশ্যা বানাবে। হামার বাচ্চা হোবে না। বাঁজা বান্দীসে কুছ্‌ ইনকাম করবে। বেওসা লাগাবে। পট্টি খুলবে। নর্তকী কা কোঠি নহী, বেশ্যা কা পট্টি। নবাব কী বনবটী তুম দেখা নহী। তুমহার সমঝমে সব বাত ঘুসবে না।

—আশ্চর্য! পিংকু শিউরে উঠল।

www.BanglaBook.org

—তো হামী ফের বান্দী থাকবে না। সঈদা রক্তাক্ত হচ্ছে।

—কী করবে দিদি ?

—দিদি ? তুমি হামাকে দিদি বলছ ভাই ?

সঈদার চোখ ছলছল করে উঠল। পিংকু নিজেও বোঝে নি, সে কখন সঈদাকে দিদি বলে ফেলেছে। কথা শুনতে শুনতে চেয়ে দেখতে দেখতে কী যে হয়ে গেল, সঈদাকে দিদি বলে বসল।

নেতা যদিও বলেন, ভোটের রাজনীতি করতে গেলেও, বড় রাজনীতির বেলায় তো বটেই, ভোটের বেলাতেও মানুষকে পয়লা আত্মীয় করে নিতে হয়। কাউকে চাচা-কাকা, কাউকে দাদা-দিদি করে নিতে হয়। সেক্ষেত্রে কোনো আড়ষ্টতার মানে হয় না। কিন্তু আজ পিংকু ঠিক ততখানি সচেতন হয়ে সঈদাকে দিদি ডাকে নি। মুখ দিয়ে কেন যেন বেরিয়ে গেছে কথাটা, মনেরই কোনো স্বভাব বাহিত হয়ে।

সঈদা পিংকুর দিকে দু-দণ্ড চেয়ে থেকে বলল—তো দিদি ডাকছ, ইসকা মতলব এহি হ্যায় কি, ভোট লিবে একটা ! হাঁ ? সঈদার নিজের গালে আঙুল ঠেকানো ভঙ্গি, টোলের খাদে আপন তর্জনীর স্পর্শ বুলানোর সঙ্গে চোখে ফুল্ল দৃষ্টির বিস্ফার বঙ্কিমা ও মাথার মৃদু বিজ্ঞ দোলনের ছন্দ দেখে পিংকু হতবাক।

লজ্জা পেয়ে বলল—বেশ বেশ ভোট তুমি দিওনা। আমরা কি ভোটই চাই ? ভোট দিয়ে কী হয় বল ? ভোট দেওয়া কত সহজ ব্যাপার দেখ না ! টাঙ্গায় চড়বে, টাকার চিড়িয়া দাঁড়ে বসে কথা বলবে। টাঙ্গার তাজিয়া জুলুস ছুটবে, বুথে গিয়ে রাণীর মতো ভোট দিয়ে আসবে। কত সহজ একটা কাজ। এর চেয়ে বিনা স্বার্থে এক গেলাস শরবৎ দেয়া ঢের কঠিন। আর···

থেমে গেল পিংকু। শুনতে শুনতে অভ্যাসের ফলে সঈদার কথা ক্রমশ বেশ ভালই বুঝতে পারছিল। তা ছাড়া সঈদার চোখমুখের ভঙ্গি এত স্বচ্ছ আর অভিব্যক্তি কুশল যে, ভাবেই অনেক কথা মর্মস্পর্শী হচ্ছিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—আউর? বোলো! সঈদা মুগ্ধ হয়ে শুধাল। পিংকু ম্লান হাসল। বলল—দিদি হওয়া যে আরো শক্ত দিদি। তুমিই বল ভোট দেওয়ার চেয়ে কাজটা কঠিন কিনা?

সঈদার খেয়াল হলো, তাই তো! এই ছেলেটি আজ পাঁচদিন এই গ্রামে শুকনো-মুকনো মুখে ঘুরে মরছে, কেউ কাছে ডেকে দুটো কথাও শুধায় না। ভয় পায়, পাছে একটা ভোট দিতে হয়।

যেন ছেলেটি দুশমনের ছেলে।

কথা না বলে, কাছে না ডেকে বুঝিয়ে দাও, তোমাকে আমরা চাই না।

মনে পড়ছে সঈদার। পিংকুকে প্রথম দেখায় চোখের আলাপ। বাঈজির চোখের ঠামঠমকি আলাপ ভারি রহস্যময়। ছেলেটি ঘুরছে দূরে দূরে। পথের উপর দিয়ে ন্যালাভোলা ছেলে চলে যাচ্ছে কাপড়ের ঝোলা কাঁধে একাকী। কেন ছেলেটা একলা ঐভাবে ঘোরে প্রথম বুঝতে পারে না। দরজার মুখে বসে বিড়ি জড়াতে জড়াতে, বিড়িতে সুতো বেষ্টনী দিতে দিতে, মুখ মারতে মারতে চোখ চলে যায়। কী করে ছেলেটা ঐ ধারা?

কিছু যেন খুঁজছে বলে মনে হয়। আবার মনে হয় ছেলেটির কোনো কাজ নেই। বিন্দি কানের কাছে খবর পৌঁছে গেছে, ভোট-বিবাগী মস্তান, ভোটের জন্য হত্যে দিয়ে হন্যেমা করছে গাঁয়ে। বাইরে আলাভোলা, ভেতরে বড় সেয়ানা। আমরা কেউ কথা বলি নি। ছোঃ!

সঈদা দূর থেকে দেখে। ডাকে না। কারণ কেউ তো তাকে ডাকছে না। কিন্তু সেদিন, আজীব ছেলেটি নিজেই এল। এল সঈদার দুয়ারে।

সঈদার মাঝে মাঝে মন-পস্তানি রোগ হয়। তার মনের মধ্যে বিষাদের কুণ্ড আছে। সেখানে বিষাদের ঝোরা তাকে কাঁদায়। তখন সঈদা বেলাত মীর্জার সঙ্গে একটা আসর করে। মেয়েদের দিয়ে ওপাড়া থেকে বেলাতকে আড়-বাঁশি হাতে ডাকিয়ে নেয়। বৃদ্ধ, সাদা চুল,

www.BanglaBook.org

চোখ ঝাপসা (আসলে তত বৃদ্ধ নয়) বেলাত ফ্লুট বাজাতেও ওস্তাদ। চোখে ভালো দেখে না, কিন্তু সুরের সঙ্গে মনের শুভদৃষ্টি অনায়াস।

বেলাতকে বাঁশি বাজিয়ে নিয়ে সঈদা এক বাণ্ডিল বিড়ি উপহার দেয়। বেলাত ভারি খুশি হয়। অন্য সময় বেলাত রাস্তায় চাঁদনীচকে নাতে রছুল, খোদাকে হম্‌দ্‌ আর ইসলামী গজল গেয়ে বেড়ায়। লোকে চেনে না, বেলাত একদিন কী ছিল। মোতিবাগের আজ একমাত্র ভিখিরি-নবাব যে কিনা মসজিদে সব চেয়ে ভালো আজান দিতে পারে। সঈদা বেলাতকে চিনতে ভুল করে নি। মুজরোর আসরে বেলাতকে জগত দেখেছে, কোনো এক জনমের পারে, বেলাত সঈদার পায়ের মুদ্রায় বাঁশির বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। এ কল্পনা সঈদার কাছে নিষিদ্ধ নয়। বেলাতও এবং একমাত্র বেলাতই সেই মর্ম জানে।

সেদিনটাও ছিল মন-পস্তানি আসরের উতল রিহার্সল। দুপুর তখন। বেলাত বাঁশি নিচু খাদে, অনুচ্চ সুর টেনে খেলিয়ে যাচ্ছে। ঘরে একলা নর্তকী ভুলে যাওয়া জীবনের ছন্দ সর্বাঙ্গে মনে করিয়ে দিচ্ছে, মুদ্রায় মুদ্রায় স্মৃতির ব্যবহার কে দেখে? এই আসরে উপভোগী আপাতত কেউ নেই।

আজ দুপুর-বিলাসিনী মেয়েরাও আসে নি। নবাব কোথা? টাঙ্গা বাইছে বরফখানার পথে। নাকুড়তলার মোড়ে, নাটাতলার বাঁকে। ঘোড়ার কষে ফেনা গড়িয়ে পড়ছে। বিষাদের কুণ্ড-উদ্গত বেদনায় পৃথিবী আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

পায়ে ঘুঁঙুর বেঁধেছে সঈদা। ঘুঁঙুরে ক্রমশ ছেঁদল পড়ে যাচ্ছে। বেশিক্ষণ নাচা যায় না। মাথা ঘোরে। শরীর থেকে বিদ্যুৎ পালিয়ে যায় কেন? যাবেই বা না কেন? আসলে সঈদা নিজেকে ঠাট্টা করছে এই ভাবে।

নিজেকেই বলছে—জানো আমি ছিলাম একদিন। অন্য কিছু ছিলাম। এমন ছিলাম না। সত্যিই যে ছিলাম, দেখ এই মুদ্রার স্মৃতি, পাকা নর্তকী ছাড়া কেউ পারে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সঈদার গায়ের জামাটা ছেঁড়া। বিড়ি-বাঁধুনীর ব্লাউজ যে! বেলাত কানা। তা ছাড়া সুরেও অন্ধ। নইলে দেখতে পেত, ছেঁড়া ব্লাউজের ফাঁকে ছন্দের বিদ্যুৎ উল্লাসে ক্ষুব্ধ বদমায়েসী, নগ্ন খেমটামী। বেসরম বাঈজি? কোনো নবাব থাকলে জিভ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ত। হায়, ঘোড়ার কষে ফেনাইত বিষণ্ণ ক্লান্ত দুপুর। কেউ নেই, কোথাও কেউ নেই।

তখনই পিংকু এল। দুয়ারে ভিখিরির ছায়া। না ভিখিরি কেউ নয়। এক আজনবী। বড্ড ছেলেমানুষ হে। চোখে চোখ পড়তেই নাচ থেমে গিয়ে লজ্জায় নর্তকী সংকুচিত হয়ে গেল। গায়ে ভালো করে কাপড় টেনে দিয়ে শক্ত সম্বিত আর ব্যক্তিত্বে ফিরে এল।

কে তুমি? চোখে ফুটে উঠল উগ্র বৈদ্যুতিক চমক, ভুরু কুঞ্চনে আহত বিরক্তি। সেই চমকও মিলিয়ে গেল। সঈদার চোখ মুহূর্তে বিড়ির কুলোয় গিয়ে থামল।

মনে মনে বলল—বিড়িউলীর নাচ দেখতে ছেলেটা এসেছে। ছেলেটা কী বোকা!

দ্বিতীয় তৃতীয়বার সঈদা পিংকুকে চেয়ে দেখেই হঠাৎ আরো অন্যরকম হয়ে গেল। বেলাত তখনও থামে নি। সঈদা বেলাতের মুখ থেকে আচমকা বাঁশি কেড়ে নিল। বেলাত হতভম্বের মতন একবার নর্তকীর এই রূঢ় আচরণের কারণ বুঝতে চেয়ে চোখ তুলে সঈদাকে খুঁজল। তার পর ফ্যালফ্যাল করে ঘাড় গুঁজে স্থির বসে থাকল।

বাঁশি দিয়ে হাতের পাতায় আলতো আঘাত করতে করতে গা দুলিয়ে সুরের রেশ শরীরে বইয়ে দিতে গিয়ে ফের লজ্জা পেল সঈদা। বিড়িউলী বার বার বাঈজি হয়ে উঠতে চাইছিল। অবাধ্য বড়। দেখছ-না একটা বোকা ছেলে এসেছে। চোপ্! খামোস্!

ছেলেটির চোখে মহাবিস্ময়। তা হবেই বা না কেন? বিড়িউলীকে নাচতে দেখে ওর এতক্ষণ হো হো করে হেসে ফেলা উচিত ছিল। ভাবতে গিয়ে নর্তকী আর হাসি চেপে রাখতে পারল না। সঈদার হাসির উচ্ছলতায় বাঈজির চাপল্য খেলে গেল। পিংকু বিষম অবাক

www.BanglaBook.org

হয়ে কী বলবে উসখুস করে চুপ করে রইল। মুখে আঁচল চেপে সঈদা হাসিতে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

হাসতে হাসতে চোখে জল এসে গেল। সেই ঝাপসা চোখে দেখল, এই যে সামনে স্থির ছেলেটি, তাকে যেন কোথায় দেখেছে সে, কারো কারো বেলা এরকম হয়। চেনা চেনা লাগে। কিন্তু চেনা চেনা লাগা আর আসলেই একদিন চিনত, দুটি জিনিস আলাদা। ছেলেটিকে কোথায় দেখেছে সঈদা? শুধুই কি চেনা চেনা, নাকি সত্যিই একদিন চিনত এই আজনবীকে!

পিংকু লজ্জা পেয়েই আর ওখানে দাঁড়াল না। তার পর থেকেই সঈদা পিংকুর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছে। মনের এই গোপন ইচ্ছে কেন জেগেছিল, সঈদা এখন সেই কথা ভেবে ভারি অবাক হয়ে যাচ্ছিল। লজ্জা পেয়ে পিংকু চলে গিয়েছিল। রাস্তার ওপাশে এক কিশোরী এক গাছতলায় কাঠ কাঠালি জড়ো করে জ্বালানি শুকনো ডালপালা বোঝায় বেঁধে কারো অপেক্ষায় ছিল, কেউ যদি তার মাথায় উঠিয়ে দেয়। সেইদিকে চলে গিয়েছিল পিংকু। সঈদা দাওয়ায় বেরিয়ে লক্ষ্য করেছিল পিংকু রাহেদার মাথায় বোঝা উঠিয়ে দিচ্ছে।

মনে মনে সঈদা বলেছিল, ভারি সহজ একটা ছেলে। যেন ঠিক কার মতন। অহংকার নেই। রাহেদার মাথায় হাত লাগিয়ে বোঝা তুলে দিচ্ছে। আর বাঈজির বেলা হাসির তরাসে ঘাবড়ে গেছে। আর কী দুঃখ, ভোটের ভয়ে কেউ ওর সঙ্গে কথা বলে না। আজ সেই কিনা পানি চেয়ে খেল, দিদি বলে ডাকছে। ভারি মিষ্টি গলা। যেন ঠিক কার মতন!

পিংকু বলল, হ্যাঁ। এক গেলাস পানি হয়তো দেওয়াও যায়। না গেলে, তুমি দিলে কেমন করে? কিন্তু টাকা খেয়ে টাঙ্গায় চড়ে কথা দেওয়ার পর অন্যকে ভোট দিলে ইমানদারী মাটি হয়। মুসলমান তা পারে না। তা ছাড়া নবাব যারা, নেতা সেদিন বলছিলেন, তোমরা শিয়া, ক্ষত্রিয়, তাদের ইমান আরো শক্তিশালী। আমাদের ভাত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেবে। বারান্দায় শুতেও হয়তো দেবে রাত্রে। ইমান নষ্ট করবে না। তা ভোট আমি চাই না, এত দামি ভোট তোমরা রেখে দাও ভাটুবাবুর জন্যে। ইমান রক্ষা বড় কাজ, ইজ্জতের সওয়াল। কিন্তু দিদি হওয়া কি তারও চেয়ে কঠিন নয়? কী বল তুমি? সত্যিকার দিদি তুমি হতে পার?

সঈদার অন্তস্থলের ঠিক কোন প্রস্রবণের চাপা-পড়া পাথর ভেদ করে একটি ঘা গিয়ে আছড়ে পড়ল, পিংকু বুঝতে পারল না।

একটি যুবতী মেয়ে বর চায়, তার বড় সাধ, বউ হওয়ার এই কামনা খাটো জিনিস না। তবে মা হওয়া দিদি হওয়ার কামনাই বা কম কিসে!

কত মেয়ে এমনি সব গাঁয়ে মুল্লুকে মা আর দিদি হওয়ার আজও এক তীব্র কামনায় সাধে স্বপ্নে গুমরে মরছে। পার্টি সব ঠাঁইয়ে পৌঁছতে পারে নি। ভাবতে গিয়ে পিংকুর কত কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল।

নেতার কণ্ঠস্বর কানের কাছে গুঞ্জন তুলে কত গভীর জীবন-ভাবনার তীব্র আকুলতা জাগিয়ে দিয়ে বলছিল, দেখ যা তত্ত্বে আছে, তা জীবনেও কি নিবিড় বিদ্যমান। পার্টি কোথায় যাবে? তার যাত্রা কোন্ সে দিগন্তরে, কোথাকার লুকনো ধন সে চায়? জীবনে মমতা বড় সহজ অনুভূতি। বাউলের মতো সহজিয়া এই মমতা যাতে আছে, সেই পূর্ণ মানবীকে পার্টি নমস্কার জানাচ্ছে। শূন্য মানবী তার কেউ না। মাতৃত্বের জন্য, দিদিত্বর জন্য যে মমতায় ব্যাকুল না হয়, সেই শুকনো পরানে পিংকুর পার্টি নিবাস করে না।

পিংকু বলল, কী গো সঈদা দিদি, কথা বলছ না যে!

সঈদার চোখ গড়িয়ে জলের ধারা নামতে লাগল। সে নিজেকে বাঈজির মেয়ে ছাড়া কিছুই ভাবতে পারে না। আবার তাও যে কতখানি সত্য সম্মানের আর প্রকৃত দুর্ভোগের তার নিরূপণ হয় কিস্‌সায় কল্পিত কথকতায়, যা তারা আজও আপন মনে বানাতে ভালোবাসে। পারিবারিক কথাবার্তায় শুনতে শুনতে সেই গল্পই হয়ে উঠেছে বাঈজির জিন্দেগি। আর তা আসলে একটা খুয়াব।

সেই কথা ভাবতে ভাবতে সঈদা অশ্রুময়ী হয়ে উঠেছিল। বলল,

www.BanglaBook.org

হাঁ ভাই, দিদি হওয়া, দিদি বননা, কিসকা কাম ? মেরা ? হরগিজ নহী। কৌন পারে ? কোশিশ কৌন করতী ?

—পারে। পিংকু গলায় জোর দিয়ে বলে—পারে বৈকি ! আমাদের পার্টিতে অনেক মেয়ে দিদি হয়েছে। সত্যিকার দিদি। মা হয়েছে। সত্যিকার মা। যেমন সুমিত্রাদিদির ছেলের নাম মিলু। মিলুকে খাওয়ায়, পরায়, সোহাগ করে, খাঁটি মা একটা। কিন্তু সুমিত্রাদি বিয়েই করে নি। মিলুকে যে পেটে ধরেছে, সেই মায়ের নাম আমরা জানি না।

সচ্ ? সঈদা পিংকুর কথায় বিস্ময়ে আহত গলায় শুধায় —সচ্ ?

পিংকু পরম বিশ্বাসীর কণ্ঠে চোখের পাতায় নির্ভরতা ফুটিয়ে বলে —সব সত্য দিদি। আমি মিছে কথা বলতে পারি না। কিন্তু কথাটা ভাবলে মনের মধ্যে কেমন ফাঁপর হয়। ঢাকুরিয়ার কমিউনে গিয়ে সুমিত্রাদির ছেলেকে আমি কতবার দেখে এসেছি। তা এতবার এত করে দেখলাম কেন শুনবে ? সে ভারি মজার ব্যাপার !

মজা ? কিসকা মজা ? সঈদার গলায় ঘনিল বিস্ময় আরো গাঢ়।

পিংকু বলতে লাগল—মিলুকে কে পেটে ধরেছে আমরা জানি না। সেই মা কিন্তু ওই ঢাকুরিয়ার কমিউনেই থাকে, গেলে তাকেও চোখে দেখা যায়। কথাও বলা যায়। মিলুও তার সাথে কথা বলে। কিন্তু মিলু তো তাকে আলাদা মা বলে জানে না। বরং সুমিত্রাদিকেই মা বলে বেশি বোঝে।

আমরাও সেই মাকে দেখি। কিন্তু চিনতে পারি না। কারণ কমিউনে এই রকম আপন-মা পর-মা বলে কিছু চেনানো হয় না। আমার আশ্চর্য ফাঁপর লাগে। সেই মায়ের মস্ত পরীক্ষা সেখানে। ছেলেকে একান্ত ছেলে করে নেওয়ার ছোট্ট সেই সেখানে অচল। তা করতে গেলেই কমিউন ছেড়ে ছেলের হাত ধরে ঘরে গেরস্তিতে ফিরতে হবে।

আমি ভেবেছিলাম, সেই মাকে আমি খুঁজে বার করব। তা নিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার কত ধন্দ হয়েছে। একদিন একে অন্য দিন তাকে মা মনে করে ফিরে এসেছি। প্রত্যেকের আচরণ দেখে, যত বয়সী মহিলা সেখানে আছেন, আমি স্থির করতে চেয়েছি, এটাই বুঝি মা। সেটা এক সময় আমার একটা মনে মনে খেলা ছিল। বুঝলে দিদি? কিন্তু সেই ফাঁপরে আজও আছি। অবিশ্যি মনে মনে হাসি পায়। এখন বুঝি খানিকটা। মিলুর আসল মা বলে কিছু নেই। নকল মা-ও নেই। তাবৎ কমিউন কেবল মায়ে পূর্ণ হয়ে আছে। তুমি ভাবছ মিছে কথা। কিন্তু আমি তোমাকে সেই কমিউন, সেই বাড়ি দেখাতে পারি।

শুনতে শুনতে সঈদার গলায় কান্না দলা পাকিয়ে আটকে পড়েছিল। পিংকুর নরম মুখখানির দিকে অপলক চেয়ে থাকতে থাকতে সহসা গলা তুলে হাউমাউঁ করে কেঁদে ফেলল। কান্না দেখে এবং আচমকা এই সশব্দ আর্তনাদ শুনে পিংকু ভয়ানক বিচলিত হয়ে পড়ল। সঈদা তার পর কান্না চেপে ঠোঁটে ঠোঁট কামড়ে ধরল। বলল—হামি কভী মা হোবে না। দিদি হোবে না। বাঈজি কভী মা হোই না পিংকু ভাই। সব ঝুট্!

ঠিক এ-সময় দুটি লোক এসে দাওয়ার নীচে দাঁড়ালো। একজনের হাতে ফেনাইত গ্যাঁজানো তাড়ির কলসি। গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে উঠল। বেলা সামান্য গড়িয়ে এসেছে বটে, কিন্তু রোদের ঝাঁঝানি, বাতাসের উড়ু উড়ু ঝাপটা কমে নি। যার হাতে তাড়ির কলসি সে পেছনে একটু দূরে দাঁড়িয়ে।

অন্যজন বলল—ভাবী, কলসিটা রেখে দাও, ফেরু ভাই এখুনি এলাহিগঞ্জ থেকে ভাড়া মেরে ফিরবে। আমরা পুকুরপাড়ে বসছি গিয়ে, আজ একটু তাসফাস খেলব, তুমি রাগ করো না।

পেছনের লোকটি কলসি নিয়ে মাটির ধাপ ভেঙে উপরে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পিংকু দরজার মুখ থেকে সরে নীচে নেমে এল। সঈদা কলসির দিকে দু দণ্ড চেয়ে দেখল এবং চরম বিরক্তি ভরে উঠে দাঁড়িয়ে কলসিটা মৃদু ঝটকায় দড়ি ধরে টেনে নিয়ে নাকে কাপড় চাপা দিয়ে ঘরের ভিতর চলে গেল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটুক্ষণ পর একটা গুটানো মাদুর এনে দরজার মুখে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটির হাতে নিঃশব্দে তুলে দিতেই লোকটি নীচে নেমে তার সঙ্গীটিকে সঙ্গে করে খানিক দূরে বাঁশবাগান-ঘেরা পুকুরপাড়ে নিম আর জিয়ালার অল্প ছায়ার নীচে গিয়ে বসে গেল। এখান থেকে ওদের দেখা যাচ্ছে। পকেট থেকে ওরা তাস বার করল।

সঈদা বলল—মদ খাবে, তো বাজার পর খা লো। বাঈজিকে হাথসে খানা বহৎ মিঠা লগতা হ্যায় ক্যা? সমঝো ভাই, মতলব কৈসা হ্যায়। তো বৈঠো কহানী অভী অভী শুরু কী হ্যায়। মৎ যানা, ভাই পিংকু। বৈঠো না?

বলে নীচে নেমে এল সঈদা। এসে পিংকুর হাত ধরে দাওয়ার ওপর তুলল।

কিছুক্ষণ বাদেই টাঙ্গা এসে পৌঁছল। ফেরু আরও একজন পার্টনার ধরে এনেছে। ষণ্ডমার্কা জোয়ান ছেলে সেটি। মোটামোটা দুই চোখে কুকুরের জিভের মতো লোলুপতা ছলকাচ্ছে।

ফেরুর একটি মাত্র বাচ্চা, শহর দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। মাথায় ছেলেটির রঙিন সোলার কিস্তি টুপি, গায়ে পাতলা সাদা পাঞ্জাবি, পরনে চুস্ত নবাবী পাজামার অনুকরণ, হাতে বালা।

বোঝা যায়, ফেরু তার ছেলেকে বড্ড ভালোবাসে। ঠোঙায় কী সব মিঠাই ধরে বাচ্চাটি বাপের কোলের ওপর বসে ছিল। বয়স তিন বছর কিম্বা জোর চার বছর। এখনও চার পূর্ণ হয় নি। হ্যাংলা-গোছের চাউনি, আদুরে আর ভয়ানক খিটখিটে। পেটে কৃমি আছে বলে মনে হয়।

এই বাচ্চার আগে বউ-মালেহা আরও চারটি সন্তান প্রসব করেছিল। একটিও বাঁচে নি। তাই বংশে কবর-বাতি দেবে এই বাচ্চা বলেই না এত আদরস্নেহের বহর। মমতা-স্নেহ যেন উপছে উপছে ফেরুর চোখেমুখে ছলকায়। মাঝে মাঝে এত বাড়াবাড়ি হয় যে, পৃথিবীতে স্নেহেরও অপচয় আছে বলে প্রত্যয় জাগে। অনেক সময় সেই স্নেহের গতি নিশ্চল আর দিশেহারা হয়ে ওঠে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যেমন পেটের অসুখ সারবে বলে কোনো ওঝার কথা শুনে ফেরু তার বাচ্চাকে গত পরশু এক গেলাস তাড়ি ঢুকুঢুকু খাইয়ে দিয়েছে।

বলেছে, তাড়িতে জন্ম তাড়িতে নাশ। তাড়ির দাওয়াই খাবি বারোমাস। লো ভাই, পিও।

এই ঘটনায় সালেহা স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করেছে হৈ হৈ করে। সেই হৈ হৈ-এর মধ্যে কেমন এক নিষিদ্ধ প্রশ্রয়ও ছিল বুঝিবা।

যাই হোক, বাপ নামল টাঙ্গা থেকে। একটা নিম গাছে ঘোড়া বাঁধল। ছেলেকে ঠোঙা-সহ মাটিতে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। দাওয়ায় চেয়ে পিংকুকে দেখে নিল, কথা বলল না। কোলে ছেলে নিয়ে বাড়িতে ঢুকে সঈদাকেও কিছু বলল না।

দুটি বউ। আলাদা আলাদা বাড়ি। আগেই বলা হয়েছে সঈদা কিঞ্চিৎ বিচ্ছিন্ন। বহু-বিবাহিত মুসলমান বেশির ভাগই বউ-প্রতি ঘর দেয়, যেমন নবাবরা আলাদা আলাদা মহল করে দিত। ছোটলোকের অভ্যাস আসলে বড়লোক থেকে আসে। এখানে বাড়ি বলতে সঈদার ঘরকে বোঝানো হচ্ছে। ফেরু কথা বলল না।

কলসি নিয়ে পুকুর পাড়ে চলে এল। ছেলেকে মাদুরে বসিয়ে রেখে তাড়ি ঢেলে নিল গেলাসে। চোখ বন্ধ করে কপালে ভর্তি গেলাস ঠেকিয়ে ধ্যান করে নিল। তার পর গলায় ঢেলে দিল এক নিশ্বাসে। গামছায় পুঁটুলি-বাঁধা বেগনী আর চপভাজা খেতে লাগল। অন্য তিনজনও তখন শুরু করল। সব কিছু শুরুর আগে বউনি হয়। ভোগে বা ত্যাগে।

তাড়ির নিয়ম হচ্ছে বা যে-কোনো তরল নেশার নিয়মই হলো, প্রথমে নিঃশব্দ সবাই। দম ধরে বেশ কিছুক্ষণ খেয়ে যাবে। আধসেরী কাঁসার গেলাসে তিন গেলাস খেলে এক পাঁতি খাওয়া হলো।

তাড়ির হিসাব চলে পাঁতে। তাস ও তাড়ির আসরকে বলে ফড়্। কে কয় পাঁতী, তারও হিসেব মুখস্থ সবারই, অর্থাৎ কার কত দম। আর পাঁতের বন্ধু মানেই আঁতের দোস্ত। ফড়ের চক্র ভাঙলে তারও নিন্দে বা প্রায়শ্চিত্ত হয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাশদিয়াড়ায় তাড়ির নেশা নবাবী নেশা। প্রায় সকলেই এরা ফড়-বন্দী। বাবুদের নেশার মতন এদের নেশা নিঃসঙ্গ নয়। তাড়ির নেশা গলা-ভর্তি, পেট-পুর্তি নেশা। খিদে-নাশক।

পেট ভর্তির আগেই অবিশ্যি দম খালি হবে। তখন নাইকুণ্ড থেকে কথা উঠতে থাকবে। গুরুই শুরু করে প্রথম কোন প্রসঙ্গ। তার পর সেই সুতোয় অন্যরা তানবাজি করে যায়। ফড় এখন টইটই করছে। গলা-অব্দি নেশা থৈ থৈ করছে।

অতবড় কলসিটা নিমেষে সাফ হয়ে গেছে। অস্বাভাবিক খেয়েছে ওরা।

তার পরও ষণ্ড লোকটি কাঁধের ঝোলা থেকে দুটি বোতল বার করল। মদের ওপর আরও মদ, কড়া আর নেশাপ্রদ। তাড়ির গন্ধ এই মদে খানিক লাঘব হতে পারে। দেখতে দেখতে বোতলও নিঃশেষ। তার পরই ওদের চেহারা দ্রুত বদলে যেতে লাগল।

অকারণ তাদের হাসি আর কান্না পেতে লাগল। চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। ওরা বেগম আর বাঁদী নিয়ে ঝগড়া শুরু করল। ঠিক করতে পারছে না, কোন্‌টা বেগম কোন্‌টা বাঁদী।

গুরু বলেছিল, ঢুঁড়ো। বেগম কাঁহা। নশেমে ক্যা ওহ্‌ খো গঈ কাঁহে, বেগম বড়ী নাজুক হ্যায়। খোশবাগমে ক্যা ওহ্‌ তাড়ি বেচনে গঈ? বাবা তাড়িনাথ উসে লৌটা দো বাবা। ইয়ে বান্দা বহৎ পাপী হ্যায়। হো হো।

নাইকুণ্ড থেকে হাসি উদ্‌গত হয়। গলার মধ্যে হাসি পাকিয়ে পাকিয়ে ওঠে। খিক্‌ খিক্‌ করে হাসি বেঁকে যায়। কুৎসিত হয়।

একজন সহসা বলে ওঠে, বেগম মেরে হাথমে। দেখো ভাই, ইয়ে বেগম হ্যায়। খোশবাগমে নহী, হাথমে ছুপী হ্যায়। দেখো!

অন্যজন বলল, নাই নাই। ও তো বান্দী হ্যায়। বেগম নাই হ্যায়।

এই চলছিল। তর্ক ছিল। কিন্তু তার কোনো উত্তাপ ছিল না। হাতে ধরা তাসের একখানি এতক্ষণ বেগমই মনে হচ্ছিল ফেরুর। সবাই বাঁদী বাঁদী করছে। তাই হঠাৎ ঝাপসা চোখে তার কেন যেন

www.BanglaBook.org

বাঁদীই মনে হতে লাগল। আর তখন হাসির গমক আরও বেড়ে গেল। বাঁদী কিছুতেই বেগম হয় না। বা বেগম কিছুতেই বেগম হয়ে ওঠে না। বার বার বান্দী হয়ে চোখ মারে। ভারি চমৎকার রহস্য। এই তো এক্ষুনি এটা বেগম ছিল, বাঁদী হয়ে গেল কী করে?

যত ভাবা যায় তত নাইকুণ্ডে হাসির ধাক্কা লাগে। আর তখন ফেরুর মনে পড়ে, মোতিবাগের মেলায় রৌশন বাঈয়ের মেয়ে সঈদাকেও তার হঠাৎ নেশার মধ্যে বেগম মনে হয়েছিল। যতক্ষণ নেশা থাকল সঈদা বাঈকে কিছুতেই বাঈজির মেয়ে মনে হয় নি। দু-দিনে সেই নেশা ছুটে যেতেই সঈদা বাঈ কিছুতে আর বেগম হতে পারল না। মেয়েমানুষ, বাঈজি ফাঈজি একটা নেশার জিনিস।

হাসতে হাসতে ডেকে উঠল ফেরু মীর্জা—সঈদা বাঈ ইধর আ যা দেখ্ বেগম মেরি বান্দী হো গঈ।

সালেহা এই সময় উপস্থিত হলো।

শুধাল—মেরা মুন্না কাঁহা হ্যায়, মেরা বেটা?

চোখের সামান্য আড়াল হলেই সালেহা বাচ্চার জন্য অস্থির হয়ে পড়ে। মৃতবৎসা মেয়েরা ওই ধারাই হয়। বাঁচে কি বাঁচে না এই ভয়ে বাচ্চাকে চোখের দৃষ্টি দিয়ে সর্বদা তেড়ে নিয়ে ফেরে, পাহারা তোলে না এক দণ্ডের খাতিরেও।

তা ছাড়া বাপের হাতে ছেলেকে ছেড়ে দেওয়ার সাহস আর ভরসা সালেহার নেই। কারণ ফেরু বদমেজাজী মাতাল বলে তার হাতে সামান্য এক ফোঁটা ডিমের পানা প্রাণ এই যে সাধের বাছাকে নিশ্চিন্তে তুলে দেওয়াও যায় না।

কিন্তু তা বলে, বাপের স্নেহ কম নয়, বরং ভয়ানক বেবুঝ। আজ যখন থেকে শহরে গেছে ছেলে, সালেহা পথ থেকে ঘর আর ঘর থেকে পথে আসে আর যায়, যায় আর আসে। ঘর-বার করতে করতে চোখ দিয়ে প্রাণ ছুটে যাবার জোগাড়।

ঘোড়ার গলার ঘন্টি গাছার শব্দ ফেরুর স্পেশাল। দূর থেকেও বোঝা যায়। এত ঘন্টিঘটি কারও ঘোড়ার গলায় নেই। অবিশ্যি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সব ঘোড়াই গলায় এক রকম ধ্বনি দিচ্ছে মনে হলেও, সব ঠিক এক নয়।

ঘরের বউরা কান পেতে শুনলেই বুঝতে পারে, কার টাঙ্গা ফিরল। সব ঘোড়ার হ্রেষা এক নয়। সব টাঙ্গার রূপ আলাদা আলাদা। ফেরুর ঘোড়া আর টাঙ্গা দুইই বেজায় চিকন, রূপবান ও চিত্রিত।

সব সহিসই এক রকম কাঠি বাজায় না। চাকায় গাড়ির খড়খড়ি কাঠিবাজিতেও ফেরুর আলাদা ক্ষিপ্রতা, কানে যাওয়া মাত্র সালেহার মেরুদণ্ডে খবর পৌঁছয়, একটা স্রোত এসে ধাক্কায় সজাগ করে দেয়।

সালেহার কানে হ্রেষা পৌঁছে গিয়েছে অনেক আগেই। সালেহা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে পুকুরপাড়ে। কিন্তু বাচ্চাকে দেখতে পাচ্ছে না।

হঠাৎ একজন মাতাল সালেহার জবাব দেয়—বেটা তুমহারা মোতি-বাগকে মেলেমে বান্দী ঢুড়নে চলা গয়া। ও নহী লৌটেগা। অভী অভী গয়া, তুম মাৎ রোনা।

আর একজন বলল, বান্দী নহী ভাই, বেগম ঢুড়নে গয়া। বেগম বলো, বেগম!

সালেহা মাতালদের কথায় কান দেয় না। বাচ্চাকে খুঁজতে থাকে। চারি দিকে ঝোপঝাড়। মাতালরা যেখানে মাদুর পেতেছে, তার খানিক তফাতে আকন্দর ঝোপ। তারই লাগোয়া ঝনঝনি গাছের এলোমেলো বিস্তার। হলুদ ফুলে আচ্ছন্ন। তারই গায়ে গায়ে পিটুলির ঝাড়। ফলে-ফলন্ত রসাল হয়ে ভরে আছে। সেই ফুল ছিঁড়ে বাচ্চারা খেলা করে। প্রজাপতির পাখনার মতন নরম। সেই রসে ভরা ফল বাচ্চারা চুষে খায়।

মুন্না এর আগে দুই তিন দিন ফুল ছিঁড়ে খেলা করতে এসে ফল খেয়ে গেছে। একদিন পুকুরপাড় ছেড়ে জলের দিকে চলে যাচ্ছিল। সালেহা দেখে ফেলে এবং ভয়ে আঁতকে উঠে কোলে উঠিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেইদিনের কথা মনে হতেই সালেহার বুক শুকিয়ে ওঠে। ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে কোথাও বাচ্চাকে খুঁজে পায় না।

ক্রমশ শঙ্কিত হয় তার তাবত অনুভূতি। তবে কি বাচ্চা পুকুরের জলে গড়িয়ে গেছে? এরা কী করছিল এতক্ষণ? বাচ্চার দিকে কোনো খেয়ালই রাখে নি। তবু বিশ্বাস হয় না যে বাচ্চা জলে তলিয়ে যাবে।

সালেহা পাগলের মতন ঝোপঝাড় তোলপাড় করে খুঁজতে খুঁজতে গলা তুলে পুকুরের জলে দৃষ্টি ছুঁড়ে দেয়। জলে মৃদু কম্পন দেখতে পায় সে। ডুবে যাচ্ছে দেখতে পায়।

রাহেদা মুন্নাকে ফল খেতে শিখিয়েছে। ফুল ছিঁড়তে শিখিয়েছে। হারামী মেয়ে! এ ফল যে খাদ্যবস্তু, তা আবিষ্কার ঐ কুড়ানীরাই করে এই বাংলার পল্লীতে। এখন যে বাছা শেষ হয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে। কে বাঁচাবে? জল যে ছানাপোনার আশক্। শত্রু যে! এই মাতালরা কি সে কথা জানে না?

বুকের ভেতরটা ঝাপটে ওঠে সালেহার। সালেহা সহসা চিৎকার করে ওঠে—মর গয়া। মেরা বেটা চলা গয়া। অরে ভাই, ক্যা হো গয়া, সব কুছ মেরা লুট গয়া। তুমলোগ হাঁ করকে ক্যা দেখ্ রহে হো? তালাবকে পানিমে মেরা লড়কা গির গয়া ভাই। কেয়ামত আ গয়া শারাবকে সাথ সাথ! হায় খুদা, ইয়ে ক্যাগজব চলা আয়া। ইয়ে শারাবী মেরে বচ্চেকো মার ডালা।

চিৎকার শুনে সঈদা আর পিংকু দৌড়ে ছুটে আসে। ফেরু সালেহার চিৎকারের মর্মার্থ বুঝতে পেরে নেশায় ঘা খায়। সম্বিত-চালিত হতে গিয়ে মাদুরের ওপর পায়ে খাড়া হয়। পা টলায়মান। সব দৃশ্য চোখের ওপর ঘোর। ঝাপসা ও কম্পিত। তবু সে পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হাত-পা অসাড়, বেজায় দুর্বল লাগে।

বাচ্চাকে সে জলের মধ্যে কোনোমতে ঝোঁতড়ে ধরে ফেলে দ্রুত। কিন্তু নিজেকে সামলাতে গিয়ে জলে পড়ে যায়।

সঈদা আর স্থির থাকতে পারে না। প্রথমে বিহ্বল, পরে

www.BanglaBook.org

সক্রিয়। সালেহা সাঁতার জানে না। তা ছাড়া মৃগীর রোগী, জল-ত্রস্ত। প্রাণ তার ছুটে বার হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আর্তনাদ ছাড়া কোনো ক্ষমতাই কি তার আছে?

সঈদা জলের দিকে ছুটে যেতেই পাড়ের উপর থেকে সালেহা কেঁদে ওঠে—মাৎ যাও বহন। তুম মাৎ যাও। রোকো উসে। মাৎ জানে দো!

এই কথায় সঈদা জলের কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে পড়ে। দুই চোখে কী একটা আগুনের শিখা ভয়ানক ক্রোধে লাফিয়ে উঠল। দুই চোখে ঘৃণার কুঞ্চন রেখা মুহূর্তে ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল।

সঈদা ঝাঁপ দিল। ফেরুর হাত থেকে বাচ্চাকে ছিনিয়ে সাঁতার দিয়ে পাড়ে উঠে এল। একজন বাচ্চাকে ধরে নিয়ে উপরে উঠে চলে গেল। সঈদা গা থেকে কাপড় খুলে ফেলে সায়াটুকু রাখল, আর সেই কাপড় দড়ি মতো জলে স্বামীর দিকে এগিয়ে ধরে টেনে তুলল মাতাল ফেরুকে।

উঠতে গিয়ে পিছল-খাঁড়িতে খোলামকুচির বিঁধে থাকা খাড়ির গা বেয়ে আসতে গিয়ে ফেরুর হাত-পা ছড়ে যায়। রক্ত ঝরে।

বাড়িতে এনে বাচ্চার পেট থেকে পিংকুর কথা মতো চাপ দিয়ে দিয়ে জল বার করে নিতেই, বাচ্চা চোখ মেলে চাইল। ফেরুও দম টেনে টেনে সুস্থ হয়েছে।

পৈঠার ওপর গালে হাত দিয়ে সঈদা ভেজা কাপড়ে বসে ছিল। পাড়ার মেয়ে আর বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বাড়িতে ভিড় জমিয়ে তুলেছিল। টলতে টলতে ফেরু সঈদার কাছে এসে দাঁড়াল।

দুই চোখে কটমট চাইতেই গাল থেকে হাত নামিয়ে সঈদা উঠে দাঁড়াল। ছেলেকে সালেহা বুকে চেপে ধরে গরম দুধ দিচ্ছিল চামচে তুলে। সেও অবাক হয়ে চাইল। পাড়ার মেয়েরা ফেরুর মতলব কিছু বুঝতে পারছিল না।

ফেরু সটান একটি মারাত্মক চড় বসিয়ে দিল বাঁজা বউ সঈদার গালে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলল—তু ছুঁলী বচ্চেকো, মুন্নাকো পকড়া তু নে, শালী!

সালেহা মিয়ানো গলায় বুকে আরও নিবিড় করে চেপে ধরল সন্তানকে আর বলল—মেরা বচ্চা বাচেগা নহী। মর জায়েগা।

পিংকু স্তম্ভিত। মাতৃত্বের এমন সংকীর্ণ পশু-স্নেহ, ক্রূর পাগলামী ভাবতেও পারে না। চড়ের আঘাতে চুলের কিছু অংশ ছিটিয়ে পড়ল সঈদার গালের পাশে চোখ অবধি।

সালেহার সেদিকে চেয়ে সর্বনাশী সঈদাকে ভয়ংকরী দেখাল। মনে মনে বলল সালেহা, এ-বাঁজা-বান্দী ডাইন জরুর।

নেতা পিংকুকে একটি ছবি তুলে ধরে বোঝাচ্ছিলেন, কাশদিয়াড়া থেকে কী ভাবে আমরা কিছু ভোট পেতে পারি।

পাঁচজন প্রার্থী, তার মধ্যে একজন চূড়ান্ত সম্প্রদায়বাদী হিন্দু। শহরের কিছু ভোট সে কাটবে ঠিকই, কিন্তু কাশদিয়াড়ায় একটি ভোটও সে পোল করতে পারবে না।

কারণ জগৎ শেঠ, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদদের সঙ্গে নবাবের সম্পর্ক কোনোদিনই ভালো ছিল না। এক নম্বর পয়েন্ট নোট ইট। বরং সামান্য কিছু ভোট, ফতে আলি মির্জা নবাবী সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগিয়ে নষ্ট করবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নষ্ট করবে এইজন্যে বলছি যে মির্জা শহুরে হিন্দুদের থেকে খুব বেশি ভোট পাবে না। আর তা ছাড়া, এই লোকগুলিকে এখানকার শিয়ারা আসল নবাব মনে করছে না।

কে আসল কে নকল, নবাবী সম্পত্তির প্রকৃত উত্তরাধিকারী নবাবটি কে এ-নিয়ে নবাবদের মধ্যে মামলা-মোকদ্দমা অব্দি চলছে। একের সঙ্গে অন্যের সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত।

পিংকু প্রশ্ন করল আপনি কি কমরেড, হিন্দু ভোট, নবাবী ভোট এইভাবে একটা মেক-আপের কথা বলছেন, ভোটারদের মেণ্টাল মেক-আপকে ইণ্ডিকেট করছেন? আমি স্পষ্ট ধরতে পারছি না।

নেতা বললেন—হ্যাঁ, একটি মেক-আপ। মেক-আপই বলতে পার। এখানকার এই মানসিকতা বড় জটিল ইতিহাস-শাসিত। জগৎ শেঠ, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ এই তিন বেনিয়া হিন্দুই মুর্শিদাবাদের হিন্দুত্বকে মার্কেণ্টাইল ক্যাপিটাল, বণিকী পুঁজির বিকাশের মধ্য দিয়ে স্থায়ী করে গেছে।

এখানকার একটুখানি যারা লেখাপড়াজানা অভিজাত হিন্দু তারা নবাবের উত্থান-পতনে কোনো বেদনা বা উল্লাস বোধ করে নি।

কারণ নবাবের পতনের ভেতর দিয়েই হিন্দুত্বের একটা নতুন বেগবান ধারা ইতিহাসে সেদিন মাথা তুলছিল এবং পরবর্তী সময়ে তাই পুষ্ট হয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দুধর্মকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়েছে।

ব্যাপারটায় আমি বেশিদূর যাব না। শুধু ভারতীয় ইতিহাসে একটা উলটো ঘটনার কথা উল্লেখ করব, যাতে করে এখানকার ভোটারদের মানসিকতার একটা স্পষ্ট ছবি তোমরা পেতে পার।

পিংকু যথেষ্ট সতর্ক হয়ে ওঠে। হাতের একটা আঙুল মটকে নেয়।

নেতা বললেন, মার্কেণ্টাইল ক্যাপিটাল বিকশিত হওয়া মানে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপিটাল গড়ে ওঠা। বণিকী পুঁজির পরিণাম শিল্প-পুঁজির মধ্যে সংহত হয়। এটাই ইতিহাসের নিয়ম, অর্থনীতির চরিত্র।

শিল্প বা কারখানার পুঁজির জন্মের মধ্যে একটা বিপ্লব থাকে।

www.BanglaBook.org

সেই শক্তি জাতপাত, ধর্মাধর্মের তুচ্ছ সম্পর্ক, পুরনো ধর্মীয় ধ্যানধারণা সমাজ-দেহ থেকে মুছে ফেলে মানুষের একটা নতুন সম্পর্ক, নব্য-সংস্কৃতি, যুক্তিবাদী মনন, মনুষ্যত্বের নতুন শৃঙ্খলা, স্বাধীনতাবোধ, ব্যক্তির পরম স্বাধীনতার সাহস প্রতিষ্ঠা করতে উদ্‌বুদ্ধ করে।

ইতিহাসে তাই হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে তা হয় নি। বণিকী পুঁজি শিল্প-পুঁজিতে রূপান্তরের সময় দ্বিধান্বিত ছিল। নবাব গেছে, তাতে মুসলমানের আফসোস, তাই নবাবী মন আজও ছুটি পায় নি।

অপর পক্ষে বণিকী পুঁজি হিন্দুত্বকে তুষ্ট করতেই ব্যস্ত থেকে সবার উপরে মানুষ সত্যের স্বপ্নকে জাতপাতের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি।

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল পুঁজির জন্মেই ছিল পক্ষাঘাত, শরীরে ছিল কুষ্ঠ। তারই সেবা করার জন্য মহামানব গান্ধীকে এদেশের রাজনৈতিক ফড়েরা নিয়োগ করেছিল। গান্ধী কখনও তা ধরতেও পারেন নি ঘুণাক্ষরে।

যাই হোক, ফল মারাত্মক। নবাব আছে, নবাবী নেই। ফের নবাবী আছে, নবাব নেই। কথাটা কী বিদঘুটে বিপরীত। কিন্তু সত্য। এখানকার হিন্দুরা মনের গোপনে ধর্মের ব্যাপারে যেমন স্পর্শকাতর, মুসলমান শিয়ারাও তেমনি। এবার বুঝতে হবে, আমরা মানুষের কেমন মন নিয়ে রাজনীতি করছি।

নেতা থামলেন। কিন্তু তাঁর কথা শেষ হয়নি। দম নিচ্ছেন একদণ্ড। পিংকু নিদারুণ বিস্ময়ে নেতার মুখের দিকে প্রায় অপলক চেয়ে ছিল। নেতা পিংকুর চোখে চোখ রেখে মিষ্টি হেসে কথা শুরু করলেন, এবারে আসল কথায় আসা যাক। এখানকার নবাবদের বরাবরই ভোট করার অভ্যাস আছে। প্রায় কোনো নবাবই ভালো বাংলা জানে না। জানার কোনো প্রয়োজনও তাদের নেই। অন্তত যারা ভোটে দাঁড়ায়। কারণ এদেরই পূর্বপুরুষ নবাব আব্দুল লতিফ বাঙালি মুসলমানদের জন্য আরবী পার্সী শব্দ-মেশানো মুসলমানী

www.BanglaBook.org

বাংলা চালু করতে চেয়েছিল। ফলে ভোটের প্রার্থী নবাবরাও নবাবী বাংলায় কথা বলে মুসলমান সেন্টিমেন্টকে জাগিয়ে তোলে। স্বাধীনতার গোড়ার দিকে এবং কিছুকাল আগেও শুধু এই নবাবী ভাষা আর নবাবী চলে যাওয়ার আফসোস ও অশ্রু সম্বল করে প্রসিদ্ধ কোনো এক নবাব মন্ত্রী হয়েছেন। ইতিহাস আছে। কিন্তু এবারের ইতিহাস অন্যভাবে তৈরি হতে যাচ্ছে।

জানে আলি মির্জা প্রাক্তন এম. এল. এ.। সেই মির্জা ভাটুবাবুর প্রার্থীর হয়ে প্রচারে নামবেন গোপন এই তথ্য আজ পাওয়া গেছে। জানে আলি প্রকৃত নবাব বলে এখানকার লোকের একটা ইমোশন আছে। ভাটুবাবু প্রভাবশালী, কিন্তু জানে আলি গত বিধান সভার নির্বাচনে মুসলিম লিগ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এটা পয়েন্ট। তাঁর যুক্তি হবে ভাটুবাবু ভালো লোক। কারণ মোহনলাল ছিলেন নবাবের সব চেয়ে বিশ্বস্ত সেনাপতি।

নেতার কথায় গোটা হাউস মৃদু গুঞ্জনে হেসে উঠল। হাসি স্তিমিত হতে-না-হতেই নেতা কথা চালিয়ে গেলেন।

বললেন, কিন্তু আমরা জানি এই ভালো লোকটির চরিত্রে একটি ডুমো মাছি বসতেও ঘৃণাবোধ করে।

এ কথায় আরও একটা গমকে উচ্চকিত হয়। নেতা কথা বন্ধ করেন না। সঙ্গে হাসি থেমে যায়।

বলেন, কিন্তু এ-যুক্তি উত্থাপিত হলেও নবাবের সার্টিফিকেট এত জোরালো হবে যে কাশদিয়াড়া এসব গ্রাহ্য না-ও করতে পারে। প্রার্থী মোট চারজন। ফতে মির্জা নির্দল। আমরা বামপন্থী, কিন্তু ক্ষমতায় নেই। মন্ত্রীফন্ত্রী নেই আমাদের। ভাটুবাবুর দল ক্ষমতায় বিশাল কিন্তু এখানে শরিকী বিবাদে কোণ-ঠাসা বিচ্ছিন্নতাপ্রবণ। নবাব রয়েছেন এরই পক্ষে, মনে রাখতে হবে।

মাঝপথে একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে নেতা বললেন, আরও এক বামপন্থী হচ্ছে রাজ্যে ক্ষমতাশালী শরিক এবং সব চেয়ে প্রখর নির্বাচনপটু। ভয়ানক জঙ্গী। চতুর। এবং এখানে সরকারি

www.BanglaBook.org

সাহায্যপুষ্ট। চোরাগোপ্তা ভোট পলিসিতে আসল নাটের গুরু। ভালো কথা। কাশদিয়াড়ায় এদের আধিপত্য কম, এদের পক্ষে নবাবও নেই। এদের প্রার্থী হলো মাহমাতুল একিনি, অ্যাডভোকেট। ভালো কর্মী। কিন্তু নাস্তিক।

নবাবের যুক্তি হবে, অ্যাডভোকেট ভালো লোক, পরন্তু খোদা বিশ্বাস করে না। এই যুক্তি কতখানি কার্যকরী হবে জানি না। লোকটি সুন্নী, শিয়া নয়। নবাব নয়। ভোটের সময় লোক-দেখান নমাজ পড়ে, নবাব হলে লোকটি মীরজাফর হতে পারত। জানে আলি এই সব যুক্তি বোঝাবেন। তথাপি আমাদের মনে রাখতে হবে, কাশদিয়াড়া মাহমাতুলকে একেবারে বিমুখ করবে না।

মাহমাতুল নবাবকে ফাইট দেবে জোর। একটি মজার সূত্র সে পেয়ে গেছে, তা হচ্ছে, ভোটের পর ভাটুবাবুর মেয়ের বিয়ে। হ্যাঁ, বিয়ে হচ্ছে, এটা মনে রাখ।

ভাটুবাবুর মেয়ের বিয়ে হচ্ছে, লাল গোলাপের ছেলের সাথে। লাল গোলাপ, সাইকেলবালা, ভয়ানক ধনী, সম্প্রদায়বাদী প্রার্থী। মাহমাতুল এখানেই ট্রিগার টিপে দেবে। মেয়ের বিয়ে, কুটুম্বিতা, ভোজ। ভেতরে ভেতরে ভাটুবাবু দিনক্ষণও স্থির করে রেখেছে। এই অবস্থায় নবাব বড্ড বেকায়দায় পড়বেন নিঃসন্দেহে। বিয়ের ব্যাপারটা গুজব বলে উড়িয়ে দিতে চাইবেন।

কিন্তু মাহমাতুল কাশদিয়াড়া বাদে মতিঝিল বা শরবতপুরে এই গাওনা গেয়েই ফিল্ড ভালো করে রেখেছে। কাশদিয়াড়া থেকে ৪/৬ আনা ভোট পেলেই সে পাশ করে যাবে। আবার ভাটুবাবু স্রেফ কাশদিয়াড়া থেকে ষোল আনা ভোট তুলেই তার ভাইপোকে জেতাতে চায়, এটা অসম্ভব নয়।

কারণ নবাব তার পক্ষে এবং ভাটুবাবুর অনেক টাঙ্গাই কাশদিয়াড়ায় মহাজনী করছে দীর্ঘকাল। ভাইপো পাশ করলে ভাটুবাবুর মুখ থাকে। নবাব জানে আলিরও জানে জান বসে। কারণ নবাব হিন্দু ভাইপোর দলের টিকিটে আগামী বিধানসভায় দাঁড়াতে পারে।

www.BanglaBook.org

নেতা সামান্য থেমে মন্তব্য করেন, এই হচ্ছে চিত্র। আমরা ছবিটা এঁকে দিয়ে কাশদিয়াড়াকে বলব, দেখ ভাই!

পিংকু শুধাল, ভাটুবাবু এখন তবে কী করবেন?

নেতা বললেন, কাশদিয়াড়ায় মাটি কামড়ে ভোটের দিন অব্দি পড়ে থাকবে। শেষ অব্দি ছড়ি ঘুরিয়ে মহাজনী উদারতা দেখিয়ে টাকা ঢেলে ভোট করবে। নবাবী ইমোশনকে সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগাবে। বলবে, নবাবই তাকে দাঁড় করিয়েছে। তার ভাইপোকে দাঁড় করিয়েছে। ইত্যাদি।

সবই আমরা কাশদিয়াড়ার মানুষকে বোঝাব, সঈদা আমাদের ভোট দেবে। তার মতো আরও কেউ দেবে বৈকি। মেয়েরা কিছু ভোট দিতে পারে। এই চিত্র দেখে মানুষ যদি মনে করে, ভোট বেচব না, এটা, এই রাজনৈতিক অধিকার আমি সঠিকভাবে প্রয়োগ করব, তবে আমরা ভোট পাব।

পিংকু বলল, কাশদিয়াড়ায় একটি ভোট আমরা পাচ্ছি। মাত্র একটি। হ্যাঁ কমরেড, তার বেশি নয়। অধিকার-টধিকার এরা বোঝে না, ভোট কী এরা জানে না।

নেতা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ম্লান হেসে বললেন, সঈদাকে কাজে লাগাও। তার ক্ষমতা, এখনও তুমি বুঝতেই পার নি। ওর কাছে আজই তুমি কালেকশন চাইবে।

—কালেকশন? চমকে উঠল পিংকু।

নেতা বললেন, হ্যাঁ। চাইবে। সাহায্য চাও। তুমি পারবে।

—কী বলছেন আপনি! সঈদা বিড়ি বেঁধে খায়। কালেকশনের পয়সা কোথা থেকে দেবে? পিংকু অবোধের মতো বলে উঠল।

নেতা আবার হাসলেন—তাড়ির পয়সা বাঁচিয়ে সে তোমাকে সংগ্রামী তহবিলে দান করবে, এটাই তার লড়াই।

পিংকু একমত হতে পারে না। ওর বলতে ইচ্ছে করে, 'আপনি ঠিক বুঝছেন না কমরেড', বলতে গিয়ে গলায় কথা আটকে থাকে। কেননা, বুঝছেন না বলা মানে তো, নেতাকে কিছু বোঝাতে হয়, কিন্তু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কী কথা বোঝানোর আছে, পিংকু নিজেই স্পষ্ট বুঝতে পারছে না। তাই আমতা আমতা করে বলে ওঠে, কিন্তু!

—না। কোনো কিন্তু নয়। সঈদাকে বোঝাও, সঈদা কাঁদে কেন? কেমন তো! সঈদা কী চায়। আসলে সঈদা সেটাও ঠিক জানে না, কী চায় সে। তার কামনার রূপ ওর মনের কাছে স্পষ্ট করে খুলে ধরো। তার পর বলো, সেটা কী ভাবে নিবৃত্তি সম্ভব। তুমি ওকে দিদি বলায়, সে কেঁদে ফেলল কেন, কমরেড পিংকু, তোমাকেও সেটা বুঝতে হবে।

নেতা বলে উঠলেন—অ্যাঁ!

পিংকু চমকে উঠল।

থতমত করে আপন মনে বলল, হ্যাঁ কমরেড, বুঝতে হবে। আমি ওকে একটা স্বপ্নের কথা বলেছি, রিয়েলি সেটা কোনো স্বপ্ন নয়। এ কথা কি সঈদাকে বোঝানো যায়? আমাদের দলে যারা নেই, তাদের কতজনই বা একথা বুঝবে?

পিংকু ভারি চিন্তায় পড়ে গেছে দেখে আবার নিঃশব্দে হেসে উঠে নেতা টেবিল থেকে জলের গেলাসটা ঠোঁটের কাছে তুলে ধরলেন। নিঃশব্দে চুমুক দিলেন ঘন করে। জল খেতে খেতেই পিংকুকে দেখতে থাকলেন।

জল শেষ হলে টেবিলে একটু শব্দ করে গেলাসটা রাখলেন। পকেট থেকে রুমাল বার করে ঠোঁটের কষে জমে-থাকা জল মুছলেন ধীরে ধীরে।

তারপর বললেন, ওয়েল! ভোটের সময় একটি কমিউনিস্ট পার্টির যুদ্ধটা কি বদলে যায়? কোথাও কেউ যেন টাকা ঢেলে মানুষের ইমানদারী খরিদ করতে না পারে, আমরা এ কথা ভোটের সময় বলি। অন্য সময় কি বলি না? আবার অন্য সময় বলি, কিন্তু ভোটের সময় বলি না, এমন কি? তা যদি হয়, কোনো পার্টি সেই রকম করছে, তা হলে বুঝবে, 'ইট্‌স এ ফল্‌স কমিউনিস্ট পার্টি'।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমরা সব সময়ই বলছি, মনুষ্যত্ব কোনো ভাবেই খরিদ করা যায় না। এ কথা কে বুঝবে, এটা তোমার প্রশ্ন। তোমার সমস্যা। এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে সঈদা বাঈ।

নেতার কথায় এতক্ষণে আপাদমস্তক চমকে উঠল পিংকু। নেতা কি সব সময়ই কমরেডের মনের কথাগুলি স্পষ্ট পড়ে ফেলেন? সমস্যা বটেই তো! কিন্তু সঈদা উত্তর দিচ্ছে কী ভাবে?

উত্তর দিচ্ছে। সব সময় উত্তর দিয়ে চলেছে মানুষ। নেতা বলতে থাকেন। আমাদের তত্ত্বে আছে, জনগণকে শেখাও, তাদের কাছে শেখো। আমরা সব চেয়ে বেশি করে শিখব, মানুষের চোখের জলের কাছে। ফ্রম দ্য টিয়ার্স অব সঈদা বাঈ।

দিদি বলায় যে একটি মেয়ে অমন করে কেঁদে ফেলল, এই কান্না তোমাকে কী বলতে চায়? একটা পরম সত্য কথা বলতে চায়। আমরা শিখি সত্য, শেখাই সত্য। সত্য কী? না, মানুষ কাঁদতে ভুলে যায় নি।

এখনও কাঁদে, আমরা দেখি না। না দেখে, জগৎ সম্বন্ধে কত মিথ্যে কথা সাহিত্যে লিখি, বক্তৃতায় বলি। এমন-কি সেই কান্নাকে বিশ্বাস ও নির্ভর করি না।

আমরা চেষ্টা করে দেখি না, এই কান্নার মনখানি কতদূর উন্নত হতে পারে। উন্নত করা যায়, বাই পার্টি এথিক্‌স্। কতদূর প্রসারিত হয়ে উঠতে পারে। মানুষের এই হয়ে ওঠা আজকের সাহিত্যে পাবে না, অধিকাংশ পার্টিতে পাবে না।

তার মানে কি এই যে, মানুষ হয়ে উঠবে না! ওঠে না কখনও? যে মনের কথা এতক্ষণ বলছিলাম, সেই মনের কাছে যখন তুমি, মনুষ্যত্বকে খরিদ করার মুদ্রাযন্ত্র এখনও আবিষ্কার হয় নি বলে বোঝাবে, তখন কি সেই মন বুঝবে না? কি হে চুপ করে আছ কেন?

পিংকু তথাপি মাথা নিচু করে বলল—কিন্তু কমরেড, আপনি যে কিছুতেই বুঝছেন না, সঈদা বিড়ি বেঁধে খায়, এত গরিব, ওর কাছে চাইব কেমন করে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নেতা বললেন—বেশ, দুটি টাকা চাও তো! তোমার কোটা মাত্র দু টাকা। এবং সেটা সঈদার কাছেই চাইবে। নাউ। মুভ অন। তুমি অত্যন্ত কষ্ট দাও আমাকে। এই রকম কষ্ট সঈদাকে দিলেই তো হয়। পার্টির অনেক কাজ হয়।

বলতে বলতে নেতা টেবিলের ড্রয়ার টেনে কী যেন খুঁজতে লাগলেন এবং অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে গেলেন।

পিংকু আর সেখানে বসে থাকতে না পেরে ঘাড়ে ব্যাগ ঝুলিয়ে নিয়ে কাশদিয়াড়া অভিমুখে রওনা দিল। এইভাবে উঠে চলে যাওয়ার পর অফিসের সকলেই অত্যন্ত সুন্দর করে এক সঙ্গে হেসে উঠল। নেতাও হাসলেন নীরবে।

সঈদার স্বভাবে কিছু প্রকৃতিগত স্বাভাবিক উচ্ছলতা আছে। জন্মের থেকেই সে যেমন তার গায়ের টকটকে ফর্সা রঙটা পেয়েছে, ওই সুন্দর টানা টানা চোখ-দুটি পেয়েছে, উন্নত নাকটির গড়নে যে সৌন্দর্যের মহিমা, সব পেয়েছে। তেমনি স্বভাবে সেই একটা মিশুকে ভাব টলটল করছে, সেটিও সে পেয়েছে।

যাকে তার ভালো লাগে তাকে ভালো লাগছে বলতে মনে কোনো জড়তা থাকে না। মন্দকে মন্দ বলতেও সময় লাগে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তার মনের ওপর জীবনের কত অভিযোগ কত নিগ্রহ জমা হয়ে ভার হয়ে জমে আছে। তবু তার উচ্ছলতা মরে না। মুহূর্তের সিদ্ধান্তই তার সিদ্ধান্ত। নইলে সে ফেরু নবাবকে এভাবে নির্মম দখলীকৃত ভালোবাসার প্রশ্রয় দিত না। এভাবে চলে আসত না ঘর করতে।

কোথায় যাচ্ছে, কার সঙ্গে, যেখানে যাচ্ছে সেটা আদৌ কোনো ঘর কিনা ভেবে দেখার স্থির পাকা বুদ্ধি সঈদার ছিল না। অবশ্য মনের অবস্থাও হয়েছিল অন্যরকম সেদিন। কোনো উপায়ই ছিল না। উপায় ছিল কিনা ভেবে দেখার মনখানি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। লাঞ্ছিতা ঘটকী সেদিন লাঞ্ছনার শেষে জীবনের এক বিষাক্ত উগ্র মদ গিলে ছুটতে শুরু করেছিল।

রৌশন বাঈয়ের জীবনেও এই স্বাভাবিক অস্থিরতা ছিল। তাদের জীবনের কোথায় যেন একটা নবাবী আতস বাজির নেশাভরা উড়ুক্ষু উৎসব নিরন্তর চলছে। সেই কবে থেকে ঘর বাঁধবার পাগলামী তাদের ছুটিয়ে মারে, কিন্তু ঘর তারা পায় না। এই এক অভিশাপ সঈদাকেও ফেরু নবাবের টাঙ্গায় চড়িয়ে কাশদিয়াড়ার দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল মোতিবাগের মেলায়।

যাত্রা দলের জীবনে সঈদা ছিল রাতকাবারী বাঁধা পয়সার নর্তকী। রৌশন বাঈ তার মেয়েকে নাচগান শিখিয়ে বাচ্চা বেলাতেই স্থানীয় যাত্রাদলে ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

নির্মল পালের দল ছিল পুরাতন আর ঐতিহ্যশালী। নির্মল পালের ছেলে অমর পাল বাপের যাত্রা দলটিকে আধুনিক যাত্রার উপযোগী করেছিল। তাতে আধুনিক হিন্দি গানের সুপার হিট সুরে বাংলা কথা বসিয়ে যাত্রা দৃশ্যের সঙ্গতি বজায় রেখে সেই গানগুলি গাওয়ানো হতো। সেই গান গাইত সঈদা।

গানগুলি লিখে দিত লুকমান মীর্জা। চব্বিশ-পঁচিশ বছরের এক যুবা। যারা শুদ্ধ নবাব নয়, আশরাফী শিয়া নয়, আতরাফী নিচু নবাব, তাদেরই একজন ছিল লুকমান।

গল্পের সূচনাতেই বলা হয়েছে, নিচু তলার নবাব কারা। উচ্চবর্ণ

www.BanglaBook.org

নবাব তো এদেশের মাটি থেকে ওঠে নি। কিন্তু যারা এই দেশের মৃত্তিকায় জন্ম নিয়েছে, যাদের রক্তে নবাবী রক্তের অবহেলিত অহংকার ছাড়া আর কোনো উচ্চতা নেই, তারাই এই বাংলাকে বেশি ভালো-বেসেছিল। বাংলা ভাষাকেও অনেকেই বাঙালীর মতন ভালোবেসে এসেছে। লুকমান ছিল বাঙালি, সাধারণ নিচুতলার মানুষের খুব কাছের একজন। নিজেকে সে কখনও নবাব মনে করত না।

বলত—রক্তের নীলবর্ণ আমার নেই। আমার রক্ত ছোটলোকদের মতন টকটকে লাল। আমরা আসলে পাঁচমিশেলি শূদ্র মুসলমান। নমঃশূদ্র মুসলমান আমরা। আমার পরিচয় আমি বাঙালি। বাংলা আমার ভাষা। আমি গান লিখি। বাঁশি বাজাই। বাঁশিতে বাংলার সুর। কণ্ঠে বাংলার গান। এই সুর আর কথাকে ভালোবাসতে বাসতে আমি বাঙালি হয়ে গেছি।

লুকমান এত বেশি বাঙালি হয়ে যাচ্ছে দেখে রৌশন বাঈ অত্যন্ত কষ্ট পেত। লুকমান যে আসলে নবাব, এ কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য রৌশন বাঈ তার সঙ্গে 'মিঠি উর্দু বাত' করত। লুকমান উত্তর করত খাসা বাংলায়। উর্দু প্রায় বলতই না। সেই সময় দুজনের মধ্যে রাগারাগি হতো। সেই ছেলেবেলায় সঈদা স্থির করতে পারত না, সে কার পক্ষে দাঁড়াবে। মাঝে মাঝে লুকমানকে তার অসহ্য মনে হতো।

রৌশন বাঈ যখন গুন্‌গুন্ করত ঃ

ও গুলাব মেরি হাসিনা
কব খিলোগে মুঝে বাতাও না
মেরি বাগীচেমে, সুহানা সুহানা।

তখনই হারমনিয়ম টেনে নিয়ে লুকমান গেয়ে উঠত ঃ 'ও গোলাপ মোরে বল্ ফুটবি সখি কবে।'

মায়ের কণ্ঠে টপ্পা-গজলের মিশেলি ঢানা। লুকমানের গলায় নরম স্বাদ রাবীন্দ্রিক আর্তিময় প্লাবন। দুই ভিন্ন সুরের দ্বন্দ্বের চাপে সঈদা কেঁদে ফেলত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লুকমান কেন অমন হয়ে যাচ্ছে, সে কিসের জাদুতে নিজেকে ভোলাচ্ছে সঈদার বিচার কোনো কিনারা খুঁজে না পেয়ে চোখের জলে ভাসতে থাকত। মনে হতো, লুকমান বুঝি পর হয়ে যাবে।

লুকমান কেন অত অত বাংলা বই পড়ে? রবীন্দ্রনাথ কে? অতবড় ভারি বইখানিটির মধ্যে কী এমন ভাবের কথা মজুত আছে? এত অল্প বয়সেই অত কথা শিখল কী করে লুকমান? এই সব প্রশ্নের কোনো সহজ উত্তর ছিল না।

সঈদার মনে ঘনীভূত হচ্ছিল কেমন এক বিহ্বল আকুলতা। ছেলেবেলা থেকেই কিশোরী সইদা সুর আর লুকমানকে এক করে দেখেছিল। সুরের ধেয়ান আর লুকমানের ধেয়ান আলাদা ছিল না।

লুকমানের জীবনযাত্রা ছিল অদ্ভুত। তার মা ছিল মা। কিন্তু বাপের পরিচয় ছিল সাংঘাতিক। কুতুব মির্জা নবাব। লুকমান মির্জা জানত, কুতুবই তার বাপ। কিন্তু কুতুবকে বাপ বলার সিধে অধিকার লুকমানের ছিল না। কুতুবের বেগম আছে, সংসার আছে, ছেলেমেয়ে সব আছে। লুকমানের মায়ের সঙ্গে কুতুবের কোনো সম্পর্ক নেই। কুতুবের সংসারে লুকমানের মা প্রবেশাধিকার পায় নি। একমাত্র সন্তান লুকমানকে নিয়ে পোড়ো সারবন্দী সেপাই-কোঠরির পুরনো মহল্লায় মাথা গুঁজে দিন গুজরান করত। গঙ্গার ধারে সেই সেপাই কোঠরির পুরনো মহল্লা। ভাঙা ভাঙা ক্ষয়প্রাপ্ত পুরনো বাংলা ইটের ভুতুড়ে বাড়ি।

বাংলা ইট হচ্ছে, দিয়াশলাইয়ের ছোট খোপাকৃতির ইট। চুণ খসে গিয়েছে, পলস্তারা ঝরে পড়েছে, নুনে খেয়ে ফেলেছে টকটকে হলুদ ইটের গা! দরজা উপড়ানো। জানালার পাল্লা উধাও। কেমন স্যাঁতসেঁতে আর অন্ধকার ছায়াময় বাড়ি। লুকমান সেইখানে জন্মেছে। বড় হয়েছে।

কিছুদিন উর্দু পাঠশালায় পড়াশুনা করে বাংলা স্কুলে ভর্তি হয়েছে। হাইস্কুলে চার বছর পড়াশুনার পর পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছে।

তাবৎ মোতিবাগ জুড়ে এইধারা নবাবী বস্তি ছড়ানো। বাড়ির

www.BanglaBook.org

কোনো সংস্কার নেই। যারা বসবাস করছে, বাড়িতে বসবাসের 'হক' থাকলেও, আর কোনো বাড়তি সম্পত্তির মালিকানা অধিকাংশেরই নেই। নিম্নবিত্ত পরিবার সব।

এরা কারা? নবাব, কিন্তু নবাব এত দরিদ্র হয় কী করে? নামের শুরুতে বা শেষে মীর বা মির্জা চিহ্ন থাকলেই কি মানুষ নবাব হয়? মীর বল, মির্জা বল, সবই তো নবাবী-বাচক পদ! কিন্তু সকলেই যে ফকির। আমীর আর ফকির। বিপরীত দশা দুই বিপরীত শব্দে চিহ্নিত।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লুকমানকে এই প্রশ্ন উত্যক্ত করেছে। নবাব এত দরিদ্র হবে কেন? অমন পোড়ো বাড়িতে বাস করবে কেন? জমি-জিরাত এত কম, ব্যাঙ্কে কোনো গচ্ছিত ধন নেই, সোনার মোহর নেই গোপন সিন্দুকে। তবে এরা নবাব কিসের?

লুকমান ছিল কুতুব মীর্জার মুতা জৈনবের পুত্র, মুতা হলো নবাবদের আরবীয় যৌন-প্রথা। আরবের মুসলমান আজও মুতা রাখে। আরবের শেখেরা এদেশে বেড়াতে এসে স্বল্প সময়ের জন্য কোনো সুন্দরী ভারতীয় মুসলিম মেয়েকে সাদী করল, সেটা ওই মুতারই নামান্তর, রাখনী আর দাসীর এক মিশ্রিত ব্যবস্থা, দাসীও বটে, রক্ষিতাও বটে।

কখনও বিয়ে করে হতে পারে, আবার বিয়ে না করেও হতে পারে। সম্ভবত বিয়ে না করেই ঘরের ঝিকে সম্ভোগ করার মধ্যে যে নবাবী বীর্যায়ন, তারই শিকার-ব্যবস্থা মুতা-প্রথার চল করেছে। বিয়ের সময় কনের সঙ্গে যে দাসী উপহার পাওয়া যায়, তাকেও বউয়ের মতন সম্ভোগ করার মধ্যে কোনো পাপ তো নেইই, বরং তা না হলেই বউকে অপমান করা হয়।

দাসী বউয়ের সঙ্গে আসতে পারে। না এলে সুযোগ-সুবিধা মতো জোগাড় করে নিতে হয়। এই প্রথার ধারাবাহিক পরিণামে মুতা-ব্যবস্থা নবাবদের মধ্যে চালু হয়।

এই ব্যবস্থা ভারতীয় নয়, আরবের সংস্কৃতি বাহিত। মুসলমানী ব্যবস্থা। নবাবী রকম। সেই সূত্রেই জৈনবের পুত্র লুকমান।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জৈনব ছিল কুতুব মীর্জার ঝি। কুতুব মীর্জা ছিল নিশার মীর্জার মুতা কিরণের ছেলে। কুতুবও শুদ্ধ নবাব ছিল না।

এইভাবে মুর্শিদাবাদের মাটিতে মোতিবাগের ইতিহাসে মুতাদের গর্ভগুলি নবাবী ঔরসে পূর্ণ হয়ে দীর্ঘকাল বংশ বিস্তার করে গেছে। হিন্দু মুসলমান বাছবিচার ছিল না, বিয়ে করে নবাব অর্থাৎ মুসলমান করার মধ্যে হাদিসী পুণ্য আছে বিশ্বাস করা হয়। নবাবী পতনের পরও মিশনারিদের পাশাপাশি এই রকম ধর্মান্তর এক সময় বেশ তীব্র হয়।

একটি পুরনো যৌন প্রথার মধ্যে নবাবী অস্তিত্ব ইতিহাসে তার করুণ আশ্রয় খুঁজেছে, কারণ শিয়াদের এদেশে সংখ্যা বৃদ্ধির সংকট গোড়া থেকেই ছিল। লুকমানের বিচারে নমঃশূদ্র নবাব তারা। এত দরিদ্র হলো কেন? কারণ নবাব নিজস্ব রক্ত নিজের কাছেই রাখতে চায়। সন্তান তার নিজ রক্তের পুত্তলি। আপন। কিন্তু মুতা তার পর। ভাড়া-করা তলপেট যৌনাঙ্গ আর দুগ্ধময়ী স্তনের জীব মাত্র। সম্পত্তির উত্তরাধিকার মুতার কি প্রাপ্য হতে পারে? ভাড়ার দাম ছাড়া আর কী সে পেতে পাবে?

মুতা তো বেগম নয়, এমন-কি বাঈজীও নয়। তথাপি মুতার সন্তানও সন্তান, তাকে অস্বীকার করলে নবাবী রক্ত অর্থাৎ স্ব-রক্তে অপমান ঢোকে। তার জন্য ফারায়েজ আছে। হক আছে। ফারায়েজ হলো স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকার ব্যবস্থার বিলি-বণ্টন প্রণালী, শরিক হওয়ার আইন, শরিকানার বিধি। সেই মোতাবেক মুতার সন্তানও অতি নিম হকদার।

কিন্তু এইভাবে সম্পত্তি ভাগ হতে থাকলে, মুতা-পুত্র যা পায়, তার উল্লেখ শেষ অব্দি হাস্যকর দেখায়। নিসার মীর্জার ফারায়েজ করেছিল পাকা লোক। নখনৌবী শিয়া সাদিক রিজ্‌বি। সেই ফারায়েজ কুতুব মীর্জার ভাগ্য-যোগ নিয়ন্ত্রণ করেছে।

লুকমানে এসে নবাবী সম্পত্তির যে ছিটেফোঁটা বরাতগুণে কপালে স্থায়ী হলো, তার বিবরণ নিম্নরূপ।

জমি দশ কাঠা। দুটি আমের গাছ। কলাঝোপ একটি। চারটি

www.BanglaBook.org

ধলী পায়রা। একখানা অচল গাদা বন্দুক। কিছু পুরনো নবাবী ঝলমল-করা পিরহান। গোঁফ-পাকানো জীর্ণ চটি। একটা প্রায়-বিধ্বস্ত মোতিবাগী ভাঙা ছাত-বিহীন ঘর ও ছাতবিশিষ্ট বারান্দা।

জৈনব সেই বারান্দার এক কোণে ঝাঁপ লাগিয়ে লুকমানকে প্রসব করেছিল। সন্তান বাবদ প্রতিমাসে পঁচিশ-ত্রিশ টাকা তন্‌খা অর্থাৎ রাজন্যভাতা নির্দিষ্ট হয়। পঁচিশ টাকা তন্‌খা-সহ এক দুঃখিনী মা—এই ছিল লুকমানের জন্য নবাবী উপহার। ব্যাস!

লুকমান রৌশন-বাঈয়ের সামনে কথায় কথায় হামেশা উচ্চারণ করত—এহি হ্যায় জিন্দেগি কা সন্দেশা রৌশনী বাঈ। জিন্দেগি কা সওদাগর জব পুছে, লুকমানজি তেরে হাথমে ক্যা সওদা মিলা? ম্যায় বোলুঁ স্রিফ আঁসু। রবীন্দ্রনাথকে বলব, চোখের জলই অর্জন করেছি ঠাকুর। আমায় কে নেবে? তুমিই নাও।

লুকমান ঠাকুরে মজেছে শুনে, রৌশনী বাঈয়ের চোখ দপ্‌ দপ্‌ করে জ্বলত। সে ভাবত, বাংলা স্কুলে পড়ার এই হলো সহবত। প্রথমে হাই স্কুলটি বাংলা স্কুল ছিল না। ছিল অভিজাত নবাবদের উর্দু স্কুল, তখনকার কালে এই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের মর্যাদা ছিল একজন জিলা শাসক বা একাধিক পরগনার শাসকের সমান। বাংলা চালু হওয়ার পর সেই সম্মান চলে গিয়েছে। ছোটলোক নবাবদের জন্য ছিল উর্দু মক্তব।

তা, লুকমানের নবাবী সহবত ধ্বংস হয়ে বাঙালি সহবত গড়ে উঠছে, লক্ষ্য করত রৌশন। একজন নবাব কী ভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তুমি তবে নবাব নও লুকমান? রৌশনী বাঈ কান্নার সুরে, রাগে ক্ষোভে চেঁচিয়ে উঠত। তোর মা জৈনব কি ছেলেকে শুধুই ফকিরি শিখিয়েছে?

লুকমান বলত—হ্যাঁ, আমি নবাব বৈকি! তো শুনো রৌশনী বাঈ। শৌ রূপয়ে তন্‌খাঅলা নবাবজাদা মুচমে ঘি মলকে ঘরসে নিকলে তো ঘি কা বু দুসরে কো মিলে আউর ওহ্‌ সমঝে কি

www.BanglaBook.org

নবাবজাদা পোলাও খা কর নিকলে হ্যাঁয়। হম সব অ্যায়সা হি খোসবুদার নবাব হোতে হ্যাঁয়। হা হা হা।

খোসবুদার নবাব। ঘি-গন্ধিত নবাব। গোঁফে ঘিয়ের ফোঁটা মালিশ করা নবাব। যার ঘরে অন্ন নেই। পোলাও শুধু স্মৃতি। ফলত গোঁফে ঘি মেখে ঘর থেকে বাইরে এসেছেন, লোকে বুঝল, নবাব পোলাও খেয়ে এইমাত্র ঢেকুর তুলছেন।

লুকমানকে ওইভাবে হাসতে দেখে কিশোরী সঈদা হাসবে কিনা স্থির করতে পারত না। মায়ের মুখ কালো হয়ে যেত।

লুকমান হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে চোখ ছলছলিয়ে বলত—হাঁ ভাই। হম সব অ্যায়সা হি খোসবুদার নবাব হোতে হ্যাঁয় জো কি তিশ রূপয়ে মাহ্ওয়ার (মাসোহারা) তন্খা পাতে হ্যায়। ম্যায় উস তিশ রূপয়ে পানেকে লিয়ে কুতুব মীর্জাকে দেহড়িপর মাকে সাথে যাতে থে আউর উসীসে দিন গুজরনা পড়তা থা, সমঝো নতিজা। মুঝে নবাব না বোলো রৌশনী বাঈ, ভিখ মাঙ্গা নবাব হুঁ ম্যায়।

(মাসিক ত্রিশ টাকা মাসোহারা পেতাম আমরা। তারই লোভে কুতুব মীর্জার দেউড়িতে মায়ের হাত ধরে গিয়ে দাঁড়াতে হতো। তাই দিয়ে কি জীবন চলে? আমি যে ভিখিরি। নবাব কেন বলবে আমাকে?)

ছলছলানো চোখের দিকে চাইলে সঈদার বুক পরম মমতায় দুলে ফুলে উঠত। লুকমানের দুঃখবোধ কি ভয়ানক?

সেই লুকমান যাত্রাদলে আসার আগে কিছুদিন বরফখানায় (স্থান নাম) একটি উর্দু পাঠশালা খুলেছিল তৎকালীন বড় নবাব আহম্মদ জান মীর্জার পৃষ্ঠপোষকতায়। গভর্নমেণ্টকে দিয়ে সেই পাঠশালার মঞ্জুরী আদায়ের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন আহম্মদজান।

লুকমানের মায়ের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে ছেলের যাতে একটা হিল্লে হয়, তারই পরিকল্পনা ছিল এই পাঠশালার ভিত্তি। তা ছাড়া নবাবরা বরাবরই উর্দুর প্রসার চাইত। বাঈজি ও মুতাদের সন্ততিরা যাতে করে মানুষ হয়, সেটা দেখ্ ভাল করার দায়িত্বও আহম্মদজানকে

www.BanglaBook.org

ভাবিত করত। ফলে তিনি একটি বুদ্ধিমান ছেলের সন্ধান করছিলেন মনে মনে। সেই সময় জৈনব তাঁর কাছে ছেলের একটা যেমন-তেমন চাকরির আর্জি পেশ করে একদিন। তখনই নবাব লুকমানের জন্য স্কুল খোলার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন।

সেই পাঠশালা আজও টিকে আছে, কিন্তু লুকমান সেই চাকুরিতে খুব অল্প সময় টিকে ছিল। আহম্মদজানের সঙ্গে বিবাদ করে চাক্‌রিতে অলিখিত ইস্তফা দিয়ে যাত্রাদলে ঢুকে যায়।

বিবাদের কারণ ছিল অদ্ভুত। কারণ লুকমান নিজেই এক অদ্ভুত মানুষ। পাঠশালা প্রতিষ্ঠার কিছুদিনের মধ্যেই লুকমান দুটি নিয়ম ভঙ্গ বা চালু করে দিয়েছিল। নবাবী পাঠশালার ছাত্রছাত্রী সবাই নবাব পরিবারের ছেলেমেয়ে। অর্থাৎ সবাই তারা পতিত বাঈজি বা মুতার ছানাপোনা। আর পাঠশালার শিক্ষা-দানের মাধ্যম উর্দু। লুকমান এই নিয়ম উল্টে দিতে চাইল।

ছাত্র-ছাত্রীদের আধেকই প্রায় নিম্নজাতের চাষিবাসি সুন্নী মুসলমান, এমন-কি দরিদ্র হিন্দুঘর থেকে ঢুঁড়ে এনে পাঠশালা ভর্তি করে ফেলল আর পাঠ্যপুস্তকের তালিকায় বিদ্যাসাগরী বর্ণবোধ ঢুকিয়ে দিয়ে নবাবদেরও বাংলা ভাষা শেখাতে লাগল।

বলল—নবাব-সন্তানদেরও বাংলা শিখতে হবে। কারণ, এই পতিত ঝুটা নবাবদের আমরা যতখানি নবাব মনে করি, তারা তা নয়। এবং এরা শিয়াও নয়। এরা সব সুন্নী মুতার ছেলেমেয়ে। এরা বাঙালি। খাস বাংলা শিখবে। নবাবদের 'মুসলমানী বাংলা' বলে যে-কথাটা শোনা যায়, সেটা একটা ঘোড়ার ডিম।

আহম্মদজান লুকমানের এইধারা হঠকারী বুদ্ধি দেখে ভীষণ চটে গেলেন। একদিন লুকমানকে ডেকে পাঠিয়ে তিরস্কার করে বললেন—তুমি দেখছি নেমকহারাম লোক। তুমি আজও নবাবী তন্‌খা নিয়ে বাবুগিরি করো। এইভাবে নিজেকে ছোট করতে তোমার লজ্জা করে না?

লুকমান হেসে ফেলে বলল—আমি তো কোনো অন্যায় করি নি

www.BanglaBook.org

হুজুর মীর্জা। রক্তের রঙ যে নীল হয় কী করে বুঝতে পারি না। সব এরা ছোটলোক। ওদের মুখে বাংলাই ভালো মানায়। ওরা বরং উর্দু ফার্সি আরবীর বদলে ইংরাজি শিখলে মানুষ হবে। কিছু টাকা খরচ করুন বাংলায় একখানা ভালো কোরান শরীফ লেখা হোক।

হজরত আলী করিমুল্লার জীবনী লেখা হোক। হজরত ওসমানের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্বের ইতিহাস লেখা হোক। আমি একটা বই লিখব ভাবছি। তাতে একটা ইতিহাস থাকবে। কেমন করে গরিবগুরবো সাধারণ বাপ-মা দুর্ভিক্ষের সময় অভাবে অনটনে বা ইংরেজের নীল অত্যাচারের সময় অতিষ্ঠ হয়ে, দিশে না পেয়ে আপনাদের কাছে মেয়ে বিক্রি করতে আসত। ছিয়াত্তরের আকালে কোম্পানির আমল তখন, কেবলই কোম্পানি কায়েম হচ্ছে, ধাতস্থ হচ্ছে, তখনও আপনাদের ঘরে মেয়ে এসেছে। দাসীবাঁদীর দল। মুতা।

সেটা এক দীর্ঘ ইতিহাস। দীর্ঘকাল ধরে এ-জিনিস হয়ে এসেছে। বাপ-মা টাকার বদলে দু মাস, এক বছর, দু বছরের জন্য মেয়ে রেখে যেত। পেটে বাচ্চা ধরত সেই সব জাতকুলহারা মেয়ের দল। তারাই সব আমাদের মা।

বলুন, সেই মায়ের ভাষা তো উর্দু নয়। তাদের সন্তানকে উর্দু শিখিয়ে নবাব করার যুক্তি কী আছে। বাংলার জল হাওয়া মাটির সঙ্গে যে জীবন মিশে যেতে চাইছে, তাদের তন্‌খা দিয়ে বাঁধা যাবে না হুজুর মীর্জা। আজ থেকে ত্রিশ টাকা তন্‌খার নবাবী আমি ত্যাগ করলাম। চাকুরিও রইল পড়ে। আমার অন্য কাজ আছে।

বলে লুকমান চলে গিয়েছিল। নির্মল পালের ছেলে অমর ছিল তার ফুটবল খেলার বন্ধু। আস্তাবল ময়দানে কতদিন ফুটবল খেলেছে। জিয়াগঞ্জের হিন্দু টীমের সঙ্গে কতদিন নবাবদের টীমের দুর্ধর্ষ খেলা হতো। জিয়াগঞ্জে অমরের কাছে লুকমানের একটা ঠেক্ ছিল।

অমর বলল—তুই আমায় কিছু বাংলা গান লিখে দে তো মীর্জা। বাবার দলটা ভালো করে খাড়া করি। চল্ একদিন দুজনে গিয়ে রৌশন বাঈকে ধরি, ওর মেয়ে সঈদা চমৎকার নাচে, যাবি?

www.BanglaBook.org

সেই সময় দল কিছুদিন বন্ধ হয়ে গিয়ে গিয়েছিল। লুকমানের চলে আসায় অমর শক্তি আর সাহস পেয়ে নতুন উদ্যমে যাত্রা ইউনিট চালু করে দিল।

এই দলের অতীত ইতিহাস অন্যভাবে শুরু। নির্মল পাল ছিল শিল্প-রসিক মানুষ। নিজে হাতে জিয়াগঞ্জ যাত্রা ইউনিট নামে একটি যাত্রা দল গড়ে তুলেছিল। দশ পনের বছর ধরে পুরুষকে মেয়ে সাজিয়ে সেকালের যাত্রার সুনাম অটুট রেখেছিল পালমশাই। বুলারানী নাম নিয়ে যে ছেলেটি পালমশাইয়ের বিখ্যাত বইগুলিতে নায়িকার রোল করত তার প্রকৃত নাম ছিল জগন্নাথ।

পনের বছর পর সেই দলে রৌশন বাঈয়ের আবির্ভাব। নর্তকী আর টুকরো চরিত্রে রৌশন বাঈয়ের অভিনেত্রী হয়ে যাত্রা ইউনিটে আবির্ভাব পালমশাইয়ের শিল্পচর্চায় এক যুগান্তকারী ঘটনা।

সে সময় যাত্রা জগতে মেয়েরা আসতে শুরু করেছে একেবারে সমাজের নিচুতলা থেকে। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ঘর থেকে যাত্রায় নাচাগাওয়া করার মতো শ্রদ্ধাবোধ সেদিন একেবারেই ছিল না। সেক্ষেত্রে নবাব-বাঈজির আদর ছিল যথেষ্ট।

যাই হোক, নবাব-নর্তকী রৌশন বাঈ সংসার ভেঙে চলে এল জিয়গঞ্জে। নবাবের কোন-এক সেপাই বংশের মেয়ে রৌশন। তার স্বামী ছট্টু মির্জা লালবাগের আস্তাবল পাড়ার বাসিন্দা। আজকের নবাব খিলাফত মীর্জার বাবা আকবর মীর্জার খাস চাপরাশী।

রৌশন বাঈ ছট্টু মীর্জার সংসারে সুখী ছিল না। সংগীত চর্চার টানে সে সংসার ছেড়ে পালিয়ে এল পালমশাইয়ের কাছে। কোলে পাঁচ বছরের একমাত্র সন্তান সঈদা।

ছট্টু মীর্জা বউকে ফিরে পাবার জন্য কত সাধাসাধি করেছিল। রৌশন বাঈ ফিরে যায় নি।

বলেছিল—ছট্টু মীর্জা নাম ভাঁড়িয়ে, পদবী ভাঁড়িয়ে নবাব হয়েছে। আসলে ও একজন বাঙালি সুন্নী।

পালমশাই রৌশনকে পেয়ে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছিল।

www.BanglaBook.org

রৌশনের মিঠা গলার গজল ছিল যাত্রা ইউনিটের প্রধানতম আকর্ষণ। কাওয়ালিও গাইত রৌশন। কলকাতার যাত্রাতেও এ জিনিস ছিল না। সামান্য হাত-পা নেড়ে গাইতে পারলেই মনমোহন কণ্ঠের জাদুকরী সুর দর্শককে মাত করে তুলত।

পালমশাই খুশি হয়ে রৌশনকে পরবর্তী সময়ে জিয়াগঞ্জের গঙ্গার ধারে একখানা বাড়ি লিখে দিয়েছিল। পাঁচ কাঠা মাটিও ওই বাড়ির সংলগ্ন ছিল। সেটুকুও দলিল হয়েছিল রৌশনের নামে।

মায়ের রক্ত থেকে সঈদাও গান পেয়েছে, নাচের মুদ্রা শিখেছে সেই শৈশবের থেকে। পালমশাই মারা যাবার পর অমর পালের দলে সঈদা এসে গেল। কিন্তু তার পর সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল রৌশন বাঈয়ের জীবনে। মধ্য বয়সে গিয়ে রক্তের মধ্যে সেই এক অস্থিরতা খেলা করে উঠল। সে কাহিনী একটু বাদে আমরা শোনাব।

অমর আর লুকমান রৌশন বাঈয়ের কাছে গিয়ে সব অবস্থার কথা বুঝিয়ে বলতে লাগল। বক্তা অমর। রৌশন পান খেতে খেতে গোল বালিশে কাত হয়ে আধ শোয়া। ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে সব প্রস্তাব শুনল। তার পর চোখ খুলে অমর আর লুকমানের দিকে স্পষ্ট করে চাইল।

বলল—তব ইয়ে লোগ তুমহারা বাংলা শায়েরী বানানেঅলা দোস্ত হ্যায় ?

তখনই পাজামা কামিজ উড়নী পরা সঈদা দু কাপ চা আর ট্রেতে সাজানো বিস্কুট নিয়ে মেঝের টেবিলের কাছে এল। কোনো কথা না বলে খাটের বাজু ধরে মায়ের মাথার কাছে বসল চুপচাপ। লুকমানকে বার বার প্রায় নিষ্পলক দেখতে লাগল দুটি শান্ত গভীর চোখ মেলে।

লুকমানও মাঝে মাঝে সঈদাকে দু চোখে জরিপ করছিল। রৌশন বাঈ লুকমানকে উদ্দেশ্য করে উর্দু বাংলায় ভাঙ্গড়ি ভাষায় বলল—তুম শায়ের হো। মুঝে তুমহারা ইকটা গানা শুনাও,

www.BanglaBook.org

দেখতি হুঁ কৈসী শায়েরী করতে হো, গজল বানানা আসানীসে নহী হোতা, ওহ্ তো বহুৎ বড়া কাম হ্যায়, বনাকে দিখাও। গাকর শুনাও। যাও ভাই সঈদা, হারমনি লেকে আও।

এইধারা পরীক্ষা করতে চাইবে, অমরও ভাবে নি।

লুকমানকে শুধাল বিস্মিত গলায়—কি গাইবি ?

লুকমান কোনো কথা বলে নি। এখনও কোনো উত্তর না করে ট্রে থেকে কাপ উঠিয়ে নিয়ে চুমুক দিল। সঈদা খাট থেকে নেমে লুকমানের সামনে এসে দাঁড়াল। ট্রে থেকে বিস্কুট তুলে নিয়ে এগিয়ে ধরল—লো।

লুকমান মৃদু হেসে হাত বাড়িয়ে বিস্কুট নিল। কোনো কথা বলল না।

হারমনিয়ম নিয়ে এল সঈদা। মেঝেয় রঙিন মাদুর পাতা। মাদুরের উপর হারমনিয়ম রেখে ফের 'লো' বলে লুকমানকে আহ্বান করল। লুকমান চুপচাপ উঠে গিয়ে মাদুরে বসে কোলের উপর হারমনিয়ম যেন আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে নিবিষ্ট করে আঁকড়ে ধরল। এমন ভঙ্গিমা সঈদাকে অবাক আর মুগ্ধ করে দেয়।

লুকমান গেয়ে উঠে।

তোমার আকাশে উঠেছিনু হায়!
আমি কলঙ্কী চাঁদ।

গলার নম্র স্বাদু ভরাট গীতলতায় ঘর ভরে গেল। কোথাও ফাঁক নেই, সুরের ফাঁকি নেই, দরদে গলা মুর্ছিত বকুল হয়ে টসটস করে শিশিরে ঝরছে।

কোথায় শিখেছে এমন গান এই ছেলেটি ? লুকমান গান-শেষে বিছানায় সোজা হয়ে বসল।

শুধাল, তুমহারা গীত ? তুমনে কিয়া ? তুম বাঙালি হো ? তাজ্জব !

লুকমান খুব নিখুঁত বাংলা বলে। কোথাও উর্দুগিরির লাঞ্ছনা নেই, উর্দুর মিষ্টতায় ভাষার মাধুরী সৃষ্টি করে না, বাংলার নিজস্ব স্বাদেই তা সুন্দর করে তোলে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলল, না। আমি লিখি নি। তবে এক প্রসিদ্ধ কবি এটা লিখেছেন। আমি শায়ের নই। শায়ের তিনি, যিনি এই গান লিখে আমাদের পাগল করেছেন।

—কৌন হ্যায়। নাম ক্যা হ্যায়। রৌশন উৎসুক।

লুকমান বলল, নজরুল ইজলাম। শুনেছেন কখনও।

রৌশন বলে ওঠে, নজরুল মীর্জা কৌন হ্যায়, কাঁহা রহতে হ্যায়, ঘরানা কিসকা হ্যায়? কৌন মহল্লেমে রহতে?

অমর মুখ টিপে হেসে যাচ্ছিল। লুকমান মনে মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আফসোস মোচন করে, হায় বাঈজি!

মুখে উচ্চারণ করে, নজরুল কোনো মীর্জা নয়। নজরল কাজী। বর্ধমান জিলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্ম। এক কালে মসজিদের খতিবি করতেন। ওঁর ঘরানা একটা ছিল নামমাত্র। ওস্তাদ জমিরুদ্দিনের ঘরানা। কিন্তু আসল ঘরানা বাঙালি ঘরানা। ওঁর মহল্লা হচ্ছে এই দিল্। দিল্‌কে মহল্লেমে রহতে হ্যাঁয় ওবে শায়ের।

রৌশন অবাক। প্রশ্ন—তুম উর্দু ভী সমঝ্‌তো হো?

অমর আর সংবরণ করতে পারল না।

বলল—রৌশন বাঈ, ও তো নবাব হ্যায়।

—না। আমি নবাব নই। আমি ওই কবির মুরিদ। আমার আরও একজন মুর্শেদ আছেন, রবীন্দ্রনাথ।

গর্বভরে বলে উঠল লুকমান। সঈদার চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল।

রৌশন বাঈ বুঝল, তার ঘরে এক পাগল, ছুট-নবাব এসে হল্লা বাধিয়েছে। পথ হারিয়েছে। ওকে সিধে করে পথে আনতে হবে।

দরকার হলে আনৌখা তৌফা দিয়ে বস করতে হবে। মন বিগড়েছে, কিন্তু নবাবী রক্ত সহজে আপনাকে খারাপ করে না। শুধরোবে ঠিক। রোসো! সুলুক আমার হাতেই।

মনে মনে ভেবে নিল রৌশন। তার পর মেয়ের মুখ আর সদ্য-আসা ভীরু যৌবনের দিকে চাইল।

www.BanglaBook.org

নবাবের এ-এক জীবন্ত সুসজ্জিত উদ্দাম হারেম। তোমাকে এই দ্বোরে এই মহলে পর্দা সরিয়ে ঢুকতেই হবে। যাবে কোথা ?

মাশুকের দরবারে এসে নবাব যে ফতুর হয় লুকমান মীর্জা।

বিদায়ের মুহূর্তে আপন হাতে সাজানো মিঠেলি গন্ধিল পান তুলে দিল লুকমানকে সঈদা।

বারান্দা ছেড়ে সিঁড়িতে পা বাড়ানোর সময় লুকমান এই প্রথম সঈদার পুরো একটি বাক্য শুনতে পেল। সঈদা ভারি আকুতি মিশিয়ে শুধাল—হামার নাচ দেখবে না লুকমানজী ?

লুকমান চমকে ফিরে দাঁড়াল।

বলল—তোমার নাচ দেখতেই তো এসেছিলাম সঈদা। হলো না। পরে আসব একদিন।

—কব্ ?

—কোনো একদিন আসব নিশ্চয়।

অমর আর লুকমান পথে নামল। সঈদা ওদের দিকে নিষ্পলক চেয়ে রইল ঘরের থাম ধরে নিশ্চল।

প্রথম যেদিন মঞ্চে নামল সঈদা, সেদিনের কথা সঈদার স্পষ্ট মনে পড়ে। মায়ের সঙ্গে জেদাজেদি করেছিল লুকমান। সঈদা প্রথম গান কী গাইবে ? উর্দু গজল, যা তাকে তার মা শিখিয়েছে, নাকি লুকমানের পদ ?

মা তাকে রিহার্সল দিয়েছিল, নাচের সঙ্গে গায়নভঙ্গির সামঞ্জস্য কী ভাবে মেলাতে হয়, কখন কোন্ পদবিক্ষেপ ও অঙ্গচালনার মুদ্রায় কী ভাবে তাল, লয় সম্‌কে ধরতে হয়, সবই শরীরে ও মনে ধারণ করেছিল সঈদা।

কিন্তু কথা ও ভাবের দোলন লুকমানের রচনা থেকে মনের মধ্যে তর্পণ করে নিয়েছিল চুপি চুপি। লুকমান গোপনে সঈদার উর্দু গজলকে বাংলায় বদলে দিয়ে মূল ভাবকে উড়িয়ে দিয়ে শুধু সুরকে অক্ষত রাখার ছন্দ অটুট করেছিল সৃষ্টির বাঁধনে।

www.BanglaBook.org

রৌশন মঞ্চের সঈদার উচ্চারণ শুনে স্তম্ভিত। সঈদা গাইছে :

বন্দে কৈসে খুদাকে তারিফ করে
জো দিল্ কী পিয়াসা নহী সমঝে
কৈসে বিরহণ আঁখৌমে আঁসুভরে
মুরঝে সিতারে নদিয়া কৈসে উলঝে ?

না। সঈদা গাইছে অন্য গান। রৌশনের অন্তর ক্রোধে অপমানে আর্তনাদ করে উঠল। যতই রৌশন লুকমানের কাছে হেরে যাচ্ছিল মেয়েকে ততই লুকমানের দিকে ঠেলে দিতে চাইছিল।

তা করতে গিয়ে নিজেরই মধ্যে এক অতিশয় বিপজ্জনক খেলা শুরু করেছিল রৌশন বাঈ। সেকথা পরে।

পার্টি ভাড়ায় যাচ্ছিল গঞ্জে, গ্রামে ছোট শহরগুলিতে। রৌশনের বাড়িতে অমর আর লুকমানের যাতায়াত ঘন ঘন হচ্ছিল। মাঝে মাঝেই যাত্রার অবকাশে বৈঠকি হতো রৌশনের ঘরে।

তা ছাড়া রিহার্সল চলত কখনও অমরের বাড়ি, কখনও রৌশনের গৃহে। লুকমান অজস্র রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুলগীতির উর্দু গীতায়ন করেছিল। আবার অনেক উর্দু গজল, হিন্দি গানের বাংলায়ন করেছিল। বাঁশি বাজাত বিস্ময়কর মিঠেলি।

অমর সেই সময় রৌশন, সঈদা আর লুকমানের জন্য যে টাঙ্গাখানি প্রায় সংরক্ষিত রেখেছিল তার সহিস ছিল ফেরু নবাব। কোনো কোনো দিন অমরও ফেরুর গাড়িতে ওই তিন শিল্পীর সঙ্গে যাত্রা করতে যেত। পৃথক টাঙ্গাতেও যেত।

একসঙ্গে একদিন টাঙ্গায় যেতে যেতে অমর লুকমানকে প্রশ্ন করল—আচ্ছা ভাই লুকমান! তোর এই যে বাংলা গানের ওপর এত টান, এর কারণ কি ? আমরা খুব আশ্চর্য হই।

লুকমান রৌশনের মুখে চাইল। সঈদাকে দেখল!

তারপর বলল—বাংলা গান আর বাংলাদেশ দুটিই বড় ভালবাসার জিনিস অমর। কারণ বাংলায় এসে সব জাতই কখনও আস্ত থাকতে পারে নি। বাংলা সব সময় সবাইকে তার নিজের মতো করে নিয়েছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার সমস্যা অন্যখানে। আমার সমস্যা মতা-মা আর মুতা-সন্ততিদের নিয়ে। এদের ভবিষ্যত কী? ভবিষ্যতে নবাব আর বাঙালিতে পার্থক্য শেষ হবে। শেষ হবে এদের এক মর্মান্তিক অবস্থার মধ্য দিয়ে। এরা না চাইলেও হবে। হতে শুরু হয়েছে। কিন্তু এদের সর্বনাশ কোনখানে আমরা বুঝতে চাইছি না।

—কোন্‌খানে বুঝিয়ে বল্‌। অমর জানতে চায়।

লুকমান বলল—সর্বনাশ একটা হয়ে গিয়েছে অমর। বড় সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। মুহম্মদ আলি জিন্নাহ মুসলমান ভাগ্যের সব চেয়ে মস্ত ট্রাজেডি। নবাবী মুতার পোলাদের কথা জিন্না ভাবেন নি। এদের কথা কেউ ভাবে না।

অমর রৌশন বাঈয়ের যেন বা সমর্থন চেয়ে চোখে সমর্থন প্রত্যাশী দৃষ্টি খেলিয়ে বলল—জিন্নাহ সাহেব মন্দ কী করলেন, পাকিস্তান না হলে মুসলমান দাঁড়াত কোথায়? এদের তো হিন্দু নেতারা আশ্রয় দিতে পারে নি বা হয়তো চায়ও নি।

লুকমান বলল—এই দেশভাগে বড়লোক নবাবদের তো কোনো ক্ষতি হয় নি, অমর। জায়গা জমি বাড়ি সম্পত্তি সব ঠিক রইল। হিন্দুস্থান পাকিস্তান সব ঠাঁইতেই তাদের কদর রইল। ভেসে গেল গরীব বাঙালি, গরিব মুতার ছেলেমেয়ে। ছেলেবেলায়, খুব ছেলে-বেলায়, মুসলমানদের মিছিল হতো। দেখেছি। এই মুর্শিদাবাদ পাকিস্তান হচ্ছে ভেবে মুতালী ছেলেরাও মিছিল করল পথে পথে, চাঁদ-তারার ঝাণ্ডা হাতে। সে কি উল্লাস।

হাথমে বিড়ি মুহ্‌মে পান
পুকারো মুসলিম, পাকিস্তান।

এই স্লোগানে মজা আছে অমর। কিন্তু আসল সমাধান তো নেই। ঘৃণিত পতিত নবাবরা নিজেদের চেনে নি, ইতিহাস কী চায়, ইতিহাসের গতি কোন্‌ দিকে ধরতে পারে নি। ধরতে চায় নিও কখনও।

—কেন?—অমর প্রশ্ন করে।

www.BanglaBook.org

টাঙ্গা চলছে ধুলো উড়িয়ে, ছিটকিতে বাতাস শাসন করতে করতে ছপ্‌ছপ্‌ ছন্দের দোলায়। একবার কাত হয়, একবার সিধে হয়, একবার সামনের দিক উড়াল মারে।

ওরা চারজন গায়ে গায়ে ধাক্কা খায়। ওরা চারজন মুখোমুখি বসেছে। লুকমানের পাশে সঈদা টাঙ্গার এক দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে। অন্য পাশে অমর ও রৌশন পাশাপাশি।

অন্যভাবেও বসা যায়। সামনে দুজন পাশাপাশি টাঙ্গার গতি যেদিকে সেদিকে মুখ। পেছনেও পাশাপাশি দুজন গতির বিপরীতে পেছনে চেয়ে থাকতে হয়। তাতে পিঠে পিঠ ঠেকানো যায়। চোখাচোখি হয় না।

হঠাৎ সঈদা নিবিষ্ট শরীর লগ্ন হয়ে তুখোড় বুদ্ধিধর, কবিত্বে স্বাধীন, আপনাতে আপনি তল্লিন তরুণ নবাবটির হাতের আঙুল আপন মুঠোয় তুলে নিয়ে একমনে মটকে টেনে খেলা করতে লাগল। অমর সেদিকে একবার দেখে নিয়ে ফের বলল—কেন চায় নি বললে না তো।

লুকমান বলল—যারা এই দেশটা আরব বানাতে চেয়েছে, যারা এই দেশে তখ্‌তে শুয়ে দূর আরবের মক্কামদিনা শরীফের স্বপ্ন দেখেছে, যারা এই দেশকে দার-উল্‌-হর্ব নয়, দার-উল-ইসলাম বানানোর স্বপ্ন দেখেছে, তারা কারা

ইংরাজকে যারা দু চোখে দেখতে পারে নি, ইংরাজ মিশনারীরা খৃষ্টধর্মে কনভার্ট করছে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের, এই সংবাদে যাদের রক্ত বিষাদে ভরে যেত আর বুক ভেঙে যেত, তারা কারা?

তারাই 'মুসলমানী বাংলার' প্রেসক্রিপশন দেয়, উর্দু মক্তব মাদ্রাসা খোলার হেফাজতি করে। ফের ইংরাজের শত্রু হয়েও মিত্রের মতন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশভাগ করে পাকিস্তান দাবি করে। এই আশরাফী শিয়ারা মুতালীদের কেউ না।

আমি তাদের বিশ্বাস করি না। এই মুতালী আমার সম্প্রদায়। আমার দেওয়া নাম।

www.BanglaBook.org

—মুতালী তোমার দেওয়া নাম ? তুমি নাম দিয়েছ ?

অমর বিস্ময় প্রকাশ করে, তাজ্জব হয়।

লুকমান বলে—হ্যাঁ। আমিই দিয়েছি। মুতা যোগ আলী মুতালী। হজরত আলী। আলী মওলা। প্রকৃত আলীর বিদ্রোহ এদেরই রক্তে বইছে। হজরত ওসমানের রাজত্বকালে জনগণের দোয়া, আশীর্বাদ, ভালোবাসা, তাদের দেওয়া সম্মান আলীই পেয়েছিলেন। ওসমান পান নি।

আজকের অভিজাত নবাবরা ওসমানের লোক। সংকীর্ণ স্বজন আর আভিজাত্যবাদী। গোঁড়া।

সেই আলীর জোশ যদি এই মুতালীরা কখনও পায়, তবেই ওরা বাঁচে। আরবের খুয়াব দেখে তো মুতালী বাঁচে না। নবাবরা এদের সেই স্বপ্নেই ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। তুমি মহরমের জুলুস দেখেছ অমর ?

অমর মাথা নাড়ে। হ্যাঁ।

—মাতম শুনেছ ?

—হ্যাঁ।

—মাতম নয়। শোকের মাতলামী। বিরাট জুলুস। তাবৎ পথ লোকারণ্য, সুছন্দিত মিছিল। গোছাবাঁধা চাকুছুরি আপন বুক আর স্বপৃষ্ঠে প্রহার করে চলেছে দিওয়ানা উম্মত। মেয়েরা চলেছে বোরখা পরে মুখের ঢাকনা তুলে। পুরুষের সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত। দরদর করে রক্ত ঝরছে।

সেই ক্ষতের দিকে ডেটল আর গুলাবপানি মেশানো, আতর মেশানো জল ছুঁড়ে মারা হচ্ছে পিচকারি দিয়ে। প্রচণ্ড বেগে ঢোলঢাক, জগঝম্প বাজছে। শোকের এক মরিয়া উল্লাস আকাশ বাতাস মথিত করছে। কী বীভৎস, কী করুণ! কী সাংঘাতিক!

লাঠিখেলা চলছে সেই মিছিলে। চিৎকার ধ্বনিত হচ্ছে, আর্ত স্লোগান উঠছে। পাগল হয়ে গেছে শহিদে কারবালার স্মৃতি-দগ্ধ মুতালী নবাবরা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই জুলুস দেখে উচ্চ সৌধ থেকে নবাব আর বেগমেরা দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন আর গর্বে তাঁদের বুক ফুলে উঠছে, মুতালীরা স্মৃতিবাহক, তল্পিবাহক, ঝাণ্ডাবাহী হুকুমবরদার। ওরা কী ব'লে কাঁদে, কেন কাঁদে, অতীত তো ফিরবে না। যে সূর্য অস্ত গেছে, সে তো আর উঠবে না। তবু ওরা কাঁদে কেন ?

কোন বীরের উপাস্য এই দরিদ্র দুঃখী মানুষ, কিসের শোকে অমন উতলা ?

আলী মওলা হোসেনঅলা বলে বুক থাপড়ায়, ছুরির ঝাপটায় শরীর ছিঁড়ে ফেলে, মুহুর্মুহু রক্তাক্ত করে মন, শিহরিত হয় যে-বেদনায় তার সত্যিকার রূপ তো তারা চেনে না।

জিন্দেগীর এত দুঃখ, এত অসহায়তা কেন ? কেন এত দরিদ্র পতিত তারা জানে না।

কথা শুনতে শুনতে সঈদাও শিহরিত হয়ে ওঠে। একটু থেমে বলে লুকমান।

—উর্দু পাঠশালায় কুরাণ হাদিস পড়ে তার জবাব তো মিলবে না অমর, বাঙালির বন্ধু হতে হবে। বাঙালি হয়ে উঠতে হবে।

আলী মওলার বীর্য, হোসেনের তেজ বহন করছে ক্ষুদিরাম, বিনয়-বাদল দীনেশ, আরেক রূপে নেতাজীই সেই মানুষ, সেই গদ্দার, সেই বিদ্রোহী।

মুতালীরা একথা বুঝলে এতদিনে একটা বিপ্লব হয়ে যেত। ফেরুর মতন তাদের টাঙ্গা বাইতে হতো না।

আচমকা এ কথায় চমকে উঠে ফেরু লুকমানের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দেখল দু-দণ্ড। তার পর হঠাৎ খুব জোরে ঘোড়ার পিঠে ছিটকি বসিয়ে দিল।

অমর শুধাল—এত কথা তুমি কেথায় পাও লুকমান ?

—পাই। বুঝিয়ে দেবার লোক এই মোতিবাগেই আছেন। সারদা প্রসাদজী আমার মাস্টারমশাই। তাঁর কাছে আমি ভারতবর্ষকে চিনেছি, সামান্য শিক্ষাদীক্ষা, জানা-বোঝা তাঁরই কৃপায়,

www.BanglaBook.org

তাঁরই সান্নিধ্যে সম্ভব হয়েছে, জেলখাটা বিপ্লবী, তাঁকে সিজদা করতে হয়।

অমর বলল—আর বলো না মীর্জা। রৌশন বাঈ ঢুলছে।

অমরের কথায় রৌশন বাঈয়ের ঢুলুনি কেটে গেল। বাঈজি চোখ তুলে গম্ভীর হয়ে অমরকে দেখল।

বলল—স্রিফ বাতুকী আতস, বাত কী জুলুস, ইসে হম ঝুঠা মাতম কহতে হ্যায়, ছোড়ো ভাই। লুকমান বাঙালি নহী, হিন্দু বন গয়া। ওসকা ইয়ে পাগলপন হ্যায়। মেরে সাথ দিল্লাগী করতা। উসকা ইয়ে আজীব তামাসা সমঝো, নাশাউসা সমঝো, ইকদিন ছুট্ জায়েগা।

মুখে বললেও, রৌশন বাঈ মনে মনে ভাবছিল, যদি এই নেশা না ছোটে লুকমানের? সঈদার কী হবে?

বাংলার মাটিতে কি বাঈজির জীবনধারা শুকিয়ে যাবে? মেয়েকে নিয়ে কোথাও কি পালিয়ে যাবে রৌশন?

লখনৌতে শিয়া নবাবরা অনেক শক্তিশালী। বাঈজিদের সম্মান সেখানে সুন্দর। সুন্নীরা সেখানে মাথা নিচু করে শিয়াদের কুর্নিশ করে। সেখানে কি চলে যাবে রৌশন?

বুকের মধ্যে কেমন ছটফটানি। কেমন ভয় লাগে তার। এই-সব ভাবতে ভাবতে রৌশন বাঈ কাপাসপুরে পৌঁছল। সেখানে যাত্রার প্যাণ্ডেলে সন্ধ্যার আলো ফুটেছে।

মন খারাপ করলেই লুকমান বাঁশি বাজায়। সঈদা লক্ষ্য করেছে। আর বেশির ভাগ সেই সময়টা হয় গভীর রাত্রি। হয়তো কোথাও যাত্রায় গিয়ে আটকে গিয়েছে ওরা। রাত্রি বাস করতে হচ্ছে কোথাও। সেই-সব সময়গুলোতে লুকমানের বাঁশি আর্তনাদ করে ওঠে।

একবার রাঢ়ের কোনো এক গঞ্জ এলাকায় যাত্রা করতে গিয়ে রাত বাস করছিল পার্টি।

সেদিনও বাঁশি বেজেছিল। বাঁশি শুনতে শুনতে সবাই ঘুমোয়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সবারই সুর উপভোগ করতে করতে মস্তিষ্ক জুড়িয়ে আসে, স্নায়ু শিথিল হয়ে ঘুমে ভরে যায়।

এটাই বাঁশির সুরের সাধারণ প্রতিক্রিয়া। বিশেষ এক প্রতিক্রিয়াও আছে। চোখের ঘুম কেড়ে নেওয়ার প্রতিক্রিয়াও আছে, একেবারে উল্টো নিয়ম।

সবাই ঘুমিয়ে যাচ্ছে। সবারই চোখের পাতা জুড়ে আসছে। একটি মস্ত হল্ ঘরে ওদের ঠাঁই হয়েছে ঢালা বিছানায়। কেবল বারান্দায় একলা শুয়েছে লুকমান।

আর প্রকাণ্ড সেই ঘরখানির পাশে লাগোয়া ছোট ঘরখানিতে বিছানা হয়েছে রৌশন বাঈয়ের আর তার মেয়ের।

তখন শীতের কেবলই শুরু। অর্থাৎ 'সিজন' শুরু। সেই সময়ের ঘটনা।

বেশ মিঠে মিঠে শীতের সোহাগ নেয় দেহ। লুকমান বাঁশি বাজিয়ে যাচ্ছে। বারান্দাখানি দরমার বেড়ায় ঘেরা। বলতে কি সেটিও একপ্রকার ঘর।

যার ফলে লুকমান বারান্দা পছন্দ করেছে।

ঘরের ঢালা বিছানায় শুয়েছে সবাই। কিন্তু এখনও ঘরের বালব নেভানো হয় নি। বারান্দায় ডে-লাইটের বিদ্যুৎ-ব্যবস্থা নেই। লুকমানের শিয়রে স্নিগ্ধ মোম পুড়ছে।

মায়ের বিছানায় শুয়ে ছিল সঈদা। মা ঘুমিয়েছে। সঈদা বিনিদ্র।

বাঁশি শুনতে শুনতে দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। বাঁশি শুনে এভাবে কেউ কাঁদে? বাঈজি বলেই কি মন এত দ্রবীভূত হয়? নাকি সঈদার মনেরই বিশেষ এই ধারা? সহজে কাঁদে হাসে। সহজে নরম হয়ে গলে যায়। নাকি তার মনে অন্য কোনো কামনায় এমন হয়েছে? এমন কেন হলো?

ওদিকে বাঁশি বড়ই পাগলামী করছে। যেন বাঁশির বুকে লুকমানের নিশ্বাস কেমন আর্ত চঞ্চলতায় কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাঁশির সুরে লুকমান হৃদয়ের কষ্টের সব চেয়ে গভীর অস্থিরতা ফুটিয়ে তোলে, যা সে কথা দিয়ে পারে না।

এই লোকটির এত যাতনা, ছটফটানি, প্রতি নিশ্বাসের রক্তাক্ত ক্ষরণ কিসের কারণে সঈদা স্পষ্ট বোঝে না। মানুষটি যে কী চায়, কিসের জন্য দুনিয়ায় এসেছে সঈদা ভেবেচিন্তে কিনারা পায় না।

অমরকে রাত্রিদিন কী সব বোঝাতে চায়। এত ক্ষোভ কেন, সঈদার অনুভূতি কখনও ঠিক ঠিক ধরতে পারে না।

বড়ই রহস্যে ভরা এই মানুষটি কেবলই তাকে কাঁদিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে বাঁশি থামে এক মিনিট। আবার শুরু হয়। বাঁশি থামিয়ে খাতায় দুটি শব্দ বা একটি পঙ্‌ক্তি রচনা করে নেয় লুকমান। কখনও সুরের অনুবাদে কথার চয়ন করে সে। কখনও কথার আত্মায় সুরকে আবিষ্কার করে দেখায়।

অনেক রাত অবধি তার এই সৃষ্টির উন্মাদনা। কখন ক্লান্ত হয়ে ঘুমাবে তার কোনো নিয়ম নেই।

সঈদাও ঘুমোতে পারবে না। কাঁদতে হয় অবিরল। এই কান্নার কষ্ট আর সুখ মাখামাখি হয়ে বুকের তলায় গড়িয়ে ভাসিয়ে চলে কোন নিরুদ্দেশের পথে, সঈদার দিশে থাকে না।

এই রাতে হঠাৎই শীত একটু কড়িয়ে উঠেছে বোধ হচ্ছে। বাঁশি থেমে গেছে। এক মিনিট চলে গেল। দুই-তিন মিনিট পার হয়ে গেল। বাঁশি নিশ্চুপ। সঈদা বিছানায় উঠে বসে গায়ে পাতলা চাদর-খানা জড়িয়ে নেয়। চাদরের কোণে চোখ মুছতে মুছতে বাইরে আসে। পাটির সবাই যে ঘরে ঘুমুচ্ছে, সেই ঘরে এসে দেখে, সব নিঃসাড়। নিশ্বাস ডাকছে কারও। অমরের দেহ মৃদু নড়ে উঠল। সঈদার চুড়ি চাপা বেজে উঠল ঠুনঠান। অমরের দেহ নড়ে উঠে থামল।

তখন বাঁশি অন্য গান ধরেছে :

জিন্দেগি উসী কী হ্যায়
জো কিসি কা হো গয়া
প্যার হী মে খো গয়া।

www.BanglaBook.org

সঈদা দরমার দুয়ারে এসে দাঁড়ায়। ছায়া পড়ে লুকমানের চোখে, অদৃশ্য। লুকমান সঈদাকে চোখের ইশারায় কাছে এসে বসতে বলে।

সঈদা এগিয়ে যায়। সহসা কাছে গিয়ে সঈদা বসতেই বাঁশি মুখ থেকে টেনে ফেলে লুকমান।

বিছানায় বাঁশিখানা কাছে রেখে আজ কী হয় কে জানে লুকমান সঈদাকে স্পষ্ট দু হাতে ছোঁয়। বুকের কাছে দুহাতে টেনে নিয়ে অধরে অধর যোগ করে সঈদাকে পান করতে থাকে।

সঈদাও মুহূর্তে এই আকস্মিক ঘটনায় রক্তে খেলে ওঠে অদ্ভুত।

দু চোখে কান্না, রক্তে বিভোর ভালোবাসার আকূতি।

ঠোঁটে ঠোঁট মিশিয়ে সঈদা বোঝে লুকমানের রক্তাক্ত হৃদয় যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠছে।

এই স্পর্শে আর দানে কি কোনো প্রশমন নেই? কোনো সান্ত্বনা?

দরমার দরজায় আবার ছায়া। ছায়া নয়, অমর। তার দু চোখে বেকুবী চাউনি ও ঈষৎ লাজমেশানো ভদ্রতা। অমর দ্রুত সরে যায়।

এরা দুটিতে বিচ্ছিন্ন হয়। দ্রুত ডেকে ওঠে লুকমান। অমর চলে যাস কেন? শুনে যা।

অমর চলে যেতে যেতে গম্ভীর জবাব দেয়—না। ঠিক আছে।

দুজনই মৃদু চাপা ঝংকারে অস্ফুট হেসে নেয়।

সেই অস্ফুট শব্দই অমরের নিঃশব্দ নিরালা রাতে কানে এসে বেঁধে। তার শরীরে আজ সহসা একটি বিছে প্রবেশ করে।

অথচ অমর কখনও ভাবে নি, কোনো একটি রক্তাক্ত বিছে কোথাও ছিল। লাল। প্রকাণ্ড। ভয়ানক।

রৌশনের চেতনায় রাতের কাম-বিমোহিত দৃশ্য বাহিত হলো অমরের মুখ থেকে। চুপচাপ শুনল রৌশন। জবাব করল না।

ভোরে টাঙ্গা ছাড়ল। আজ এই প্রথম রৌশন লুকমানকে তার পাশে বসবার জন্য বলল। অর্থাৎ সঈদা আর অমর পেছনে বসুক দুজনে। এসো আমরা পাশাপাশি বসে গল্প করি।

www.BanglaBook.org

এই আচরণের মধ্যে একটা বক্তব্য ছিল অন্য ধারা। কেন এমন করল রৌশন ?

অমরই অবাক হয়। মেনে নিতে পারে না। কারণ বোধ হয়, লুকমান অপমানিত হ'লে অমরের কষ্ট হয়। বা এমন প্রকাশ্য ধাক্কা অমর চায় নি বা ভোরেই এত দ্রুত নিঃশব্দ ফেটে পড়া রৌশনের মানায় না।

অথবা রৌশনের এটাও কি কোনো ঢঙ ? কী জানি, বন্ধু কী মনে করল।

এক ঘণ্টা টাঙ্গা চলল। তার পর এক শীর্ণ নদীর ঘাটে চায়ের দোকানে থেমে চা খেল ওরা।

নদী পার হতে হলো বাঁশের সাঁকোয়। টাঙ্গা জল ভেঙে এল।

এবারে সঈদা টাঙায় উঠেই সামনে বসল দ্রুততায় লুকমানের পাশে। রৌশন টাঙ্গায় উঠেই হুকুম করল মেয়েকে। পিছে যাও। যাও।

সঈদা মাথা নেড়ে সামান্য প্রতিবাদী হয়—নহী!

রৌশন ধমক দেয়—কিঁউ নহী ? যাও। বদতামিজী কিসলিয়ে! কহতী হুঁ, চলী যাও পিছে। যাও।

সঈদা আর কোনো কথা না বলে মৃদু শব্দে কেঁদে ফেলল। সব চেয়ে বিচলিত দেখাচ্ছিল অমরকে।

অমর বলল—থাক্ না রৌশন বাঈ। পেছনে ঝাঁকুনি লাগে। তা ছাড়া পেছনে অনেকে বসতে চায় না। বরং লুকমান এদিকে আয়, আমরা দুজনে বসি।

লুকমান বলল—না হে। রৌশনকেই আমার ভালো লাগছে। আমি ওর পাশেই বসছি। সঈদা তুমি পেছনে যাও।

এই কথায় সঈদার কান্না থেমে দুচোখে চকিত বিদ্রোহ মোলায়েম বিস্ময়ে ফুটে উঠল।

সঈদা বেদনায় আহত ভাষায় দু চোখে লুকমানকে দেখল।

বলল—ঠিক হ্যায়!

www.BanglaBook.org

অপমানিতা সঈদা সারা পথ কোনো কথা বলল না। দুই চোখ বুজে টাঙ্গায় মাথা হেলে কাত বরল। তাবৎ শরীরে রাত্রের স্মৃতি প্রতি রোমকূপে একটি গোলাপ ফুটিয়ে চলল। সারা পথ শুধুই গোলাপ।...

বিছে চলে ফেরে সমস্ত বুকের ভিতরে। অমর যাতনায় দেখতে পায় বিছে যাচ্ছে আগুনের মতো। পুড়িয়ে জ্বালিয়ে যাচ্ছে। চলে যাওয়ার ঘুরে বেড়ানোর চিহ্ন পোড়া আগুনে ছাই ছাই দাগে ভরা। দেখতে দেখতে শিউরে উঠছে অমর পাল।

এই তার মনের বিক্ষত রূপ। কী নির্দয় সে। লোভী। একটি সুন্দর ভালোবাসাকে সে সহ্য করতে পারছে না। কারণ সে যাত্রা-দলের মালিক। সবাই তার পুষ্যি।

মা এবং মেয়েকে ভোগ করার 'হক' তার আছে। এই নিয়মও হেথায় অনিয়ম নয়। তাহলে সে কী করবে এখন? মাকে ভোগ করে নি। মেয়েকে এতদিন উপভোগ করে গেছে শুধু। তা ছাড়া রৌশন বহুরূপীণী নানাজনে অবলেহিত।

বাবা নির্মল পালের সঙ্গে রৌশনের সম্পর্ক দুর্জ্ঞেয়। লুকমান এ তুই কী করলি চামার। ছোটলোক। মুতালী নবাব। সর্বনাশা নবাব। মাশুকের দাস।

ভাবতে ভাবতে একলা হো হো করে হেসে ফেলে অমর পাল। সেই হাসি নিজের কানেই কেমন কান্নার মতো শোনায়।

প্রতিটি দৃশ্য মনে পড়ে। সঈদাকে স্পর্শ করছে লুকমান। কতবার কী মুদ্রায়। সঈদা ছুঁয়ে নিচ্ছে লুকমানকে কতদিন কী আশ্লেষে। সব মনে পড়ছে। সে এক কুহেলি রঙিন দৃশ্যমালা বুকে ভারি কষ্ট রে লুকমান। কী তীব্র উন্মোচন। আমি মালিক। আমারই পয়সায় কেনা রূপবতী সঈদা কেন অন্যে লগ্ন হয়, বাহিত হয়, জড়িয়ে যায়?

আমি কেন ছেড়ে দেব? কিসের খাতির?

অমর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে পথে। তখন সন্ধ্যার গঙ্গায় কালো স্রোত শীর্ণ হয়ে বহে চলেছে। ঝলমল করছে আজিমগঞ্জ সিটি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অমর চলেছে রৌশনের ঘরে অতিথি। রৌশনই ডেকেছে তাকে। অমর রৌশনের ঘরে পৌঁছে অবাক হলো। রৌশন নেই। বাড়ি কেমন নিশ্চঞ্চল। এ কেমন আতিথ্য—ঘরে একলা সঈদা। হারমনিয়মে রীড চেপে কী একটা গানের স্বরলিপি অভ্যাস করছিল। মোম পুড়ছে হারমনিয়মের উপর। দূরে তাকে ঝাড়ের ভগ্নাংশের ভিতর দীপ্র বাতির আলোক শিখা। দেখতে কিছুটা নবাবী ঝাড় থেকে খসিয়ে নেওয়া বাতিদান বলেই মনে হয়।

অমরকে দেখে সঈদা স্বরলিপি ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে তোষকের তলা থেকে মুখবন্দি খাম একখানা টেনে বার করল।

এগিয়ে ধরল সম্মুখে।

বলল—মা বসতে বলে গেছে। এখুনি ফিরবে। আপনি যাবেন না।

বলল উর্দুতেই। অমর আরও আশ্চর্য হয়ে খামের মুখ ছিঁড়ে ফেলতে ফেলতে খাটে বসে গেল।

সঈদা আবার হারমনিয়মে গিয়ে রীড চালাচ্ছে। মৃদু সুরের ছোঁয়ায় আঙুল ঘুরছে। চিঠি মাত্র দু ছত্র।

পড়ে চমকে উঠল অমর। লিখেছে রৌশন। এই বাড়ি, আমার মেয়ে আর রাত্রিটা তোমায় দিয়ে গেলাম। লুকমানকে নিয়ে যাচ্ছি, রাত্রে আমরা ফিরব না।

চিঠি পড়ে দুই চোখে ঘন আহ্লাদ উপছে উঠল অমরের। রৌশনের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল। সঈদার দিকে চেয়ে মুখ দেখে বুঝতে পারল, সঈদা কিছুই জানে না। অতএব সব কথা ওকে বোঝাতে হবে।

অমর বলল—বুঝলে সঈদা, আজ রাতে আমি আর যাচ্ছি না।

সঈদা রীড বন্ধ করে মাথা দুলিয়ে বলল—বেশ তো, থাকবেন। ওরা এল বলে, লুকমানজি আজ একটা নতুন গান বানিয়েছে, রাতে সেটা তুলে নেব।

www.BanglaBook.org

অমর ক্ষীণ হেসে বলল—আজ আর গান তোলা হবে না সঈদা। লুকমান আসবে না।

সঈদা আশ্চর্য হয়ে চাইল।

অমর মাথা নেড়ে বলল—চিঠিতে তাই লেখা আছে সঈদা।

সঈদা দ্রুত ছুটে এসে ছোঁ মেরে চিঠির টুকরো হাতে নেয়। কিন্তু পড়তে পারে না। বাংলায় লেখা। মা খুব কষ্ট করে বাংলা লিখতে পারে। একটু-আধটু চর্চা কোনো এক সময় করে থাকবে।

সঈদা বাংলা জানে না। শোনা যায় মাকে দলের প্রয়োজনে, অভিনয়ের কারণে, কিছুটা শুদ্ধ উচ্চারণের জন্য, কারণ রৌশন প্রথম দিকে একেবারেই বাংলা উচ্চারণ করতে পারত না বলা যায়, এই সব অসুবিধার জন্য নির্মল পাল বাংলা শিখিয়েছিল। ফলে সে এখন ভেঙে-চুরে বলে ভালোই। বাংলায় মনের টান থাকলে ভালোই শিখে ফেলত।

লুকমান সঈদাকে কতদিন বাংলা শেখানোর তাগিদ দিয়েও শেখায় না।

হায়! যদি সে শিখে নিত! এই চিঠির মধ্যে সত্যিই যে কী আছে, সন্দেহজনক এই পত্রখানি এত ভয়াবহ হতো না।

সঈদা বলল—মুঝে পড়কর শুনাও অমরজি।

অমর কী করে কথা, আসল কথা বলবে বুঝে পাচ্ছিল না। এখন ব্যাপারটা সহজ হয়ে গেল। পড়ে শোনাল চিঠি। চিঠি শেষ করে সঈদাকে চেয়ে দেখল অমর।

সঈদার ফর্সা মোমালোক স্নিগ্ধ মুখখানি কালো দেখাচ্ছে।

সঈদা চাপা আবেগহত গলায় ককিয়ে উঠল—নহী, নহী অমরজি। পাপ হোগা। বিলকুল পাপ হোগা। মুঝে মাফ কর দিজিয়ে। চলে যাইয়ে।

অমর বলল—মালিক তার বাঈজির কাছে কোনো এক রাতে এমনি করেই তো এসেছে সঈদা। আমাদের লাইনে এ ঘটনা তো নতুন নয়। তুমি আপত্তি করছ কেন?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সঈদা কেঁদে ফেলেছিল।

চোখ মুছে বলল—ম্যায় সদ্‌কা হুঁ অমরজি। মেরা নবাব হ্যায়।

অমর কখনও এ কথা শোনে নি।

বিস্ময় নিস্পৃত গলায় বলে—সদ্‌কা?

—হাঁ। সদ্‌কা হুঁ ম্যায়। সব কুছ ম্যায়নে দে দিয়া উসীকে পাঁও পর, মেরে নবাব মুঝে লে লিয়া, দাখিল কিয়া দিল্ পর। আপ নারাজ হো গয়ে হোঙ্গে। লেকেন মেরা কসুর···

সদ্‌কার এক প্রকার অর্থ অমরের কাছে স্পষ্ট হলো। সদ্‌কা হলো উৎসর্জন। সঈদা গলায় কেমন বাচ্চার মতন ছটফটিয়ে ডুকরোচ্ছে।

বলল—হজরত মরিয়ম আল্লাহ্‌কে মসজিদমে সদ্‌কা থী। ম্যায় ভী সদ্‌কা হুঁ ইস্ক্ পর, নবাব মেরা মসজিদ হ্যায়। মুঝে ন চাহিয়ে অমরজি। আপ চলে যাইয়ে।

সঈদার মনে পড়ল, মা বাইরে বেরিয়ে যাবার আগে তাকে কী সব কথা বলে গেছে। সঈদার চরম বিস্ময়বোধ হচ্ছিল, মায়ের আচরণ কী সাংঘাতিক নিরূপণ করতে পারছিল না।

মা বলেছে—লুকমান তোমার নবাব। কোনো বে-জাত যেন তোমায় এঁটো না করে। বাজে লোক কাফের চেটে রেখে গেলে নবাবের সেবা সেই এঁটো গায়ে হয় না জানবে। নবাব কি তোকে বিছানায় নিয়েছে কখনও? লুকমান? সে-সব হয়ে থাকলে বল্, আমি আশ্বস্ত হই।

মা কী নির্লজ্জ! সঈদার তামাম মুখে খুন ভরে এসেছিল। আশ্চর্য! সেই মা অমরকে আমন্ত্রণ করেছে। সঈদাকে যাতে গমন করে, তার এক ভয়ানক ব্যবস্থা ক'রে রেখে লুকমানকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে টেনে নিয়ে গেছে।

এইভাবে মা তার মধ্যে অন্য এক নবাবী সতীত্ব, বাঈজির দেহ-শুচিতার পরীক্ষায় ফেলে রেখে বিপন্ন করে পালিয়েছে।

মা, তুমি এ কী করলে মা? তুমি এভাবে কেন খেলছ জননী?

www.BanglaBook.org

তোমায় যে আমি কিছুতেই চিনলাম না মা গো! বড় রহস্যময়ী বাঈজি রৌশন। বড়ই নিষ্ঠুর হে।

—না। আমি ফিরে যেতে আসি নি সঈদা।

অমর জেদ করে ওঠে। বলে—মন দিয়ে সিজদাই তো যথেষ্ট সঈদা বাঈ। লুকমানকে সিজদা দাও আপত্তি নেই। মালিককে দেহ দিতে হবে, আমার প্রাপ্য।

সঈদা ডুকরে উঠল—মন তো সিজদা করে না অমর পাল। দেহ না হলে সিজদা হয় না। এই দেহই তো মসজিদে যায়। এই দেহ বিনে আমার কী আছে? আমি যদি সেই দেহকে পবিত্র না রাখি, এতবড় ফাঁকি মন যে সইবে না। আপনি অবুঝ হচ্ছেন কেন?

অমর ভাবছিল, মুসলমান ধর্মে পূজা নেই, কিন্তু বাঈজির ধর্মে আছে। সুরের মুদ্রা আর সিজদার মুদ্রা এক কথা। সেইজন্য মুসলমান পাঁচ বেলা ওজুর জলে দেহ সাফ করে।

অমর চামড়ার হালকা ব্যাগে একটা চ্যাপটা বোতল ঢুকিয়ে নিয়েছিল। পথের দোকান থেকে। ভালো সুরা। ব্যাগ খুলল। বোতল বার করল।

বলল—একটা গেলাস দাও সঈদা। জল মেশাই। অত্যন্ত কড়া। খেতে পারি না।

সঈদা ভয়ে ভয়ে গেলাস এগিয়ে দিল। কাঁচের জাগ এগিয়ে দিল। বুকটা তার দুরু দুরু করছে। মদ খেয়ে অনেক মানুষ প্রথমে নিজের ভালো বুদ্ধি ঘুলিয়ে নিয়ে কোনো পাপের কথা চিন্তা করে। তারপর নিজেকে তাতিয়ে তোলে। তৈরি করে নিজেকে। যতদূর মনে হয় অমর সেই লোক। ক্রমশ খারাপ হতে চাইছে।

যে-কোনো মানুষেরই খারাপ হওয়ার অনুভূতি অমরের মতো। ধীরে ধীরে রক্তের ভীরু কামনাকে উস্কে তুলতে চাইছে। খুবই মন্থর তার খাওয়ার ভঙ্গি। এখনও পাঁড় হতে পারে নি। সঈদা সেখান থেকে সরে আসে।

গায়ে রঙিন গরম চাদর চাপিয়ে নেয়। তার পর মুখে ক্রীম ঘসতে

www.BanglaBook.org

ঘসতে অমরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলে—দোকানে একটু চা বলে আসছি। চলে যাবেন না।

এক মনে চুমুক দিচ্ছিল অমর। খুব ভালো করে সঈদার কথা শুনলই না। সঈদার কণ্ঠস্বরও ছিল অত্যন্ত বিশ্বস্ত।

অমর ভাবল, দেহ দেবার আগে বাঈজিদের অনেক ভনিতা থাকে। তাই কি? তা ছাড়া সঈদা খুব সম্ভব আজও অনাঘ্রাত বলে ভয়টয় পাচ্ছে। তাই কি? আরও ভালো করে পটাতে হবে। লোভ দেখাতে হবে। বলতে হবে শুকনো নবাবের পেছনে ঘুরে কী হবে? আমি তোমাকে সত্যিকার রানী করে দেব। ইত্যাদি।

মদ খেতে খেতে সঈদার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল অমর। এক ঘণ্টা পরও সঈদা ফিরল না।

সঈদা রাস্তায় নেমেই ফেরুর টাঙ্গা পেয়ে গিয়েছিল। মনে মনে ভেবেছিল, আলি মওলা সহায়। নইলে ফেরু কেন অমন রাস্তায় টাঙ্গা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে! যাত্রা যখন থাকে না, ফেরু তখন স্বাধীন। মোতিবাগে ট্যুরিস্ট বা সাধারণ যাত্রীকে বহে বেড়ায়।

সঈদা ফেরুর টাঙ্গায় উঠে বসল।

বলল—মাকো ঢুড়ছি ফেরুজি, লে চলো।

সঈদা বুঝেছিল, মাকে সে খুঁজে পাবে না। তার নবাবও নিরুদ্দেশ। অভিমানে বুক ভেঙে যাচ্ছিল। ক্ষীণ পাতলা আলুয়া-ভুলুয়া অভিমানী সোঁতা বইছে তিরতিরিয়ে। কোথায় গেল ওরা?

সঈদা শুনেছিল, কিছু মুতালী ছেলেমেয়েকে লুকমান কথক বি সি ডি শেখায় যাত্রার অবকাশে। কিন্তু কোথায় জানত না। ফেরুকে সেখানে যেতে বলল। ফেরু অনুমান করে সম্ভব স্থানগুলোয় সঈদাকে নিয়ে গেল। কোথাও ওরা নেই।

ফেরু বলল—ইস তরহা ঢুড়না বিলকুল বেকার হ্যায় সঈদা বাঈ। ঘর চলো। আপসে আপ ওবে লোগ বাদমে লৌটেঙ্গে কভী।

এইভাবে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে রাত হয়ে গিয়েছিল। ঘরে এসে দেখল অমর চলে গিয়েছে। ঘর অন্ধকার।

www.BanglaBook.org

মোম জ্বালল সঈদা। তার পর আঁৎকে উঠল।

দেখল, কাঁচের বড় বাতিদানে লুকমানের সব চেয়ে প্রিয় বাঁশিখানা অমর মোমের শিখার উপর কাত করে পুড়তে রেখে চলে গিয়েছে। চিঠিটা ছিঁড়ে বাতিদানে ফেলেছে। সব পুড়েছে। বাঁশিখানা পোড়া কালো এক হৃদয়ের মতন কাত হয়ে পড়ে আছে।

অমর কেমন জ্বলে গেছে তারই বীভৎস নিশানা। ভয়ে সঈদা কাঠ হয়ে গেল। তাবৎ মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল। শরীর দ্রুত স্পন্দিত। আর ঘেমে উঠতে লাগল।

ফেরু এই দৃশ্য দেখে বাঁশিখানা হাতে তুলে পরখ করল। হাসতে হাসতে বলল—মুহব্বৎ ইতনী বেয়কুফ হ্যায়, জিদ্দি হ্যায়, আখির ইতনী ঘায়েল হো যাতী হ্যায়, হায়! সঈদা তুমনে ক্যা কিয়া, আপনে কো জ্বলা দিয়া? মেরা নহী। ডায়ালগ হম সিনেমা সে শিখে হ্যাঁয়।

সারারাত ফেরুর কণ্ঠস্বর জেগে রইল। তাবৎ ঘরে বেজে উঠতে লাগল। বিছানায় ছটফট করতে লাগল সঈদা। গলাকাটা নরম এক রঙিন পাখি মৃদু ডানা ঝাপটে যাচ্ছে। রঙিন পালক খসিয়ে দিচ্ছে একটা তুমুল ঝড়ের মাতন।

ভোরে ফিরল ওরা। লুকমানের মুখ অদ্ভুত থমথমে। যেন ওর শরীরকে ঘিরে তুফান হয়েছে। শিউরে উঠল সঈদা। সমস্ত চোখ-মুখে কেমন আতঙ্ক। কেমন ক্লিষ্ট ভয়। কেমন এক পাপের ছায়া।

লুকমান সঈদাকে দেখে অনুরূপ শিহরিত হয়। তারও চোখে অদ্ভুত বিষণ্ণতা, ভয়। কালো ছায়ার প্রলেপ, ঠোঁটে সংকুচিত বিপর্যয়।

দুজন দুজনকে চেয়ে দেখতে দেখতে সন্দেহ করে, ঈষৎ ঘৃণাও।

এ এক অদ্ভুত অনুভূতির সংঘাত, অস্পষ্ট, অচেনা, উষর ও অবিশ্বাসী। আবার বিশ্বাস করতে গেলে নিজেকে ছোটও লাগে। কী করবে ওরা?

রৌশনের এই সংঘাতময় মুহূর্তের সংলাপ ঠোঁটের কাছে উসখুস করছে। সে দরজার মুখে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে কখন অবুঝ মেয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তার বুকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখ গুঁজে দেয়। ফুলে ফুলে কাঁদে। কখন কোন্ মুহূর্তে।

সেই দৃশ্য কি রচনা করে নি রৌশন? মেয়ে কি বিনে যুদ্ধেই হেরে গেছে? সর্বনাশ! নাকি জিতেছে? জিতেও যে কাঁদতে হয় এখানে।

তখনই সঈদা যেন নাটকের মতন মায়ের বুকে ঝাঁপ দেয়। ডুকরে ওঠে। পাগলের মতন মুখ ঘষড়াতে থাকে।

রৌশন মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে—ইস মুতাবিক রৌনা বাঈজি কা নসীব হ্যায় বচ্চী। সব ঠিক যো যায়েগা।

বলতে বলতে বুক থেকে সঈদার মাথা ঠেলে উঠিয়ে মুখখানা হাতে খামচে ধরে ভারি স্নেহময় চোখে দেখতে দেখতে সেই হাত আপন ঠোঁটে ঠেকিয়ে চুম্বনের শব্দ করে এবং সান্ত্বনা দেয়—চুপ যা পাগলী। চুপ যা। তুঝে লেকর লখনৌ চলী যাউঙ্গী। রো মৎ।

বলেই হাতের ভ্যানিটি খাটে ছুঁড়ে দিয়ে দ্রুত বাথরুমে ঢুকে যায়।

সঈদা তৎক্ষণাৎ খাটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে শব্দ করে কাঁদতে থাকে। মুখ ঘষড়াতে থাকে। লুকমান কিছুক্ষণ নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে। তার পর বাতিদানে চোখ যায়, পুড়ে গেছে। ওভাবে পুড়ে গেছে কেন?

ঘরে মদের বোতল। অমরের ফোলিও। বিছানা তোলপাড়। কী ঝড় হয়েছিল রাতে? সন্দেহ জাগে। ঘৃণা হয়। মায়া হয়। বড় মায়া হয়।

খাটের কাছে এগিয়ে আসে লুকমান। সঈদাকে ছুঁতে গিয়ে হাত কাঁপে। ঘৃণা হয়। হাত কাঁপে। মায়া হয়। হাত কাঁপে। বড়ই মায়ায় মমতায় শরীরে বিদ্যুৎ বইতে থাকে। বুকে স্নেহ উথলায়। বুকে তুলে নিয়ে সোহাগে সঈদাকে ভরিয়ে দিতে ইচ্ছে করে।

বলতে ইচ্ছে করে, যা ভাবছ তা নয় মেয়ে। আমার দেহে পাপ এসে বিছুটি মেরেছে, আমি স্খলিত হই নি, আমি মুতালী পুত্র, তবু তো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নবাব, আমায় মাপ করে দাও। আমার বিভ্রম থেকে ফেরাও প্রিয়তমা। আমি যে পারছি না। তলিয়ে যাচ্ছি সঈদা বাঈ।

গা-ছোঁয়া মাত্র অভিমানে সঈদা ফুঁসে ওঠে। আমায় ছুঁয়ো না। আমি মরে যাব। 'ওষ্ঠে অঙ্গুরি ছোঁয়াব, বিষ পান করে মরে যাব।'

তাবৎ রাত্ এ-দেহে গোলাপ ফুটেছে, কাঁটায় ছিঁড়েছে হৃদয়। আমি অপেক্ষা করেছি। তুমি এলে না। তুমি বড় পাপী গো। আমায় এভাবে ঠকালে কেন নবাবজাদা ?

কত রাতভর টাঙ্গায় ঘুরেছি পথে পথে। কেঁদেছি। তোমার কথা ভাবতে ভাবতে নিশ্বাস থেমে গেছে। হৃদয় স্তব্ধ হয়ে গেছে। তুমি কোথায় ছিলে ? কি করছিলে ? মা তোমায় কোথায় নিয়ে গিয়েছিল ? বল ? জবাব দাও ?

তোমায় আমি ক্ষমা করব না। যে হরিণী আপন মাংসে বৈরী নিজেরই। কেমন করে নিজেকে শহরের পথে পথে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ালো। রক্ষা করে ফিরল। দেখলে না। এর বুঝি দাম নেই ?

গা থেকে ঘৃণাভরে অভিমানে স্পর্শ প্রত্যাখ্যান করে সঈদা। দুই চোখে আগুনের ঝোরা কুলকুল করে।

সঈদা বলে, চলে যাও। লম্পট।

উর্দুতেই বলে। মুখ দিয়ে আশ্চর্য ঘৃণা উদ্গত হয়। এই বাক্য অকল্পিত। এ-কথা বলতে চায় নি সঈদা। তবু বলে ফেলেছে।

লুকমান আঘাত পায়। দুঃখ পায়। অপমান বোধ করে। মাথা নিচু করে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে।

তখনই সঈদা বোঝে বড় ভুল হয়ে গেল !

মনে মনে বলে—আমি তোমায় ক্ষমা করে দিতে চেয়েছিলাম লুকমানজী। তুমি আমায় অবিশ্বাস করে চলে গেলে। কী বোকা নবাব তুমি। কী নিষ্ঠুর !

ফেরুর টাঙ্গায় চড়ে সেই ভোরে লুকমান অমরের বাড়ি এল। ফেরুর প্রশ্ন ছিল, রাত্রে তারা কোথায় ছিল। কোন এক অচেনা পাপবোধ থেকে জবাব করেছিল লুকমান। কোথাও না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফেরু বলেছিল—গত রাতে সঈদা আপনার বাঁশিখানা পুড়িয়ে ফেলেছে। ঘরে গিয়ে দেখলাম, অমরদার ব্যাগ। অমরদা এসেছিল।

এই তথ্য শুনে সহসা সোজাসহজ নবাব মনে করল, সঈদার সব প্রেম তার উপর থেকে উঠে গেছে। কিন্তু ফেরুরও কোনো দোষ ছিল না। সে মনে করত, যাত্রায় বাঈজি হিন্দু মুসলমান সব জাতকেই খুশি করতে গিয়ে জ্বলে যেতে পারে। অমরটা পাজি। কিন্তু ভালো মানুষ। এজন্যই ভালো যে, বোকা নবাবকে এখনও সে তাড়িয়ে দিচ্ছে না।

লুকমানের তখন কিছুই সুস্থ বিচারের মন ছিল না। টাঙ্গা থেকে নেমে অমরের পায়ের উপর আছড়ে পড়ল। অমর ইজিচেয়ারে এলিয়ে সেই সময় কফি খাচ্ছিল। সে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

লুকমান অমরের কোলে মুখ গুঁজে কেঁদে ফেলল—আমায় তুই ফিরিয়ে দে অমর। সঈদাকে ফিরিয়ে দে। আমি পাগল হয়ে যাব। আমি বড় দুর্বল রে!

হঠাৎ এই ভেঙেপড়া নবাবের মুখপানে চেয়ে থেকে অমরের মাথায় অদ্ভুত বুদ্ধি খেলে গেল।

বলল—আমি কী করে ফেরাই লুকমান? যে নিজেই এসেছে, আমি বললেই কি সে ফিরবে? বাঈজিদের সব এইরকম। পারিস তো চোখ বুজে ভোগ করে যা।

লুকমান বলল—দোষ আমারই অমর। আমি ভালো নই। খুব খারাপ লোক। খুব খারাপ। শরীরে এত দোষ ছিল কখনও ভাবি নি। মুতালীদের জন্য আমার ভাবনা একটা মস্ত ফাঁকি। আমি সাধক নই, না সুরের, না জীবনের। চলি রে অমর, বড় বেলা হলো, ঘুম পাচ্ছে। আমার ঘুম পাচ্ছে খুব।

প্রাজ্ঞজনের কথা, কম বয়সের ভালোবাসায় যেন বা নৈসর্গিক অভিশাপ থাকে। সঈদার তখন যা বয়েস, তাতে বুকে প্রেমের তীব্র গতি, অভিমানে ছলছলানো আপনাতে আপনি দিশেহারা। বুক ভরে আছে, কিন্তু সেই ভালোবাসাকে নিয়ে কি করবে জানে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অভিমানই চিরকাল ভালোবাসার প্রতিদ্বন্দ্বী যেন, বুঝি বা শত্রুও সেই যে লুকমানকে সে ফিরিয়ে দিলে, অভিমানের চাপে কথা বলাও বন্ধ করে দিল। প্রতিজ্ঞা করল বলবেই। পারল না।

লুকমান চাইছিল সঈদার কাছে শক্ত আশ্রয়, চাইছিল সঈদা তাকে পাহারা দিয়ে নিজের ঘন মমতায় আটকে দিক। সেক্স দিয়ে বেঁধে ফেলে নিজের জন্য লুকমানকে পোষ মানিয়ে সমস্ত বিপদ থেকে বাঁচাক।

বড় বিপদ তখন। সব কথা শোনা উচিত সঈদার। সব বোঝা উচিত।

রৌশনের দেহ যেন এক অফুরান মরুপথ। ধূ ধূ করছে। সেখানে পথ হারিয়ে যাচ্ছে লুকমানের। এই বিপদে কি কথা বন্ধ করে দিতে হয়? তোমার অভিমানই এত বেশি অভিজাত হয়ে উঠল সঈদা?

আমায় দেখ আমি কেমন নষ্ট হয়ে যাচ্ছি। আমার দু চোখে আকুলতা, আমি ক্ষমা চেয়েছি।

সঈদা সব বুঝেছে। কিন্তু লুকমানকে রক্ষা করার স্পষ্ট প্রত্যক্ষ কোনো পরীক্ষা তৈরি করে সেই যুদ্ধ চালাতে পারে নি। সামান্য এক ফোঁটা বাস্তব বুদ্ধি থাকলেই হতো। এতটুকু কলা-কুশল, যা বয়েসী সব মহিলারই জানা। কিশোরী সঈদা সেই বুদ্ধি কোথায় পাবে? ভালোবাসার হাজার বিপদ। শুধুই বেঘোরে পড়ে হামেশা। তাকে পথ দেখিয়ে সন্তুষ্ট করে দরকার হলে দেহ ঘুষ দিয়ে সেই প্রেমকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হয়। সঈদা তা জানত না। লুকমান এক মরু কুহেলির ভোরে ক্রমশ হারিয়ে যেতে, ভ্রান্ত হয়ে যেতে থাকল।

এর পরের ঘটনা খুব দ্রুতই ঘটেছিল।

অমর মানুষের মনটা পড়তে পারত ভারি চমৎকার। এমন-কি সে নিজেকেও অনেকখানি চিনত। কখন কী চায় সে, অস্পষ্ট হলেও ধীরে ধীরে বুঝে ফেলত।

সে স্থির করেছিল, সঈদাকে পেতেই হবে। নইলে মন ভালো হবে না। প্রথমে ভয় ছিল, টানাহেঁচড়ায় বন্ধু না চটে যায়। ক্রমশ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বুঝে ফেলল, রৌশন এখনও অগ্নিময়ী যুবতী, তার রক্তের অস্থিরতা মরে নি। এদিকে এমন এক সিধে বন্ধু পাওয়া বেশ ভাগ্যের কথা।

নবাব হয়েও যে নিজেকে ছোটলোক মনে করে আর মেয়েকে ভালোবেসে মায়ের খোঁপায় ঝিঙে ফুল হয়ে যায়। ভারি মজাদার ছোকরা। রঙদার নবাব। বেহেড আর অবোধ।

ভয় ছিল, সঈদার দিকে হাত বাড়ালে দল ভেঙে যাবে। কিন্তু সেই সম্ভাবনা আর রইল না। এখন রৌশনই যুত করে সব চালিয়ে নেবে।

সেই ভোরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে রৌশন এদিকে মেয়ের গা শুঁকে দেখল, না সব ঠিক আছে, মেয়ে তার দলিত হয় নি। অত্যন্ত ঝক্কির ওপর রাতটা গেছে। সন্ধ্যার আগে চলে যাবার সময় পাহারার লোক রেখে গিয়েছিল সে।

ফেরুকে বলে গিয়েছিল—সঈদা একলা রইল, একটু নজর রেখো। সন্ধ্যার পর অমর আসবে। বুঝতেই পারছ!

এই বুঝতেই পারছ-র বহুবিধ মানে হয়। ফেরু নানা রকম ভেবেছিল। কৌতূহল হয়েছিল বেশ। রৌশনের বাড়ির থেকে কাছাকাছি পথে সে সতর্ক চৌকি বসিয়ে দিয়েছিল।

তার পর লক্ষ্য করেছিল, সঈদা শীতের অন্ধকারে কেমন হয়ে তার টাঙ্গার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

রৌশন ভেবেছিল, সঈদা তার ইজ্জত অমরকে দেবে না কিছুতেই। ফেরুর সাহায্য চাইবে। ফেরুরও সঈদার দিকে অস্পষ্ট টান আছে। বাধে বাধুক কুত্তার লড়াই। বুদ্ধিমতী সঈদার জন্য আপদ্‌কালে একজন টাঙ্গাঅলা নবাবই যথেষ্ট।

ফেরু টাকা বোঝে, ভয়ানক টাকাগন্ধী গাড়োয়ান। টাকার সম্পর্কই সম্পর্ক তার কাছে। অমর কিছু না।

ফলে ফেরুকে বুদ্ধি করে রৌশন নানান ছলে বুঝিয়েছে, ফেরু একজন দামি লোক। তার হেফাজতে মেয়েকে রেখে গিয়ে মনে কোনো অশান্তি হয় না। নানান ছলে এ কথা বলেছে অনেক দিন

www.BanglaBook.org

ফেরু বলেছে—ও কথা বলতে হবে না, আপনার মেয়ের জন্য আমি জান অব্দি দিতে পারি।

কিন্তু রৌশন ফেরুকে একটুও চিনত না।

রৌশনের মধ্যে সংস্কারের পীড়ন ছিল অদ্ভুত!

সে মনে করত, বাঈজির ভোগ নবাবে। পয়লা নবাবকে দিয়ে শুদ্ধি করিয়ে তার পর এই দেহ কুকুর বেড়ালকেও দেওয়া যায়। তাতে কোনো পাপ থাকে না। এই দেহী যৌনাচার-প্রণালী আরব বাহিত।

দেহ তো ভোগেরই জন্য পয়দা, এই নারীদেহ। কিন্তু তার পরিবেশনেই আছে তর তম-র মর্যাদা। সেখানেই নারীর ইজ্জত।

সে যাই-ই হোক, রৌশন কিন্তু ফেরুকে চিনতে পারে নি। হিসাবে সামান্য গলদ ছিল।

তার পর ঘটনা খুব দ্রুতগামী। অমর তৈরি হয়ে গেল। নিজের কামনাকে চিনে ফেলার পর একটা ঘটনা তৈরি করে ফেলল।

দেখল, লুকমানের জন্য মায়াবন্ধের কোনো মানে নেই। নিজগুণেই দোস্ত নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

রৌশন বাঈ তখন থেকে নতুন করে হঠাৎ নামাজ পড়া শুরু করেছিল। মাঝে মাঝেই বলত, সে মেয়েকে নিয়ে লখনৌ চলে যাবে। তাকে এক নিরাকার পাপবোধ গ্রাস করে ফেলেছিল।

ঘর ভেঙেছে রৌশন, সেই ঘর অন্যরূপে তাকে কেন হাতছানি দেয় জানত না। নামাজ সে পড়ছিল, কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিল না। সিজদাগাহর ওপর কপাল ঠেকিয়ে মনে হতো, কারবালার মাটিতে তৈরি এই সিজদাগাহ্ [এক ধরনের ছোট্ট মাটির বাটির মতন বস্তু, যার উপর কপাল ঠেকিয়ে শিয়ারা নামাজের সিজদা (প্রণাম) করে] খোদার প্রেমে বশ্যতা দেয় না।

এই রকম যখন অবস্থা তখন এল এক হিমেল স্তব্ধতার রাত্রি।

যাত্রা চলছে জিয়াগঞ্জের মাটিতেই, রাত্রি তখন মধ্যযাম অতিক্রম করে গেছে। সঈদা পালার শেষ নাচ নাচছিল। তারপরও এক ঘণ্টা যাত্রা চলবে।

www.BanglaBook.org

নাচতে নাচতে হঠাৎ তার কানে বাঁশির সুরটা বেসুরো ঠেকল। এ সময় যে কনসার্ট বাজবার কথা তা কিন্তু বাজছে না। চোখ মেলে বাঁশির লোকটির দিকে চেয়ে দেখে অবাক হয় সঈদা বাঈ।

বাঁশি বাজাচ্ছে শিবেন পাণ্ডা। লুকমান নেই।

কোনো রকমে নাচ শেষ করে গ্রীনরুমে ছুটে এল সে। দেখল সেখানেও লুকমান নেই। লুকমান তবে গেল কোথায়?

অমর পাল তার চোখের ভাষা পড়ে ফেলে বলল—কাকে খুঁজছ তুমি? লুকমান? তোমার মায়ের কাছে গেছে। তোমার মায়ের খুব জ্বর। ডেকে পাঠিয়েছিল। তুমিও ফেরুর টাঙ্গায় করে চলে যাও। মাকে বলবে, আমি ভোরে দেখা করব।

ফেরুকে ডেকে অমর কানে কানে বলল—দেখ্ ফেরু, তোর সময় আসছে। সাহস রাখ্। তোকে সব দেব। ওই সঈদাকে তোর হাতে তুলে দেব। ভয় নেই। আমি আছি।

ফেরুর টাঙ্গায় উঠে বসল সঈদা।

বাড়ি পৌঁছে দেখল, ঘরের ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। ভেতরে আলো জ্বলছে। জানালায় চোখ রেখে দেখল সঈদা, অবিশ্বাস্য নির্দয় নির্মম পৃথিবী, অথচ কী বিশ্বাসযোগ্য, ঘরে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

রমণ-প্রমত্ত পুরুষের শূকরালী আর রতিস্নিগ্ধ নাগিণীর মতন বিভীষিকা ঘূর্ণী হয়ে বিছানায় জড়িয়ে যাচ্ছে। লেলিহান লেহনের শব্দ। ঘর গুমোট। সঈদা আঁৎকে উঠে সরে এল।

ঘাড়ের কাছে ফেরুর অনুচ্চ খিকখিক হাসি। তখন দুই চোখ ভরে জল ছাপিয়ে এল, বাঁধ ভেঙে নিঃশব্দ অশ্রুর লবণাক্তধারা রুজ আফসান মুদ্রিত গালে, রাঙানো ঠোঁটে গড়িয়ে পড়ল।

আবার সঈদা টাঙ্গায় এসে উঠল।

ফেরুকে ভেজা কণ্ঠে বলল—মুঝে মোতিঝিল লে চলো।

ফেরু অবাক হয়ে শুধাল—মোতিঝিল, এই রাতে? ও তো গোরস্তান হ্যায় ভাই।

—হাঁ ফেরু, আজ এই রাতটা চাঁদের রোশনিতে ঘুমুতে পারলে

www.BanglaBook.org

চৈন আসবে। নিঁদ আসছে না। ইকটা নাশা এসে গেলো। লে চলো মুঝে।

টাঙ্গায় বসে সঈদা অশ্রুপাত করে চলল।

ফেরু কিছুই বুঝল না।

মোতিবাগের মোতিঝিল যখন পৌছল ওরা, তখন আকাশে শুকতারা জেগেছে, প্রকাশ্য ভোরের পূর্বক্ষণে, অন্ধকার তখনও নিবিড়।

সারা রাত একটি বলিষ্ঠ কালো ঘোড়া ভূতগ্রস্তের মতো পাকা সড়কে ছুটছিল। টপ টপাক টপ্ টপ্।

বাতাসে ছিটকির শাসানো শব্দ সঈদাকে শিউরে দিচ্ছিল। সমস্ত জীবনটাই তখন দুঃস্বপ্ন।

সেই থেকে শুরু। সেই রাত্রি থেকে।

একটি অবয়বহীন ক্রুদ্ধ অস্থিরতা, ত্রস্ত মারখাওয়া জেদী অর্থহীন অস্থিরতা, যা রক্তের কণায় কণায় ছুটোছুটি করে, যন্ত্রণাক্ত সেই এক অভিশাপ সেই রাত্রি থেকে সঈদাকে আত্মপীড়নে পিষে ফেলতে লাগল।

ফেরু খুবই বিস্ময়-চালিত হয়ে শুধিয়েছিল, এত রাতে মোতিঝিল কিঁউ?

—ঘুমনে কো জী চাহতা, স্রিফ ইক নাশা আ গয়া।

সঈদা বলেছিল।

এই নেশা, জীবনের ক্রুদ্ধ অভিযোগ, নিঃসহায় কান্না আর অস্থির দিশেহারা ভাবাবেগ সঈদার মতো বাঈজিদের চালিত করে, কোথাও তার জীবন-কেন্দ্র থাকে না।

সেই রাতে ফেরু সুযোগ হাতছাড়া করে নি।

সঈদা ভাবে নি, ফেরুকে কতখানি নির্ভর করা যায়। আদৌ যায় কিনা। নিজের সাহসেই নিজে যখন অবাক হয়ে যাচ্ছিল, তখনই ফেরু টাঙ্গা থামিয়ে দিল।

চারি দিকে অজস্র বাঈজির প্রেতাত্মা ঘুরছে। অন্ধকূপে বাঈজি নাচ করে চলেছে। ফেরুর এই ঘোড়া থামানোয় শঙ্কিত হয় সঈদা। ভয় পায়। হঠাৎ অত্যন্ত ভয় পায়। গা কাঁটা দেয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টাঙ্গা থেকে সহসা ফেরু সঈদাকে নিচে নামিয়ে ফেলে জোর করে। শিশিরভেজা ঘাসে ফেলে দেয়।

সঈদা অস্ফুট কাতরায়। চার পাশে অজস্র লাঞ্ছিতা বাঈজি খিলখিল হেসে ওঠে। হরিণী আর বাঘের যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

কালো ঘোড়া বীভৎস হ্রেষা টানতে থাকে। যেন বা পৃথিবী দীর্ণ হচ্ছে। ঘাড় নিচু করে ঘাস ছোঁয় ঘোড়া। ঘোড়া ভেজা ঘাসও খেয়ে ফেলতে চায়।

শুকতারার আলোয় ঘাসের শিশির যেন অশ্রুর মতো ঝলকাচ্ছে। বেশ কিছু আগে পশ্চিমে চাঁদ ডুবেছে, তারই আভা যেন শোকের মতো দিগন্তে লেগে আছে। ক্ষুধার্ত অশ্বের ক্ষুব্ধ হ্রেষা রাত্রিকে যখন ছিঁড়ছে, ফেরু বলে—হম ভী নবাব হ্যায় সঈদা বাঈ।

ফেরুই সঈদার প্রথম ও শেষ যৌন-সঙ্গী।

মাঝখানে অমর এক ভিন্ন পুরুষ, তার রক্তের তাপ আলাদা। সে এক ভিন্নধারা যৌন-বিজ্ঞানী, অন্য ফ্রয়েড।

রৌশন বাঈ, লোকে বলে, লখনৌ চলে গিয়েছে। চলে যাবার আগের দিন সিজদার মৃৎপিণ্ড মেয়ের হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল—নামাজটা অভ্যাস রাখিস সঈদা। সিজদা করিস পাক মিট্টিপর। অনেক কষ্ট ভুলতে পারবি।

সবই হয়তো ঠিক। কিন্তু মা, আমায় যে তুমি নিয়ে যেতে চেয়েছিলে, একলা ফেলে গেলে কেন?

রৌশন যখন তার মেয়েকে সিদ্দাগার মাটি মুঠিতে ধরিয়ে দিচ্ছে তখন, সেই মুহূর্তে, লুকমান বরফখানার সারদা প্রসাদজীর কোলে মুখ গুঁজে অবোধ বালকের মতন চোখের জল ফেলছে।

চলে যাচ্ছে লুকমান। পালিয়ে যাচ্ছে। সকাল থেকে, খুব ভোর ভোর উঠে ঘর ছেড়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছে, বলেছে, বিদায় মোতিবাগ। আমি চলে যাচ্ছি।

মনে মনে এই কথা বলতে বলতে সে মুতালী বস্তির তাবৎ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তল্লাট ঘুরে বেড়িয়েছে। অনেকের সঙ্গে দেখা হয়েছে। ভালো করে কথা বলতে পারে নি।

ছাত্রদের করুণার্ত মুখ দেখে চুপ করে থেকেছে। বলতে পারে নি, আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি ভাই। আমি তোমাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি। আমায় তোমরা অভিশাপ দিও, যেন কখনও জীবনে সুখি না হই।

আমার কবরে যেন একটা বিষাক্ত ফুল ফোটে। কেউ যাতে কখনও বাতি না দেয়, আমায় এই পৃথিবী যেন পরিত্যাগ করে গভীর অরণ্যে, কাঁটাঝোঁপে।

আমার জীবনে মরুভূমি আছে, মরুতীর্থ কোথায় জানি না। কারও কাছে নতজানু হয়ে ক্ষমা চাওয়ার যোগ্যতাও আমার নেই। আমি এক ভ্রষ্ট বীজ।

রৌশন এক মূর্খ নখরা পাখি, ঠোঁটে করে তুলে নিয়ে পালাচ্ছে। কিন্তু জানে না, এই দষ্ট বীজ কোনো কাজে লাগে না।

সাদা চুল দাড়ি, দুধ-সাদা সৌম্য তপস্বী প্রসাদজী পাগল ছেলে লুকমানের পিঠে হাত বুলিয়ে যাচ্ছিলেন। বুঝতে পারছিলেন, মুতালীদের স্বপ্ন তছনছ হয়ে গিয়েছে, এই বেদনার কী যে উপশম, বোকা নবাব জানে না।

তার স্বপ্ন যে কেন এত বেদনা-নিষিক্ত, তার কারণ বুঝে ওঠার সময় পেল না পঁচিশী যুবক লুকমান। তার স্বপ্ন এক আউলা-বাউলা হাওয়ার উড়ন্ত অনুকণা মাত্র। কোথায় ভেসে যাচ্ছে জানে না। অবধিহীন সেই ভেসে বেড়ানো।

একটি রক্তাক্ত ক্রোধী অগ্নিবলয়ে ইতিহাসের এক অসম্পূর্ণতা, স্বপ্নের ভাঙা নিরাশা উড়তে থাকল, তার কোনো আশ্রয় ছিল না। কারণ সে ছিল মুতালী-নবাব। প্রসাদজী লুকমানের পিঠে হাত বুলিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখন, সেই মুহূর্তে, জিয়াগঞ্জের বাড়িতে রৌশন তার মেয়ের হাতে সিদ্দাগা তুলে দিচ্ছিল।

অমরই বাঈজির জীবন-ধর্ম ভালো বুঝেছিল। বুঝেছিল, কী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করে বাঈজির সব সংস্কার গুঁড়িয়ে দিয়ে তাকে আসল বাঈজি করে তুলতে হয়।

সঈদার সংস্কার গুঁড়িয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সে সংস্কার-মুক্ত হয় নি। সংস্কারও বিকৃত হয়। হয় মুক্তি, নয় বিকৃতি।

এবার সেই গল্প।

প্রতিটি যৌন-প্রহারের যাতনার মুহূর্তে মোতিঝিলের সেই ভূত-গ্রস্ত রাত্রিতে সঈদাকে যে উপলব্ধি সর্বাঙ্গে চারিয়ে যাচ্ছিল তা সে কখনও কারুকে বুঝিয়ে বলতে পারে না।

স্পষ্ট-চেতন সে ছিল না, কিন্তু একেবারে মূর্ছিত সংজ্ঞাহীনও নয়, বার বার লুকমানের নরম কাতর মুখের ছবি তার চোখের জলে তরঙ্গায়িত কম্পনে ধুয়ে যাচ্ছিল।

সে মনে মনে ভাববার চেষ্টা করছিল, জন্মাবধি মা তার এই দেহকে যে নবাবী নৈবেদ্যর ধন বলে এক পরম শুদ্ধ সংস্কারে লালন করেছে, তাই-ই আর-এক মুতালী লুচ্চা নবাবের যৌন-পীড়নে গ্রাসিত হচ্ছে।

আর তা হতে হতে তাকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল, মানুষ নানাজাতের, কিন্তু ভালোবাসার নবাব একজন, মনে হচ্ছিল, অমরের প্রহারও কি এমনই হতো? তারও সম্ভোগের প্রকৃতি কি এক?

এই শরীর দিয়ে বুঝতে হবে, সত্যিই এই দেহ এঁটো হয় কিনা! শরীরের ওপর সব মায়া ক্রমশ চলে যাচ্ছে, শরীর যে পবিত্র ধন, তা আর মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে শরীর শুধুই পাঁক, এ দেহ বড়ই অশ্লীল।

দেহের সর্বত্র মন বিরাজ করে, যৌন-প্রহারও তাকেই ভোগ করতে হয়। দূষিত গ্লানিকর এক তীব্র সুখের নাম যৌন-আনন্দ।

ফেরু নবাব সেই আনন্দের স্রষ্টা।

এই দেহে আসলে কোনো শিল্প নেই। লুকমানজী প্রথম চুম্বনের মধ্য দিয়ে এই শরীরকে যে সুরে ভরিয়ে দিয়েছিল, এই পীড়িত যৌন-সুখের মধ্যে সেই উতল বিস্ময় কোথায়, সেই পুলকের অনির্বচনীয়তা কোথায় চলে গেল?

www.BanglaBook.org

দেহে আছে আশ্চর্য মদ। গোলাপ নেই। আছে এক নেশাগ্রস্ত পাগলামী, আছে এক লোমশ কুক্কুরী। নগ্ন উদ্দাম ভয়ংকর আগুন, সেই বিষেল আগুনে রী রী করছে মানুষের যৌন-বিষাদ।

সেই বিষাদে পূর্ণ করে দিয়ে ফেরু লাঞ্ছতার বুক থেকে নেমে টলতে টলতে ঘোড়া খুঁজতে শুরু করে।

সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে সঈদার চোখের উপর যৌনতা এক ভয়ংকর অশ্বের দেহে তীব্র হ্রেষার বিদ্যুৎ হানতে থাকে। মনে হয় মানুষের এইসব কামনা অশ্বের মতো কালো অবাধ্য আর ইতর।

ফেরু সঈদাকে অমরের কাছে নিয়ে এল। কারণ কথা সেই রকমই ছিল।

সঈদা নিজেই বুঝে নিয়েছিল, এবার তাকে কোথায় যেতে হবে, কি করতে হবে।

লুকমান চলে গিয়েছে। নতুন গান কে লিখবে?

অমর অনুভব করছিল, লুকমান তার যাত্রাদলে কতখানি ছিল। এ কথা সব চেয়ে মনে পড়ত সঈদার সঙ্গে দেহ-যোগ করার সময়। অমরের কামার্ত স্পর্শে ঘনিষ্ঠ হওয়ার মুহূর্তে সঈদার শরীরে একটা বেসুরো কড়া তেজি বেহালা ছড় ঘসে যেত।

অমর বলত—লুকমানটা যে কী ফার্স্টকেলাস বদ ছিল মাইরি মনে পড়লেই রাগ হয়, আমার পাঁজরের সেক্স-বোন (Sex-bone), যেটা দিয়ে মেয়েরা তৈরি, সেটা ভেঙে দিয়ে গেছে, আমি কখনও বিয়ে করতে পারব না।

অমর চোখে জল ঘনিয়ে তুলত। লুকমানকে না ভাবলে চলে না। ভাবলেও অপরাধ।

কামনার মুহূর্তেও মানুষ কি জটিল।

এদিকে কথা শুনতে শুনতে সঈদা ভয়ানক বিরক্তি প্রকাশ করে। আহ্ চুপ করো। সব সময় বকবক। ভাল্লাগে না। নাও। যা করবে শিগগির শেষ করো। আমার শীত করছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অত্যন্ত গরমের দিনেও সঈদার শীত করত। শরীর ঠাণ্ডা আর অসাড় হয়ে যেত। সঈদাকে এইভাবে ধর্ষণ করত অমর।

সঈদা বুঝে নিয়েছিল, দেহে বিকার এসে গিয়েছে। সেই বিকারের মধ্যে নবাবী সতীত্ব, আলি মওলা কিছু নয়। বাঈজির জীবন-ধর্ম খোদার ধর্মকেও মার দেয় তীব্র। কিন্তু শেষে এক আলি মওলা হোসেনঅলা নর্তকী একদিন খুব ভোরে উঠে হঠাৎ মোতিবাগের মেলার দিকে পথ হাঁটতে লাগল।

অমর তখনও বিছানায় নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে। তার আগে সঈদার আর এক সংকট চলে গিয়েছে দেহের উপর দিয়ে। সে গর্ভবতী হয়েছিল।

যাত্রা দলের তখন বড় দুঃসময়, দল ভেঙে যাচ্ছিল। ঠিকমতো টাকা পয়সা দিতে পারছিল না অমর। অন্য দলে চলে যাচ্ছিল অনেকে। সেই সংকট-মুহূর্তে সঈদা কেন গর্ভবতী হবে? নাচবে কে? কী করে দলখানা চলবে? সব শালা নেমকহারাম। টাকার দাস। স্বার্থপর।

বাপের সাধের যাত্রাপার্টি উঠে যাবে, অমর ভাবতে পারে না। বহু সাধ, বহু স্বপ্ন, তপস্যার সৃষ্টি এই দল। অতএব অমর সঈদাকে ডাক্তার দেখিয়ে পেটের পাপ নিষ্কাশন করল।

সেই সময় বাঈজি জানত না, ডাক্তারের কোন-এক ত্রুটির কারণে ৪।৫ মাসের ভ্রূণ চিরতরে মাতৃত্বের ক্ষমতা নষ্ট করে দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

এই ঘটনার পর অমর সঈদার কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। ভয় পেয়ে গেল সঈদা। অমর তাকে বাচ্চা দেবে না। দিলেও সেই বাচ্চার পরিচয় কী হবে? বাচ্চার ভাবনা সঈদাকে এতই বিহ্বল করে তুলল যে, জীবনের সব সাধ আগেই তিক্ত হয়েছিল, এখন হয়ে উঠল গরল।

জীবনের অন্য এক সার্থকতা সে চাইল। সংস্কারের বিকার ঘটেছে, কিন্তু মুক্তি আসে নি। সেই সংস্কার-বিকৃত-বোধ তাকে অন্যভাবে মাতৃত্বের তোষণ করে চলল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নবাব সে পায় নি। নবাব সে জন্ম দেবে। রক্তে সাধে স্বপ্নে লালন ও পালন করবে। বাঈজি-জীবনের ইতি হলেও, নবাব যেন বাঁচে।

লুকমানের মতন কোনো-একটা পাগল নবাব তাকে কেইবা দিতে পারে? অমর পারে না। পারে ফেরু। মুতালী নবাব, তবু নবাব কিনা। লুচ্চা, লম্পট, তবু নবাব তো! তা ছাড়া, ফেরুই তাকে প্রথম যৌন-আস্বাদনের তীব্র দহন শিখিয়েছে।

সঈদা মেলায় পৌঁছল।

ভাবল, তার যদি মেয়ে হয়, তাকে সে বাংলা ইংরেজি শেখাবে, যাতে করে কোনো জোচ্চর রাক্ষস, কোনো যাত্রার পাতক তাকে যেন একটা ভয়ংকর চিঠি পড়ে না শোনায়, নিজেই যাতে পড়তে পারে। আর ভালো নাচের স্কুলে ভর্তি হবে মেয়ে।

লুকমান যদি কোথাও বেঁচে থাকে, প্রসিদ্ধ নর্তকী সঈদার কন্যার সুনাম যেন তার কানে পৌঁছয়। লুকমান যেন আফসোস করার সময় পায়। সেই মেয়ে বিয়ে করবে সত্যিকার নবাবকে। সেই মেয়ে হবে বেগম। মুতা নয়। বাঈজী নয়। বেগম। তার জন্য ফেরুর সে, সঈদা মুতা হতেও রাজী।

মেলায় এসে সে ফেরুকে খুঁজতে লাগল। এক সময় চোখে পড়ল কালো ঘোড়া পা ঝামড়াচ্ছে, লেজ খেলাচ্ছে আনন্দে। ফেরু সেদিন সঈদার হাতে রেশমী চুড়ির ঝিলিমিলি উপহার দেয়। টাঙ্গায় তুলে নেয়। টাঙ্গায় বসে ফেরুর মুখখানি বার বার দেখতে দেখতে সঈদার মনে হলো, একজন ইতর মানুষও সুন্দর হয়।

ঘুম ভাঙলে অমর দেখল, সঈদা নেই। লুকমান নেই। সবাই চলে গেছে। সব চলে গেছে। কিছু নেই। সে নিজেকেই নিজে ফতুর করে ছেড়েছে।

ভাবতে ভাবতে হাসতে হাসতে দেখল, দেহ থেকে পাকা লাল বৃশ্চিক কালো হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। অমর নিজে পাগল হয়ে যাচ্ছে। নিজের সম্পর্কে এত স্পষ্ট হয়েও সে নিজেকে চিনতে পারে নি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাতের মুঠোয় সিদ্দাগার মাটি ধরে আছে সঈদা। এই ঘরখানি এতক্ষণ 'বাণীচিত্র' সিনেমার মতন কথা বলছিল। গান গাইছিল। আর্তনাদ ও ফিসফিস করছিল। তেমনই হয়েছিল চলন্ত।

লুকমানের ছায়া এসেছিল সঈদার কাছে। পিংকুর আদলখানি লুকমানের সঙ্গে অনেকখানি মেলে। সেই মিঠেলি মেয়েলি ছাঁদ, বেশ নম্র নরম কথা বলা। চাউনি। ভাবতে গিয়ে চমকে ওঠে সঈদা।

হায়! এ যে পাপ। মস্ত পাপ। ছিঃ!

সিজদাগাহের মাটি হাতের মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরে আর চুমু খায়।

মনে মনে বলে—আলী মওলা, মুঝে রাস্তা দিখাও। পিংকু নবাব আজ আসবে তো? এলে পর, আমি তাকে একটা তাজ্জুব বাত শুনাব। বলব, আমি বাঈজি নই। আমি মুতা। আর বাঈজিও যে মা হতে পারে না, সুশীলা বাঈকে দেখলেই হয়, একটা ঘটনা আমি বলব পিংকু নবাবকে।

আর বলব, অনেক ভেবে দেখলাম হিন্দু-ফিন্দু, এসব কোনো ব্যাপার নয় ভাই। আসল কথা, মানুষটা দেখতে, চাখতে, ভালোবাসতে, কথা বলতে, নবাব কিনা। পিংকু হলেও নবাব, লুকমান হলেও নবাব।

এই দেহ দিয়ে বুঝেছি, ভালোবাসার স্বাদ কোনো ধর্ম মানে না। ধর্ম দিয়ে, নবাবী দিয়ে, সেই স্বাদ গড়া যায় না। সেটা গড়ে প্রেমী যে, যে-কিনা আস্ত সিধা ইনসান।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাশদিয়াড়ায় পৌঁছনোর পাকা সড়কের দু পাশে ভরাট জঙ্গল। দুপুরে পথ বেশ নির্জন হয়। টাঙ্গা, বাস, লরি বা পথচারীর সংখ্যা কমে আসে।

সেই সময় একলা পথ চলতে যে কোনো পথচারীরই গা ছমছম করে। পিংকুরও করছিল। সাপ-খোপের ভয় নয়। অরণ্যের নিজস্ব ভয়াবহতা আছে।

হঠাৎ পিংকুর কানে জঙ্গল থেকে একটা অদ্ভুত করুণ সুর এসে লাগে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সে। ধীরে ধীরে সেই গুনগুনানির ভাষা বোঝা যায়। কণ্ঠ মেয়েলি। সামান্য নাকী সুর বাজছে। কান্নার মতো ঃ

কে কে যাবি আয় লো
যমুনাতে যাই লো
যমুনার জল বড় ঠাণ্ডা।

সুরের সঙ্গে জঙ্গলের মাঝে কী যেন সড়সড় করছে। সেই সুর লক্ষ্য করে ঘাড় উঁচিয়ে পিংকু কিছুটা জঙ্গলে সেঁধিয়ে আসে। ভেতরে ঢুকে অবাক হয়।

সেই মেয়েটা, কাঠ-কুড়ানী রাহেদা। কম ফর্সা মতালী মেয়ে। হাতে আঁকশি। গাছ থেকে শুকনো হালকা ডাল ভাঙছে। জড়ো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করছে। পাশে একটা বস্তা আর খুরপি। গায়ে ছেঁড়া জামা। পরনের শাড়ি খাটো এবং ময়লা। হাত-পায়ে ডালপালার আঁচড়ে খড়ির ধূসরতা। চমৎকার করুণ জীবন। ভাবলে চোখে জল ভরে যায়। পিংকুকে দেখে রাহেদা প্রথমে আঁচকায়। পরে হেসে ফেলে।

স্পষ্ট বাংলায় বলে—আমাকে দেখছ! আমি লকড়ি কুড়োচ্ছি। বস্তায় ঘাস আছে।

—ঘাস? ঘাস কী করবে?

—বেচব।

—ও।

পিংকু বুঝতে পারে খুরপি দিয়ে ঘাস, চাপা ঘাস কেটেছে রাহেদা ঘোড়ার খাবার। লকড়ি আর ঘাস বেচে জীবন চালাচ্ছে, বেলাত মির্জা ওর বাপ। নিজেকে যে একজন পাগল মুসাফির ও ফকির মনে করে।

পথে পথে গজল, নাতে রছুল, খোদাকে হম্‌দ্‌ গেয়ে বেড়ায়। কোনো কাজ করে না।

পিংকু জঙ্গল ছেড়ে পথে নামে। কাশদিয়াড়ায় ঢুকে পড়ে।

সঙ্গদা কাঁসার, ফুলী কাঁসার বাটিটা, জামবাটি খুঁজে পাচ্ছে না। চুরি গেল নাকি? কে জানে বাবা চোরও হয়েছে খুব! দুখ্‌ধান্দা ভালো কথা। কিন্তু তাই বলে চুরি? সব ছুঁচকির দল। কে বলবে, নবাবরাও চোর হয়।

সঙ্গদা ঝাড়ুনি দিয়ে ঘর উঠোন দাওয়া সব সাফ করছিল। পিংকু আসবে।

পিংকু যত সঙ্গদার বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছে, ততই তার কানে এক তীব্র মেয়েলি তীক্ষ্ণ আওয়াজ গলানো সীসার মতো ঢুকছে! গলা ফাটিয়ে উর্দুতে শাপান্ত করছে সালেহা।

পাড়ার একটু ভেতরে সালেহা থাকে আলাদা বাড়িতে। সেখানে

www.BanglaBook.org

তীক্ষ্ণ গলা বেজে চলেছে, অবিরাম। কেন এত ক্রোধ, কিসের এত জ্বালা, এত শাপশাপান্ত কিসের পিংকু বুঝতে পারে না। তবে অস্পষ্ট অনুভব হয়, বাচ্চার জলে ডুবে যাওয়া ঘটনার সমাপ্তি ঘটে নি। মানুষ কী ছোট হয়, কল্পনা করা যায় না।

এই পরিবেশে একজন বাঈজি থাকে কী করে, কেন থাকে? সে তো জীবনের এক অন্য উৎসব দেখেছে, জীবনটা যে অনেক বড় আর বিচিত্র।

আজ সেই বাঈজির সমীপে কালেকশন চাইতে হবে। নেতা বলেছেন অন্তত দু টাকা। সঈদার চোখের জলকে বিশ্বাস ও নির্ভর করতে হবে। কিন্তু চাঁদার প্রসঙ্গ কী ভাবে উচ্চারণ করা যায়?

আজ দুপুরবেলা পিংকু এসে সঈদার বাড়ির বাইরে নিমগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। বাড়ি বড়ই নিস্তব্ধ দেখাচ্ছিল। রোজকার মতো মেয়েদের আসর বসে নি এখানে। দরজা বন্ধ ছিল।

এ-গাঁয়ের দ্বিপ্রহর বিলাসিনী মেয়েদের উপর সঈদার কী একটা মজলিসী আধিপত্য বিস্তারিত হয়ে রয়েছে। পিংকু এটা অনুধাবন করতে পারে। সঈদা বহুদর্শিনী অভিজ্ঞ মেয়ে, এক কালের প্রসিদ্ধ নর্তকী। সেই কারণে তার কাছে মেয়েরা জুটেপুটে অলস কর্মহীন দুপুরে খোশগল্পের ভাঁড়ার খুলে বসে।

জীবনের নানাখানা কটুকষাটে মিঠে অম্ল অভিজ্ঞতার কথকতা করে সঈদা। সঈদা যে ভালো মেয়ে তা এখানকার সবাই স্বীকার করে নিয়েছে। তাই সঈদার জীবন ও মানুষ সম্পর্কে সিদ্ধান্তগুলি সবার কাছেই মূল্যবান।

যেমন সঈদা যদি পিংকুকে ভালো মনে করে, শরীফ মনে করে, সুন্দর আর সৎ মনে করে, সবাই তা হলে পিংকুকে সৎ সুন্দর ভালো-মানুষ, শরীফ আদমী মনে করবে। যদি সঈদা পিংকুকে দূর-ছাই করে, সকলে তখন দূর-ছাই করবে।

এই তথ্য প্রথম আলাপের দিনই, চোখের আলাপ নয়, কথার আলাপ, পিংকু খানিকটা আন্দাজ করে নিতে পেরেছিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যদিও তার সন্দেহও ছিল বিস্তর। কোনো এক জনগোষ্ঠীর উপর কোনো একজন ব্যক্তির ব্যক্তি-প্রভাব নানা কারণেই থাকতে পারে। কোনো সময় পার্টিকে সেই প্রভাব থেকে সেই জনগোষ্ঠীকে মুক্ত করতে হয়, কখনও বা সেই প্রভাব কাজে লাগাতে হয়।

ফলে নির্ণয় করতে হয়, প্রভাবের প্রকৃতি কী রূপ, সেই প্রভাবের উৎস কী? টাকা পয়সা? বাহুবল? নাকি সুন্দর কোনো মন?

সঈদার মন বাঈজি-মন, উচ্ছ্বসিত স্বভাবের মেয়ে সাধারণত খারাপ হয় না। খুব সহানুভূতি দরদে মনটা সব সময় টসটস করে। এরকম মানুষ পৃথিবীতে বেশি নেই ঠিক, কিন্তু পৃথিবী এখনও একেবারে খালি হয়ে যায় নি।

সঈদার অনেক দুঃখতাপ সইতে হয়েছে, ঠোক্কর খেয়েছে পায়ে পায়ে। তবু মনের কোমল ভাগ শুকিয়ে শক্ত হয়ে নির্দয় হতে পারে নি। বরং মনটা আরও স্নেহ মমতা ভালোবাসায় রস-মুখকে প্লাবিত ক্ষরিত করে ভিজে গেছে।

মন যত কাঙাল হয়ে পৃথিবীর কাছে চেয়ে চেয়ে শূন্য হয়ে গেছে, ততই আপনার অন্তঃস্থল থেকে টেনে টেনে তুলেছে অদ্ভুত নম্র ভালোবাসা। তাই সঈদা সবার চেয়ে আলাদা। অনন্যা। এবং তার প্রভুত্ব করার ক্ষমতাও প্রচুর।

এই হিসাব সাহিত্যের হিসাব, নেতার বিচার এইখানে। কারণ, 'রাজনীতি এক উচ্চ হৃদয়বৃত্তি। বিপ্লবী রাজনীতি আরও উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি।'

পিংকু এক দণ্ড ভেবে নেয় আনমনে।

আজ কিন্তু মেয়েগুলি নেই। অগত্যা পিংকুকে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে হলো।

উঠোনখানা টলটল করছে। সঈদার চোখ মুখে কেমন অসুস্থতার ছাপ। সঈদা পিংকুকে দেখে ঈষৎ হেসে বাড়ির ভেতরের দাওয়ায় চটি মতন একখানা মাদুর পেতে দিল।

বাড়িতে ঢোকার পর সালেহার গলাবাজি অনেক কম মনে হচ্ছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সালেহা উঁচু টিবিতে চড়ে নিজেকে আছড়ে আছড়ে ভাঙছিল। পিংকুকে দেখে তার গলা আরও চড়ে গিয়েছিল।

বাড়িতে ঢুকে পড়ায় সালেহা গলা কমিয়ে দিয়েছে। তা ছাড়া বাড়ির আড়াল-আবডাল গলার শব্দ-প্রবাহ বাধা দিচ্ছে। তাই বেশি স্তিমিত শোনাচ্ছে এখন।

যাই হোক। সঈদাকে এত অসুস্থ দেখাচ্ছে কেন? নিশ্চয় কোনো অঘটন ঘটেছে।

ঘরটির দুটি দরজা। একটি দরজা দিয়ে বাইরের দাওয়ায় যেতে পারে। অন্যটি বাড়ির ভেতর দিকে, কম পরিসরের অল্প চওড়ার দাওয়ার উপর খাড়া।

বাইরে দাওয়াটি চওড়া এত বেশি যে সেটা একটা বৈঠক মনে হয়। ছোট উঠোন। পাকাটির বেড়া দিয়ে ঘেরা। একটি মাটির গর্ত-করা উনুন আছে।

কাঠ মিলের চোলা দিয়ে বা রাহেদার কাছে কেনা বা রাহেদার মতো যারা কাঠ কুড়োয়, তাদের কাছে কেনা লকড়ি দিয়ে ভাত রান্না হয়।

বেড়ার ধারে ধারে পয়সার মতো গোল ছক-কাটা ফুল, এখানকার ভাষায় পৈসা (পয়সা) ফুল, আর আছে দো মুটঠি ফুল। দোপাটি ফুল ভালো ভাষায়। এত অপ্রসিদ্ধ ফুল ছাড়া সঈদা বাঈয়ের আর কী প্রতীক পাওয়া যায়! একটি গোলাপও নেই।

কিছুক্ষণ আগে সঈদা ঘরের মধ্যে সিজদাগাহ-র মাটিতে কপাল রেখে নিঃসাড় পড়ে ছিল। তখন বার বার তার মনে হচ্ছিল, লুকমানের আদল পিংকুর সঙ্গে বেশ খানিক মিলে যায়।

তার পর সে মনে মনে বলেছিল—ছিঃ!

এবং বলেছিল, নবাব তাকে শাদী করলে, সদ্‌কা নিলে পিংকুর পানা তার একটা বাচ্চা হতে পারত।

এ এক মনের অতি নিভৃত মিশ্র বোধ। সন্তান ও প্রেমী একই রূপে কি মূর্তি ধরে? মনের এক বিচিত্র আকুলতা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তার পর মনে হলো, একটি মানুষই কখনও কি একাধারে সব স্বাদ দিতে পারে না? যদি তা একটি স্বপ্নে তৈরি হয়? খুয়াব হয়?

আর তখন, মন যা ভাবে, তাই হয়। তাতে যদি পাপ থাকে, সেই পাপ তবে কে তৈরি করে? এই মন কে বানায়? হায় আলী মওলা! কে বানায় বলে দাও।

একটি মানুষকে নিয়ে যত ভাববে ততই সে আপন হবে মনেরই অজান্তে। আর এই যে ভেবে যাওয়া এ তো স্বপ্নের চেয়েও স্বাধীন। এখানে মানুষ কত আপন।

পিংকু জানেই না, সঈদার সে কত আপন হয়ে গিয়েছে। তাই পিংকুকে দেখেই সঈদার হু হু করে কান্না পেয়ে গেল। কান্না সে চেপে রাখতে পারছে না।

সঈদার চোখের দিকে চেয়ে পিংকু শুধায়—তোমার কী হয়েছে দিদি?

সঈদার গলা সহসা কথা বলার চেষ্টায় থরথর করে কেঁপে উঠল। দম নিল সে।

খুব কষ্টে সব কিছু দমন করে বলল—কুছ নহী।

—না। তুমি গোপন করছ। অবশ্য তুমি যদি নাই-ই বলো, আমার তো জোর নেই দিদি। আর তোমাদের কষ্টের ইমিডিয়েট, ঠিক এখুনি কোনো প্রতিকারও আমার জানা নেই। ক্ষমতাও নেই।

কথা শুনে সঈদা সামান্য হেসে বলল—তুমহার বাত হামী সমঝ গেলাম না। হামাকে ফেরু নবাব মেরেছে, ইখানে বাঈজি মারিনা, খুন বহানা নবাব কা আপনা হাদীস হ্যায়, দেখো জানবার কো ভী আদমী ইস তরহা মারে না। দেখো, ক্যা ম্যায় ইনসান নহী হুঁ?

বলেই সঈদা কব্জির নীচে ছড়ে যাওয়া অংশটুকু দেখাল।

পিংকু বুঝল, আরও গোপন স্থানে ক্ষতচিহ্ন রয়েছে বা পিংকু হয়তো জানেই না, অনেক পুরুষ বউয়ের গোপন প্রত্যঙ্গে বিড়ির ছ্যাঁকা দিয়ে কাঁদিয়ে আনন্দ পায়।

www.BanglaBook.org

মানুষ যে কী বিচিত্র পশু কাশদিয়াড়ায় না এলে বোঝা যেত না।

সঈদার গা ছিটকির দাগে ভরা। গালের পাশে চুলে ঢাকা অংশে ছিটকির দাগ সঈদা চুল দিয়ে লুকিয়ে রেখেছে। কারণ সঈদা বাঈ এখনও তার দেহের সৌন্দর্যকে ভালোবাসে।

পিংকু শুধাল—সালেহা ওই রকম চেঁচাচ্ছে কেন?

সঈদা বলল—বচ্চে কী বিমারি আ গঈ, ইসলিয়ে। ম্যায়নে ছুঁলিয়া ইসলিয়ে। ফেরু হমে ইসলিয়ে মারা কি ম্যায় পাপী হুঁ। বাঁজা হুঁ। ইনসান নহী হুঁ। বাঈজি নহী হুঁ। ম্যায় মুতা হুঁ। স্রিফ বেশ্যা হুঁ।

অমর পালকে বচ্চা মেরে পেটমে থা। মেরি পাকীজা খতম হো গয়ী। ম্যায়নে ছুঁলিয়া, ইসলিয়ে বচ্চে কো বুখার আ গয়া। লেকেন হামেশা ওহ্ বচ্চে বুখার মে হী রহতা। ইক বেশ্যা উসে ছুঁলী তো উস বেশ্যা কা কসুর ক্যা হ্যায়?

ম্যায়নে বতায়া, বচ্চা আপসে হী আপ মর জায়েগা। তব্ ফেরু মীর্জা পাগল হো গয়া, মেরি বাত উসে পসন্দ্ নহী হুয়ী। ওহ্ ছিপকি লেকর···

হঠাৎ এক ভয়ার্ত মেয়েলি চিৎকার ওঠে। মুহূর্ত শব্দময়। তার পরই সব নিস্তব্ধ। কী হলো কোথায়? দ্রুত পায়ে সঈদা আর পিংকু বাইরে বেরিয়ে আসে।

সঈদার চোখ সহসা জঙ্গলের দিকে ধাবিত হয়।

সঈদা আর্তনাদ করে ওঠে—মর গয়ী। রাহেদা মর গয়ী পিংকুভাই। হায় হায় ইয়ে ক্যা হুয়া, বেলাত কী জিন্দেগি খতম হো গয়ী।

পিংকু চোখের পলকে জঙ্গলের ভিতর ছুটে আসে। রাহেদা রক্তাক্ত, মুখে গলগল করে রক্ত উঠছে, অল্প অল্প ছটফটাচ্ছে। যেখানে পড়ে আছে, সেখানকার ঝোপ ওর কাঁপুনিতে মৃদু মৃদু দুলছে।

পিংকু বেশ তৎপরতার সঙ্গে রাহেদাকে বুকে তুলে নেয়। জঙ্গল থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। রাস্তায় এসে দাঁড়ায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাহেদার দেহ ক্রমে নিস্তেজ হয়ে আসছে। দুই চোখ মেলে চেয়ে থাকতে পারছে না। সঈদা দৌড়ে ছুটে এলেও একটু দেরিতে এসে পৌঁচেছে। আর তখনই ফেরুর টাঙ্গা ভাড়া থেকে ফিরছিল।

রাহেদার এই অবস্থা দেখে টাঙ্গা থামিয়ে দিল। পিংকু টাঙ্গায় উঠে বসল। তাড়াহুড়োয় উঠতে গিয়ে কাঁধের ঝুলন্ত ব্যাগে অসুবিধা করছিল। সঈদাকে ব্যাগটা হাতে ধরতে দিল পিংকু। সঈদাও টাঙ্গায় উঠবার জন্য পা বাড়িয়েছিল।

ফেরু ধমক দিয়ে উঠল—তুই কুথা উঠছিস সঈদা? ঘর যা।

বলেই ফেরু টাঙ্গা চালিয়ে দিল।

হাসপাতালে এসে পৌঁছতেই ডাক্তার নার্স তটস্থ তৎপরতায় রাহেদাকে বেডের ব্যবস্থা করে দিয়ে অ্যাডমিশন খাতায় নাম লিখে চিকিৎসা শুরু করলেন।

পিংকু শুধাল—বাঁচবে তো ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার চোখ তুলে পিংকুকে দেখলেন।

তারপর খুব নরম করে বললেন—সেই চেষ্টাই তো হচ্ছে কমরেড।

কমরেড সম্বোধনে পিংকু আশ্চর্য হলো। ডাক্তারবাবু পিংকুকে চিনলেন কী করে? হয়তো কোনোভাবে চিনে থাকবেন।

কাঁধের ঝুলন্ত ব্যাগে কমরেডীয় অভিব্যক্তি এবং হাঁটার ঝোঁকের মধ্যে কোথাও কোনো ইশারা দেখে থাকবেন যে ছেলেটি রাজনৈতিক কর্মী।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করেন—পড়ে গিয়েছিল? গাছে উঠেছিল নাকি ছাতে? নিশ্চয় গাছে। এই কেস তিনচারটা করে প্রতি মাসেই পাচ্ছি আমরা। এত মরছে! তবু গাছে উঠবেই। লকড়ি পাড়বে। এদের জীবনটা মশাই অদ্ভুত! ঝিলে গুগলি তুলতে গিয়ে জলেও ডোবে।

পিংকু বুঝতেই পারে নি, রাহেদার মুখ দিয়ে অমন রক্ত উঠছে

www.BanglaBook.org

কেন? অমন ছটফট করছিল কেন? ডাক্তারবাবুর কথায় এখন বুঝতে পারছে, রাহেদা গাছ থেকে পড়ে গিয়েই এইধারা বিপত্তি ঘটিয়েছে।

একটু বাদেই পায়ে হেঁটে সঈদা এসে পৌঁছল। ফেরু রাহেদাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েই ফিরে গেছে। হাসপাতাল টাঙ্গা চালিয়ে নিয়ে আসার সময় ফেরু পিংকুকে কটমট করে চেয়ে চেয়ে দেখছিল, অত্যন্ত ক্রূর সেই চাউনি।

পিংকু বুঝে পাচ্ছিল না, ফেরু ঐ ধারা চেয়ে দেখল, কোনো কথা বলল না কেন? ফেরু কথা বলে না কেন?

সাত দিন রাহেদা হাসপাতালে রইল। বেলাত সারাদিনই হাসপাতালে থেকে যেত এক প্রকার। সঈদা আসত। খাবার দিয়ে যেত। ফল-টল।

মাথার কাছে বসে লোডশেডিং হলে তালপাখার হাওয়া দিয়ে সেবা করত। গেলাসে করে একটু একটু জল খাইয়ে দিত।

সাত দিন বাদে ফেরু টাঙ্গা নিয়ে এল। পিংকু রাহেদাকে টাঙ্গায় তুলে দিয়ে নিজেও যেই উঠতে যাবে অমনি ফেরু গম্ভীর হয়ে বলল—তুমি কোথায় যাবে?

পিংকু উঠে পড়েছিল।

বলল—তোমার গ্রামেই যাব।

—কেন? কী দরকার?

—তুমি ভালোই জান, আমি কেন যাচ্ছি।

—টাঙ্গার ভাড়া লাগবে।

—দেব।

—কিন্তু বেলাতের গুষ্টির তো ভোটার লিস্টে নাম নাই। ফক্কা, কেন যাচ্ছ?

—ভোটের চেয়ে আমার মানুষকেই দরকার বেশি।

—দুনিয়ায় তো মানুষের অভাব নাই। কাশদিয়াড়ায় কী মারাতে এলে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—তুমি এভাবে কথা বলছ কেন? আমার সন্দেহ হচ্ছে, কাশ-দিয়াড়ায় মানুষ পাই কিনা!

—মানুষ তো মেলাই হে। কিন্তু তুমি তো মেয়েমানুষের পেছনে লাইন দিচ্ছ।

—মেয়েমানুষ তো মানুষ ফেরু নবাব। ভোটের অধিকার তাদেরও কম নয়। সমান সমান। তুমি ভদ্রভাবে কথা বল। মানুষের সঙ্গে কথা বলা শেখো নি।

ফেরু হঠাৎ গলায় কড়কড়িয়ে বাঘের মতো হিংস্র গর্জনে বলল —এ-এ-এ-এ-হ্ শালা! নাম্ শালা! আমাকে জ্ঞান মারাচ্ছ। শালা!

পিংকু নেমে পড়ল। ফেরু ঘোড়াকে চাবকে দিয়ে টাঙ্গা ছুটিয়ে দিল।

রাহেদা আচমকা ধাক্কায় পড়ে যেতে যেতে নিজেকে সামলে নিল।

টাঙ্গা চলে যাওয়ার অল্পক্ষণ পর পথের উল্টো দিক থেকে, সম্ভবত চকবাজারের ওদিক থেকে দুটি ডাব হাতে সঈদা হাসপাতালের গেটে পিংকুর পাশে এসে দাঁড়াল। পিংকুর মুখ অপমানে দগ্‌দগ্ করছে।

সঈদা পিংকুর মুখ পানে চেয়ে শঙ্কিত গলায় জানতে চাইলে—রাহেদা কৈসী হ্যায়? ঠিক হ্যায় না?

—হ্যাঁ। ও চলে গেছে। ফেরু টাঙ্গা নিয়ে এসেছিল।

বলেই পিংকু পিচ-পথে উঠে এসে কাশদিয়াড়ার দিকে হাঁটতে লাগল।

পাশে সঈদা চলেছে। সঈদা ভেবে পাচ্ছে না, পিংকুর চোখ মুখ অমন ভারালো কেন? হাসপাতালে কোনো গোলমাল হয়েছে নাকি?

রাস্তায় চলতে চলতে কত কিছুই ভাবছিল পিংকু। মনে মনে তার অজস্র কথা হয়ে যাচ্ছিল। রাহেদার বয়স কত হবে? বড়ো জোর তের চৌদ্দ।

সঈদা বলেছে, রাহেদাই বেলাতের জিন্দেগি। ঘাস কাটে। কাঠ বা শুকনো লকড়ি সংগ্রহ করে। সরকারি জঙ্গলে, পাকা সড়কের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দু পাশের গাছে যে-সব শুকনো ডাল পায়, গাছে উঠে আঁকশি দিয়ে পেড়ে নামায়। বাংলায় কথা বলে। পুরো বাঙালির মতো মেয়ে।

রাহেদারা একটি দল। তাদের কারও টাঙ্গা নেই। পুরুষরা যেমন টাঙ্গা বায়, এরা তেমনি ঘাস সংগ্রহ করে। অদ্ভুত মানুষের বেঁচে থাকা। জঙ্গলে ঘোরে। প্রত্যেকেরই হয়তো একটি করে গান আছে। যেমন রাহেদা গাইছিল, কে কে যাবি আয় লো।

জঙ্গলে একলা ঐ গানই তার প্রেরণা। অর্থের চেয়ে সুরই তার জরুরি। একদিন জঙ্গলবাসী মানুষ যেমন গাইত অর্থহীন সুর।

গাছ থেকে পড়ে গেল। গাছে ছিল দিন-কানা কুঁৎকুতে নিরাশ্রয়ী পিলে-চমকানো পেচকের মতো কুচ্ছিত মৃত্যু। বা একটি লকলকানো সবুজ স্নিগ্ধ লাউডগার দীর্ঘশ্বাস।

রাহেদা গাছ থেকে পড়ে গেল। পড়তেই পারে। এ যে ভয়ানক যুদ্ধ। মরে যেতে পারত।

সঈদার সেবা কী নিবিড়। ফেরু কী হারামজাদা! এই লোককে ভালোবাসল কী করে?

সঈদার কষ্ট হচ্ছিল। পিংকু কথা বলছে না। কী হয়েছে?

—হাসপাতালমে কুছ হুয়া?

—না।

—ফেরু কছু বুলেছে?

—না।

—তব্?

—বেলাতের গুষ্টির ভোটারলিস্টে নাম নেই, তাই না?

—কে বুলেছে তুমহাকে?

পিংকু উত্তর করল না।

সঈদা ভাবল, রাহেদার সেবা করে পিংকুর আখির কোনো লাভ হলো না। এত কষ্ট করল রাতদিন, বিনিময়ে ভোট চাওয়া অন্যায় নয়। কিন্তু কী কপাল। বেলাতের গুষ্টিকে গুষ্টি এ বছর লিস্টে বাদ পড়ে গেছে। কী করে এই-সব হয়?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফেরু আজ ঘোড়াকে মদ খাইয়েছিল। টাঙ্গা নিয়ে যেতে যেতে টাঙ্গা উলটে দেয় ঘোড়া। রাস্তার পাশে প্রথমে গাছে বাধায়, পরে খাদে গড়িয়ে দেয়।

রাহেদা এখনও সুস্থ নয়, টাঙ্গা থেকে গড়িয়ে পড়ে মৃদু কাতরাতে থাকে।

ফেরু ঘোড়াকে রাস্তায় কিছু বলে না। সোহাগ করে। কোনো রকমে টাঙ্গা জুড়ে নিয়ে বাড়ি আসে। পড়ে গিয়ে রাহেদার মুখে সামান্য রক্ত উঠেছিল। রাহেদার শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল।

রাহেদার মনে হলো, হাসপাতালের ওখানে ঘোড়াকে অমন করে না পেটালে ঘোড়া গাড়ি উলটে দিত না। ঐ পিংকু ছেলেটা থাকলে তার মুখে রক্ত উঠত না।

রাহেদার মুখে স্বল্প স্বল্প রক্ত উঠছিল। ফেরু তাকে বিছানায় শুইয়ে দিল সংকীর্ণ নিচু মাটির দাওয়ায়। খড় আর তালপাখনায় ছাওয়া ছোট ঝুপড়ি। নবাবী প্রাসাদ।

বাড়িতে কেউ নেই। কেউ বলতে বেলাত। রাস্তায় সে গজল গাইতে গেছে। বাপ-মেয়ের কুটিরে একলা শুয়ে থাকে রাহেদা। দাওয়ায় চটের উপর কালো চিটেল ওয়াড়হীন বালিশে সে শুয়ে থাকে। বেলাতের অন্য আত্মীয়রা চার পাশে ঐ ধারা ঝুপড়ি বানিয়ে বাস করছে।

দু-একজন ছাড়া প্রায় সকলেই টাঙ্গাহীন। মুনিষ। এ বছর ওদের ঘরে ভোটও এল না।

সঈদা আর পিংকু কাশদিয়াড়ায় পৌঁছে গিয়েছে। ঠিক তখনই এক ধরনের চাপা গোঁঙানো আওয়াজ, একটা বিচিত্র কম্পিত নিষ্পিষ্ট হ্রেষাবৎ শব্দ ভেসে এল।

সঈদার চোখ তটস্থ ভয়ে ধ্বক্ করে নেচে উঠল। খানিক ত্রাসে ছিটকে এল বাইরে। মুখ পাংশু হয়ে গেল।

খুব ক্ষীণ গলায় উচ্চারণ করল—মারছে।

—কাকে মারছে? কে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পিংকু স্তম্ভিত শঙ্কায় শুধাল।

—ঘোড়াকো মারছে। ফেরু নবাব। মেরে ফেলবে।

সঈদা বাড়িতে ঢুকেই রাহেদা বেঁচে গেছে সেই আনন্দে তাক থেকে নিয়ে সিদ্দাগার মৃৎপিণ্ডে চুমু দিচ্ছিল, বাইরে বারান্দায় কেবলই পিংকু খালি মেঝেয় বসে গিয়েছিল পা ঝুলিয়ে।

তখনই গোঁঙানি চাপা হ্রেষা। মৃৎপিণ্ড হাতেই রইল। সঈদা বাইরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল ছিটকে। মারছে। কাকে মারছে? কে? ঘোড়াকে মারছে। ফেরু নবাব। মেরে ফেলবে।

—কেন মারছে?

পিংকু প্রশ্ন করে।

সঈদা কথা বলতে পারছে না।

তবু বলল—ঘোড়াকো মদ খিলাবে। মস্ত্ করবে। পাগল বনাবে। তব ঘোড়া টাঙ্গা উলটা করবে না? সিধা চালাতে পারবে কেনো?

বোঝা যাচ্ছে, এমন ঘটনা নতুন নয়। খিস্তিবাজি করা আর ঘোড়া পেটানো, ঘোড়া যেন একটা বোকা মানুষ। ফেরু কিন্তু খিস্তিহীন নীরব ঘোড়ার প্রহারক। ফলে সে আরও নির্মম।

কথা বলতে গিয়ে সঈদার গলা কেঁপে গেল। এক পা এক পা করে এগিয়ে চলল সঈদা। পিংকু মসজিদের কাছে সঈদার পিছু পিছু এগিয়ে চলল।

তাবৎ পাড়ার লোক ভাঙা পোড়ো মসজিদটার কাছে মুহূর্তে জমে গেল। উজাড় হয়ে এসেছে। সবাই দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে। ফেরু মীর্জাকে চেনা যাচ্ছে না। সমস্ত মুখ রক্তের চাপে ফেটে ঘেমে পড়ছে। ঘোড়াকে লাগাম ধরে পেছনে ঠেলতে ঠেলতে মসজিদের দেওয়ালে চেপে ধরেছে।

দু ধারে দেওয়াল, মাঝে খানিকটা ঘেরা জায়গা, পেছনে দেওয়াল, ডাইনে বাঁয়ে কোথাও পালাবার জো নেই। ঘোড়াটা কিছু বলছে না। মনিব তাকে নিয়ে যা শুরু করেছে, তারই আতঙ্ক দু চোখে ছলছল করছে।

www.BanglaBook.org

রাহেদাকে ফেলে দিয়েছে সে। ক্ষমা নেই। ঘোড়া সেই অপরাধে এখন চুপ করে গেছে। হ্রেষা দিচ্ছে না। কষায় ফেনা ঝরছে। বহু পথ গাড়ি টেনে এসেছে। তবু মালিক খুশি নয়। গায়ে ঘাম ঝরছে। ঝরছে নয়, গা ভেজা, ছিটকির অসম্ভব জোর আঘাতে বিদ্যুতের মতো লোম পুড়ে যাচ্ছে।

সপাৎ করে মুখের ওপর দিয়ে ছিটকি ঘুরে গেল। দাগ পড়ল আবার। কেটে গিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। ঘোড়া তবু কোনো কথা বলে না।

এখানকার মানুষও কেউ কোনো কথা বলছে না। সবাই স্থির হয়ে দেখছে। কেবল ঝোড়ো কাকের মতো বিশীর্ণ এলোমেলো বৃদ্ধ বেলাত কোথা থেকে জুটেছে এসে, সেই মাঝে মাঝে নরম সুরে বলে উঠছে—ছোড় দো। আরে ফেরু, ছোড় দো ভাই। ছোড় দো।

খুব নরম উত্তাপহীন, বিনীতকণ্ঠে বলছে বেলাত। ফেরু তাতে আরও উৎসাহিত হচ্ছে।

এই দুর্ভোগ আর নির্মমতার সাক্ষী অনেক। তাবৎ গ্রাম সেখানে সমবেত। কিন্তু রাহেদাকে দেখবার কেউ নেই।

দু বেলা দু মুঠো পেটের ভাত, বাপের জন্য খোরাকী জোগাড় করার একাকিনী জীবন-জয়ী বালিকা একলাই লড়ে যাচ্ছে। বাপটির জন্য, পাগল বাপ, বোকা বাপ, ভারি সুন্দর বাপুর জন্য তাকে বেঁচে থাকতে হবে।

জঙ্গলে খোদা থাকে। জলে ফেরেস্তা থাকে। গুগলির জীবন্ত পিণ্ড জলে খেলা করে। গহন-কালো আয়নার মতো জলে তাদের ওঠানামা অদ্ভুত সার্কাস দেখেছে রাহেদা।

আল্লা বছরে একদিন সবে- বরাতের রাতে (ভাগ্যের রাত) সারা বছরের খোরাকী মেপে দেয়। সবার জন্য। সেইদিন খোদার ফেরেস্তা বাপ আর মেয়ের জন্য, যারা তাদের মতন ঘাস আর কাঠ বেচে খায় তাদের জন্য মাপা-খোরাকী ঐ জঙ্গলে ছড়িয়ে দিয়ে যায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেই-সব সারা বছর সংগ্রহ করতে হয় জঙ্গল থেকে। জল থেকে। কচু। গুগলি। কাঠ।

মাঠেও ফেরেস্তা ফেলে যায় চাপা ঘাসের বীজ। খোদা যে কী দয়াবান! পৃথিবী শেষ হয়ে যায়, জীবন চলে যায়, নবাবী ফুরায়, পাগল হয় বাপ। তবু অরণ্য থাকে। জল থাকে। মাঠে থাকে চাপাতি আর ঘাস।

কিন্তু হায়! তাদের যদি একটা ঘোড়া থাকত। তা হলে কখনও তারা ঘোড়াকে মদ খাওয়াত না। কেবল তাজা তাজা ঘাস দিত খেতে। সালেহার মতো সেবা করত ঘোড়ার। সালেহার মতো সেও একদিন কারও বউ হতো। সঈদার মতো মুতা সে হতো না।

কিন্তু সঈদার মতো সুন্দরী সে হতো নাকি! সে তো কালো। তবে সঈদা কত ভালো মেয়ে। তাকে সঈদা কত গান শেখাতে চেয়েছে। 'কে কে যাবি আয় লো' সেটা কি একটা গান?

একদিন সে গান শিখবে। গান গাইতে গাইতে কাঠ কুড়বে ঘাস তুলবে। বুকে তার আজও ফুল ফোটে নি। একদিন ফুল ফুটবে। নাকি তার ফুল ফুটবে না? বয়স তো হলো। খেতে না পেলে, বেশি গতর খাটালে কি তাড়াতাড়ি ফুল ফোটে না?

কে জানে বাবা, কী ধন্দ। হবে একদিন। তারও ফুল হবে। তখন সে সঈদার মতো একখানা ফাস-কেলাস বুক-বাঁধুনি কিনে নেবে। তখন কত নবাব বেকুব বনে যাবে।

ভাববে, এই যে, এই! এই মেয়ে? শাদি করবি?

ভাবতে গিয়ে হাসি ফুটে ওঠে মুখে। শব্দই হয়ে যায় হাসতে গিয়ে। কেউ শুনে ফেলল না তো!

না। আর দেরি করা যায় না। মুখে রক্ত উঠছে যে! সঈদা কত সেবা করল। কতদিন হাসপাতালে গেল এল। রোজই যেত। পানখা দুলিয়ে হাওয়া দিত।

না। আর দেরি করা যায় না।

রাহেদা দাওয়া থেকে নামে। মাটির গর্তের যে উনান, সেখানে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যায়। সাতদিন সে হাসপাতালে ছিল, উনান জ্বলে নি। ঝাঁট পড়ে নি। উনুনের ছাইয়ের গাদায় হাত ঢোকায়। ছাই সরিয়ে ফুলী কাঁসার বাটিটা তোলে।

বাটিটা মুকুন্দ কাঁসারির কাছে ঝেড়ে দিতে পারলে পায়ের একজোড়া চাপা মল হতো। পায়ে ঐ মল পরলে পা দুখানি বাঈজির মতন দেখায়। পায়ে মল পরে সে মাঠে মাঠে গান গেয়ে ফিরত।

কিন্তু না। এই আমি কান মলছি। আর না। তবু যে মনটা ভারি লোভী হে। ভারি কচলায়। কাঁদে। ছোঁক ছোঁক করে।

ওদিকে ভারি গোলমাল হচ্ছে। ঘোড়াটা মরেই যাবে বুঝি।

তা যাই হোক। এই ফাঁকে যেখানের মাল, সেখানে ফেলে আসি। সঈদার বাড়ি এসে বাটিটা সঈদার উনুনের ছাইয়ের মধ্যে পুঁতে দেয়।

হাঁটতে পারে না, পা উঠতে চায় না। শরীর কাঁপে। মাথা ঘোরে। পথে বসে মুখ দিয়ে রক্ত তোলে।

বহু কষ্টে নিজের দাওয়ায় ফিরে আসে রাহেদা। শুয়ে পড়ে।

ফেরু এবার টেনে বার করল ঘোড়াটিকে। লাফিয়ে উঠে ঘোড়ার কোমরে লাথি মারতেই মাটিতে পড়ে গিয়ে আবার উঠে দাঁড়াল ঘোড়া। আবার মারল লাথি। আবার পড়ে গিয়ে উঠতে গেল, পারল না। গলা বাড়িয়ে পড়ে থেকে ঘাড় ছড়িয়ে এক গোছা ঘাস খাবার চেষ্টা করল।

পিংকুর মনে হলো, তেষ্টায় ঘোড়ার বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। এক ঝটকা দিয়ে ফেরু ঘোড়াকে টেনে তুলল। লাগাম ধরে পেটে লাথি কষাল। ঘোড়ার কোমর বেঁকে গেল। অমন বলিষ্ঠ কালো ঘোড়াটি একদম কাহিল হয়ে গেছে। মরে যাবে না তো!

পিংকুর বুক শুকিয়ে গেল। ঘোড়া এবার আপনা থেকে শুয়ে গেল।

www.BanglaBook.org

বৃদ্ধ বেল্লাত বলল—কাল্লু মর জায়েগা বেটা। ছোড় দো উসে। ম্যায় মাফী চাহতা। কাল্লুকো মাফ কর দো।

আবার হিঁচড়ে টেনে ওঠালো ফেরু। আবার ঢোকাল ফাঁদের মধ্যে। ফেরু ধোঁকাচ্ছে। পিংকু ঘোড়াটির দিকে চেয়ে দেখতে পারছিল না। এর পরও কি মারবার ঠাঁই আছে নাকি?

সালেহা এগিয়ে আসে। ঘোড়াটিকে ফেরুর হাত ছাড়িয়ে টেনে আনে।

ফেরু এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নেয়। টাঙ্গায় জোড়ে। লাফিয়ে উঠে ছিটকি তুলে মারতেই ঘোড়া শুয়ে পড়ে। রাগে ফেরু উন্মাদ হয়ে যায়, লাথির পর লাথি মেরে টেনে তুলে সোজা করে আবার লাফিয়ে চড়ল টাঙ্গায়।

এই নির্মম দৃশ্য দেখতে দেখতে পিংকুর চিৎকার করে প্রতিবাদ করতে হচ্ছে করছিল। সে কিন্তু একা। বা এখানকার সকলেই হয়তো একা। এখানে মানুষের পুঞ্জশক্তি তারকার দুগ্ধ-পথের মতো আপাতদৃশ্য ও জমাট, কিন্তু বিচ্ছিন্ন। বা পশুর মতো একলা।

ফেরু লাফিয়ে তড়পে চড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। ঘোড়াটি পিংকুর পাশ দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে যেতে গিয়ে এক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে পড়ে। তখনই সপাৎ করে ছিটকি পিংকুর পিঠের উপর দিয়ে চালিয়ে দেয়। চোখের কাছে ছড়িয়ে এসে তীব্র আঘাত করে যায়।

বউকে মারার আগে ঘোড়া মারার অভ্যাস আছে ফেরুর। অনেকেই ব্যাপারটা এত চকিতে ঘটল যে বুঝতেই পারল না। ফেরু যে তাকে মারতেই চেয়েছে পিংকুর মতো সঈদাও বুঝেছিল।

দ্রুত হাতে সঈদা পিংকুকে টেনে নিতেই পিংকু চোখে হাত চাপা দিয়ে মাটিতে বসে পড়ে। সবাই ওকে ঘিরে ধরে সঈদার বাড়ির মধ্যে টেনে আনে।

দু-একজন যুবক চাপা কৌতুকে, দু-একটি মেয়েও, হেসে উঠল নিঃশব্দে। শানিত সে হাসির হালকা।

অন্যরা বলল—পট্টি লাগাও সঈদা।

www.BanglaBook.org

পিংকুর চোখের কাছের একটু চামড়া সামান্য ছড়ে গিয়েছিল। সঈদার সারা মুখে মাতৃত্বের ঘন সমবেদনা ফুটে ফেটে উঠছে। চোখের ভেতরে গহন মমতা গভীর জলে রুপোলি মাছ হয়ে নিঃশব্দে ঝাঁকে ঝাঁকে পাক খেয়ে ফিরছে।

সঈদা কাঁচা উর্বর ঘাস আর কচুর ডাঁটা একজনকে হুকুম করে আনিয়ে নেয়। জলের ভেজা ন্যাকড়ায় মুছে, আঁচল দিয়ে মোছে। পিঠে জামা খুলে ফেলে দেখল দাগ বসে গেছে। সব জায়গায় হাত বুলিয়ে ন্যাকড়া ভিজিয়ে বুলিয়ে নেয়। আঁচল ফিরিয়ে শুকিয়ে নিয়ে দাঁতে চেবানো ঘাস আর কচুরস লাগিয়ে দেয়।

কিছুক্ষণ বাদে ভিড় হালকা হয়। মানুষের তেমন কোনো আর কৌতূহল থাকে না। দু একজন তখনও বসে ছিল। তারাও ওঠে। একজন কেবল তখনও গেল না।

একদিন এই মেয়েটি সঈদার আগে ফেরুর মুতা হওয়ার চেষ্টা করেছিল। পারে নি।

সঈদাকে বলল—মারল কেনো? কোই গলত কী তুনে?

সঈদা সচকিত বিরক্তিতে বলে, মুখ ঝামটায়—হাঁ, কিয়া। কণ্ঠস্বর দৃঢ়, অথচ মৃদু।

পিংকুও চমৎকৃত চমকে আঁৎকে উঠে জামা গেঞ্জি হাতে তুলে নিয়ে কোলের ওপর চেপে ধরল।

সেই মেয়েটি বলল—তো ভাঈ, ইধর আনাযানা ছোড়কে কোই ওর বোট ঢুঁড়ো।

—নহী!

সঈদা গর্জে ফুঁসে ওঠে, বলল—পিংকু নহীস ইখানে জরুর আসবে। ফতে মীর্জা আসবে, ভাটুবাবু আসবে, জানে আলি আসবে, পিংকু কেন আসবে না? তু কোশিশ করে রুকে দিতে পারলে রুকে দে। হিম্মৎ হ্যায় তেরি?

বলেই সঈদা হি হি করে হেসে উঠল, মেয়েটি আর দাঁড়াল না।

যাবার বেলা চোখে গর্হিত তিরস্কার হেনে বলল—তো বাতাও না,

www.BanglaBook.org

চুপ কিঁউ হো, ইয়ে তুমহারা নয়া নবাব হ্যায়। হায় ক্যা আজীব দুনিয়া।

পিংকুর লজ্জিত হওয়ার কিছু ছিল না। তবু সে কিছুটা সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। বড্ড মায়া হচ্ছিল সঈদার জন্য। মন খারাপ করছিল।

মেয়েটি চলে যেতেই সঈদার ক্রোধী মুখে স্বপ্নালু রঙিন স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠল। এই ঘটনার লজ্জা যেন তারই।

পিংকুর মুখের আদলে স্নেহের হাত ফিরিয়ে সঈদা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তার পর ফের হেসে উঠল স্নিগ্ধ বড়।

বলল—অব বোলো, তুমহারা ক্যা হুয়া, ইতনা খামোশ কিঁউ হো, ফেরু তুমহাকে মারল কেনো?

সত্যিই তো! কেন মারল?

পিংকু কিছুতেই মেনে নিতে পারে না, সঈদার কাছে এলেই ফেরুর মন অত কুৎসিত হয়ে যাচ্ছে কেন? তা হলে ফেরু কি সঈদাকে ভয় পায়? বিশ্বাস করে না? নাকি এই বর্বরতার অন্য কোনো মানে আছে?

তবু যে এ-জীবন নিতান্তই দুর্বহ। কী করে এই ভার বয়ে চলবে মানুষ? ভাবতে ভাবতে পিংকু মনে মনে স্নিগ্ধ বেদনায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

পার্টির আদর্শ থেকে সে যে মহৎ আবেগ অর্জন করেছে, সেই গভীর প্রদেশ থেকে তার গলা ধ্বনিত হয়—সঈদা দিদি! তুমি এখানে থেকো না। হয় এই দুনিয়াকে বদলাও, এই কাশদিয়াড়াকে বদলে তোল, নয় চল, আমার সঙ্গে, আমি তোমাকে নিয়ে যাব। এখানে থেকো না দিদি!

সঈদা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। কথা বলতে পারে না।

তারপর শুধায়—তুমহারা ক্যা ডর লাগছে ভাই?

পিংকু বলে—না। আমার ঘৃণা করছে।

—তো চলো! কাঁহা লিয়ে যাবে আমাকে। কোই মুঝে লেই না পিংকুজি। সব ফেলে পালায়।

www.BanglaBook.org

—কে তোমাকে ফেলে পালিয়েছে দিদি ?

—মেরি ইজ্জত।

—আমি তোমাকে ইজ্জত দেব। সম্মান দেব। তোমাকে জিন্দেগি দেব। তুমি যা হারিয়েছ, তারও চেয়ে আরও ভালো, আরও উন্নত, এমন-কিছু দেব, যা তুমি ভাবতেও পারো না। কেবল আমি তোমাকে ভোটের জন্য টাঙ্গা দিতে পারব না। কেন দেব! ওটা কী ইজ্জতের দান ? বল ?

সঈদা লজ্জা পেয়েছিল।

বলল—বোট ভী পাবে না।

—আগেই বলেছি, ভোট আমি চাই না।

সঈদার মনে প্রশ্ন জেগেছিল, রাহেদার অত সেবা কেন করছে ছেলেটা ? ওদের তো ভোট নেই। ছেলেটা যখন জানবে, ভোট নেই, তখন কী করবে ? এই মুহূর্তে সে কথা শুধিয়ে নিতে গিয়েও কেমন সংকোচ হয়।

পিংকু গলায় জোর দিয়ে বলে—কথা বলছ না কেন ? আমার সঙ্গে যাবে না ?

—হাঁ। জরুর।

সঈদা সহসা চকিত গলায় বলে ওঠে—পিংকু নবাব হামাকে কঁহা লিয়ে যাবে ? হাসতে থাকে।

পিংকু মনে মনে বলল—সেই যাত্রা যে তুমি বুঝবে না সঈদা বাঈ। কবে বুঝবে তোমরা ? সেখানে যে পালিয়ে যাওয়া চলে না। সেই দেশকে আবিষ্কার করতে হয়। গড়ে তুলতে হয়। আমরা যে অন্য অভিযাত্রীর দল।

পিংকু মুখে বলল—প্রথমে আমি তোমাকে সেই একটা স্বপ্নের দেশ দেখাব। কেমন ? তারপর তুমি এই কাশদিয়াড়ায় ফিরে এসে সেই দেশটির মতো করে কাশদিয়াড়াকেও গড়ে তুলবে।

—নহী। কভী নহী। হামী কভী ইহাঁ লৌটবে না। না না হামী লৌটবে না।

www.BanglaBook.org

বলতে বলতে ডুকরে ওঠে সঈদা। পিংকু চুপ করে যায়।

সঈদা সহসা উঠে ঘরের মধ্যে চলে যায়। দগদাচ্ছে দিশেহারা বাঈজি। পাগল হয়ে যাচ্ছে।

স্বপ্ন বড়ই ভয়ানক তৃষ্ণা। দুমিনিট বাদে আবার নিজেকে প্রসন্নতায় বদলে ঘর থেকে ফেরে। ঘর যেন তার গ্রীণরুম। সঈদার। একখানা কুড়ি টাকার লালচে হলুদ নোট এগিয়ে ধরে সঈদা।

বলে—লো ভাই।

বাঈজি মনের এ-এক অন্য প্রশস্ততা।

—কী ?

—দাওয়াই দিবে।

—টাকা ?

—হাঁ ভাই। ওষুদ লাগাবে।

—না না।

—না কেনো ? দিদি দিচ্ছে লিবে না কেনো ?

—কিন্তু...

এতক্ষণে মনে পড়ল পিংকু আজও সঈদার কাছে দু টাকার কালেকশন নিতে পারে নি।

সঈদা বলল—কোই কিন্তু-মিন্তু নাই। হাঁ! লিতে হোবে। না লিলে হামী গুসা কোরবে। খানা পাকাবে না। খাবে না। ম্যায় তুমহারী আসলী দিদি হ্যায় না ?

—কিন্তু এত টাকা কোথায় পেলে তুমি ?

—হামার ইনকাম আছে। ঐ একটা টাকা হামার ছিল। লে যাও।

—তোমার তো কিছুই রইল না।

—দিল্‌সে দেতী হুঁ। জব দিল্‌সে দেনা হোগা তো সব কুছ্ দে দো। হাথমে কুছ রাখনা ঠিক নহী।

পিংকু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হাত বাড়িয়ে দিল।

—হাঁ হাঁ। লো ভাই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খুশিতে সঈদার চোখ ঝলমল করে উঠল।

পিংকু বলল—ঠিক আছে। পার্টির চাঁদা নিলাম এটা। নিলাম আমি।

সঈদা আশ্চর্য হয়ে বলল—তো দাওয়াইকে না লিয়ে পার্টিকা চন্দা। তাজ্জুব হ্যায়।

পিংকু আপন মনে খুশি হয়ে বলল—কুড়িটা টাকা এখান থেকে আমায় তুল্‌তে হতো। তোমার কাছে অন্তত কিছু চাইব ভেবেছিলাম। পারছিলাম না। ভাগ্যিস ঘোড়ায় মদ খেয়েছিল।

কথা বলে পিংকু হেসে উঠতেই সঈদাও হেসে উঠল।

কিন্তু এই মুহূর্তেই ঘোড়ার মদ খাওয়ার আরও একটি গল্প এখানে আছে। আমরা একটু বাদেই সেখানে যাচ্ছি।

হাসি থামলে সঈদা বলল—তো পার্টিকো তুমরা ইতনা পিয়ার করো?

—হ্যাঁ। করি। কেন করি সেটাই তোমাকে বুঝতে হবে যে।

—কিঁউ? পার্টি তুমরাকো কী দিচ্ছে?

—ইজ্জত।

চমকে উঠল সঈদা।

—তো! বলেই সঈদার মুখে বিস্ময়াবৃত জিজ্ঞাসা থেমে রইল। দুই চোখ ধীরে ধীরে বাষ্পাকুল হয়ে উঠল। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

পিংকু প্রশ্ন করে—তোমার যেতে ইচ্ছে করে না? তোমার মতো অনেক মেয়ে আমাদের পার্টিতে রয়েছে।

—নহী! অস্ফুট আর্তশব্দ করে সঈদা।

পিংকু বলে—একদিন গিয়ে দেখতে পারো।

—নহী!

মাথা নাড়তে লাগল সঈদা।

বলল—মেরি মুতাবিক ইস দুনিয়ামে কোই নহী হ্যায়। ম্যায় ইক গুনাহ্‌গার লড়কী হুঁ। আলীমওলা মুঝে রাস্তা দিখায়েগা। ম্যায় পাটিকো ছুঁলুঁ তো পার্টি মর জায়েগী। হামী পারব না পিংকু ভাই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলতে বলতে সঈদার চোখের জল স্তব্ধ হয়ে গেল। আর ঠিক তখনই রাহেদা মারা গেল।

লোকের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। চোখের জল মুছে ফেলল সঈদা। একটি বেড়াল তার উনুনে ঢুকেছে। নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছে ছাই। বেরিয়ে আসছে। ফের ঢুকছে।

বেড়ালটা উনুনে শোয়। শোবার ব্যবস্থা করছে। উনুনে বেড়াল ঘুমায় যার, সে অত্যন্ত দুঃখী। প্রবচন।

সঈদা তাই বেড়ালটাকে তাড়িয়ে দিতে গিয়ে দেখে বাটিটা রাহেদা দিয়ে গেছে! সঈদা রাহেদাকেই সন্দেহ করেছিল।

পিংকু আর সঈদা রাহেদার উঠোনে এল। লোকের ভিড়। ফেরু ফিরেছে। ভিড় ঠেলে ঢুকল।

আজ সারাদিন কোনো ভাড়া পায় নি। পেয়েছিল লম্বা পথ, কিন্তু মাগনা খেটেছে মহাজনের। বড় শুখা দিন যাচ্ছে। ধারে মদ খেয়েছে। ঘোড়াকে খাইয়েছে। মেয়েটা মারা গেল, এখন তো কাফন লাগবে।

তার মধ্যে কেমন এক অপরাধ বোধ কাজ করছে। কিন্তু টাকা তো নেই পকেটে। ভাটুবাবুর কাছে গিয়ে একবার হাত পাতবে নাকি? কে দেবে টাকা? সালেহা অত্যন্ত বখীল। সঈদা দিতে পারে।

গোলমাল গুঞ্জন হচ্ছে খুব।

ফেরু দেখল, রাহেদাকে দ্রুত পুঁতে ফেলাই ভালো।

সঈদার কাছে এসে বলল—কিছু টাকা দে তো সঈদা। কাফন কিনে আনি। সব শালা দুঃখ করছে। হাত পাতলে একটা ফুটো পয়সাও দেবে না।

সঈদা বলল—হামার কোই টাকা নাই।

সত্যিই তো। ঐ কুড়িটা টাকাই ছিল। কথাটা কানে গেল পিংকুর। ফেরু সঈদাকে বিশ্বাস করল না। অন্য সময় হলে মারতেও কসুর করত না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হঠাৎ আর কিছু না বলে বেলাতের কাছে গিয়ে ধমক মারে ফেরু —এই শালা পাগলা, পকেটে কিছু টাকা আছে? কাফন কিনবে কিসে?

বেলাত ফেরুর ধমকে রক্তাক্ত চোখ তুলে ফ্যালফ্যাল করে প্রথমে প্রশ্নকর্তার মুখে তার পর অন্যদের দিকে চেয়ে থাকল। কোনোই উচ্চারণ করল না।

লোকটা বোধ হয় আরও বোকা আর পাগল হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় সব নিস্তব্ধ। সকলেই ভাবছে, ফেরুই দেবে, কিন্তু কী পাষণ্ড, এই মৃত্যুর মুহূর্তেও ভিখিরিকে ধমক মারে।

ফেরু বলল—কারও কাছে থাকলে টাকা দাও আমাকে, আমি পরে দিচ্ছি।

সকলেই জানত, ফেরু কখনও কারও টাকা ফেরত দেয় না, কাউকে দিলে ফেরত চায় না। ফলে সবাই চুপ।

এমন সময় পিংকু বেলাতের কাছে গিয়ে সঈদার কুড়ি টাকা হাতে গুঁজে দেয়।

বলে—সঈদা দিদি তোমাকে কাফন আনতে বলছে, তুমি যেতে পারবে?

ফেরু ছোঁ মেরে টাকাটা হাতে তুলে নেয়। টাঙ্গায় উঠে ঘোড়া ছাড়ে।

পাগল বেলাত পথে এসে দেখল, ফেরু কাফন আনতে যাচ্ছে। তখন সেই দিকেই চলে যেতে যেতে পুলের গড়ানে সে গেয়ে ওঠে

আমার মেয়ে মরে সাত দিনে
ধাক্কা লেগেছে সরানে,
বলি হায় হোসেনা।
আলী মওলা হোসেন আলা
খালি দুলদুল ফেরে না।

বুক থাপড়ায়। মাতম শুরু করে।

সঈদা পিংকুর পাশে থেকে অনুচ্চ বলে—পাগল কা জুলুস দেখো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পিংকুজি আকেলা হো গয়া। আকেলা জুলুস করতা, মাতম করতা, ক্যা হো গয়ী বেলাত কী জিন্দেগি।

—সরান মানে কি দিদি? কি বলছে বেলাত?

সঈদা সরান কথাটা শুনেছিল।

বলল—রাস্তা। সরান। পথ।

—ও, সরণী!

—হাঁ উসীমে ধাক্কা লগ গয়া। হায়!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সঈদা চুপ করে রইল। বাটির কথা বার বার মনে পড়তে লাগল।

পিংকু পার্টি অফিস রওনা দিল।

সঈদা দেখল, পিংকু ভোট নয়। অন্য কিছু খুঁজছে।

মুতালীদের জীবনে এই নবাব আনৌখা।

পিংকু অসুস্থ। ওর ব্রঙ্ক-র দোষ আছে। আছে অন্য কোনো দুর্বোধ্য দৈহিক রোগ। কিছুটা হাঁফও বদমায়েসী করে। সব মিলিয়ে এই বয়েসেই পিংকু এক বৃদ্ধ-দেহী কিশোর বা যুবা।

ওর পক্ষে চিনি আর নুন প্রায় নিষিদ্ধ।

ডাক্তার বলেছেন, ঐগুলি হোয়াইট পয়জন। সাদা বিষ।

সামান্য নুনে তরকারি হয়। চায়ে চিনি থাকে না। চিনি নুন খেলে, বেশি খেলে হাত-পা-ও ফোলে মাঝে মাঝে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাহেদার মৃত্যুর বিকালে হঠাৎ ধুন্ধুমার ঝড়জল হয়েছে।

তার পর সব পরিষ্কার। তাতেই ঠাণ্ডা ধরেছে পিংকুর। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।

পিঠের দাগ পুরো মেশে নি, স্বল্প ব্যথা আছে। ভোরবেলা স্টোভে জল ফুটিয়ে নেতা সাদা ন্যাকড়ায় সিক্ত সেঁক করেছেন।

তারপর দুপুরে জ্বর এল। সেই জ্বর দু দিন ছাড়ল না। দু দিন পর নেতা মাথার কাছে বসে জলপট্টি করছিলেন কপালে। বেঘোর অবস্থা। জ্বরের প্রকৃতি অদ্ভুত। দু ঘণ্টা পর হয়তো জ্বর কমে যাবে। তখন অনেক সুস্থ দেখাবে পিংকুকে, পিংকু তখন উঠে গিয়ে আলোক-চিত্র প্রদর্শনীর তাঁবুর মুখে গেটের চেয়ারে বসবে। বা তার একটি প্রিয় খেলা আছে, সেটি খেলবে।

দু দিন পিংকু কাশদিয়াড়া যেতে পারল না। ভোটের আর দিন নেই। ওদিকে সঙ্গীদা ছটফট করে উঠল।

পার্টি অফিসে নেতা ছাড়া সব কর্মী বাইরে। দুজন প্রদর্শনীর ওখানে। বাকিরা আপন আপন এলাকায়। নেতাও কাজের চাপে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

যাবার সময় বললেন—চুপ করে শুয়ে থাকো। জ্বর কমলেও কোথাও যাবে না। মানে কাশদিয়াড়া চলে যেও না।

কথা আছে।

কপালে জলপট্টি। তবু খেলাটা শুরু করল পিংকু। অ্যালবাম খুলে ছবি সাঁটতে লাগল। ব্যাগ থেকে আঠার টিউব বার করল। কাঁচি বার করল। ছোট রুপালি কাঁচি। পত্রিকা থেকে ছবি কেটে লাগায়।

আর আছে ক্যামেরায় তোলা ছবি। রঙিন বা সাদা-কালো।

পুলিশের অত্যাচার। দুর্ভিক্ষের মানুষ। নেতার দৃপ্ত মুখচ্ছবি। ভারি সুন্দর কোনো নিঃসর্গ। চীনা কমরেডের ছবি। রাশিয়ার ছবি।

যেমন এখন যে ছবিটা সে কাটছে, সেটি চীনা পত্রিকা থেকে। প্রতিটি ছবি নির্বাচন দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। নেতাও মাঝে মাঝে

www.BanglaBook.org

পিংকুর অ্যালবাম উল্টে দেখেন। ঘুমনোর আগে নেতা ঐ ছবি দেখাটা ইদানীং নেশার মতন করে ফেলেছেন। পিংকু বেজায় খুশি হয়।

নেতা বলেন—ছবি এঁকে, মূর্তি গড়ে, গান গেয়ে, কবিতা লিখেই আধেক বিপ্লব করা যায় পিংকু। কবে যে মানুষ তেমন করে আঁকবে, গাইবে, লিখবে। কিছুই যে হয় নি, তা বলছি না, তবে সেটা এখনও, যাক গে! আচ্ছা সেই লাইনটা কী পিংকু? তুমি···কী যেন··· নারী তুমি কিসের আকাশ?

—আধেক আকাশ।

—ইয়েস, নারী তুমি আধেক আকাশ। কার লেখা?

—মাও-সে-তুং।

—ইউনিক। নাইস। চমৎকার। আহা কী সম্মানটা দেখ না। ইটস এ ভেরি গ্রেট অনার ফর উইমেন, আর আশ্চর্য এই প্রেমের কবিতা, নাথিং বাট পদ্য। অ্যাঁহ্। কি লেখে আজকের ছেলেরা?

পিংকু ছবিটা কেটে নিচ্ছে। বাপ আর ছেলের মূর্তি। সেই মূর্তির আলোকচিত্র। কোথাও লেখা নেই ওরা বাপ ছেলে। কিন্তু ওদের বসার ভঙ্গি আর অভিব্যক্তিতে এমন স্নেহ জড়ানো যে বুঝতে কষ্ট হয় না, বাপ একজন কৃষক বা সেইরকম কিছু। কিছুতেই মধ্যবিত্ত অভিজাত নয়।

কিন্তু এখন ওরা সৈনিক। সময় যুদ্ধের। বাপের পিঠে বন্দুকের নল খাড়া হয়ে আছে। মাথায় চাষিবাসীর চৈনিক পাগড়ি। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

আশ্চর্য দৃঢ় দৃপ্ত হাসিমুখ, কিঞ্চিৎ তন্ময় দেখায়। বোঝা যাচ্ছে যুদ্ধ চলছে। একটু পরেই ওদের যুদ্ধ করতে হবে। কিছু আগেও ওরা যুদ্ধ করেছে। সেই ক্লান্তিরও ছায়া ভালো করে দেখলেই চেনা যায়।

বাপ বসেছে একটি পাথরখণ্ডের উপর। পায়ের ফাঁকে মাটিতে

www.BanglaBook.org

ছেলেটি, বসে আছে। বাঁশি বাজাচ্ছে ঘাড় কাত করে। বাপ সেই বাঁশি শুনছে তন্ময় হয়ে।

এই যুদ্ধ শিল্পহীন নয়। যুদ্ধ আর সুরের মাখামাখি, কিন্তু দেখতে হবে, ওটা আড়-বাঁশি, যুদ্ধের শিঙা নয়।

আমরা মনে করেছি, যুদ্ধে কেবলই মার্চের সুর বাজবে। কিন্তু মার্কসের বিপ্লব তা বলতে চায় নি। কিন্তু আমার দেশ এ কথা আজও বুঝল না। সঈদা কি বুঝবে?

দীর্ঘশ্বাস চাপে পিংকু। ছবি সাঁটতে থাকে। কপাল থেকে শুকিয়ে আসা ন্যাকড়া খসে পড়ে ছবির ওপর।

তখনই কানে আসে মাতম ঃ

আমার ধাক্কা লেগেছে সরানে।

রাস্তায় চলে যাচ্ছে বেলাত বা এদিকেই হয়তো আসছে। কানে নয়, মনে ধাক্কা এসে লাগে। দরজায় চেয়ে চোখে আসে সঈদা। সঈদা এসেছে।

বিশ্বাস করা যায় না, পিংকু প্রথম কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারে না।

সঈদা বলে—বাজারসে একটা নখুনকা পালিশ খরিদ করলাম। অর্থাৎ নেলপালিশ কিনতে এসেছিল সঈদা।

বলল—তুমহাকে দেখতে এলাম। কেনো যাচ্ছ না, তুমহার কি ডর করে গেলো! তবিয়ত ঠিক হ্যায়?

পিংকু ঠোঁট উল্টে পানসে হেসে মাথা নাড়ল অল্প। অর্থাৎ ভালো নেই।

সঈদার হাসিমুখ ঈষৎ ম্লান হয়ে গেল।

চৌকির বিছানা নয়। জোড়া বেঞ্চের দুখানি চাদর মোটা করে পাতা। হাওয়া-বালিশের বিছানা। সঈদা বালিশ একটু সরিয়ে মুখোমুখি বসল। ন্যাকড়াখানা দেখে, ন্যাকড়া কেন, জানতে চাইল।

পিংকু বলল—ও কিছু নয়। কপালে জল-পট্টী করেছিলাম। জ্বর হয়েছিল তো!

www.BanglaBook.org

ইস্! সঈদার হাত পিংকুর কপালে চলে গেল দ্রুত। আধ মিনিট সেই জ্বরের উত্তাপ গ্রহণ করল সঈদা।

বলল—বুখার নহী গয়া।

—হ্যাঁ। যাবে। চলে যাবে। ভেব না। ভোট আমরা করবই। নাকি?

সঈদা হাসল অল্প। তার পর অ্যালবামের সদ্য-আঁটা ছবিতে চলে গেল।

কোলে তুলে নিয়ে দেখতে দেখতে অস্ফুট উচ্চারণ করল—বন্‌শি বাজাচ্ছে!

এটা একটা খেলা পিংকুর। কারও সামনে ছবি মেলে ধরে দেখতে চায়, ছবির কোন্ অংশ, কোন্‌টুকু বা কী আগে চোখে পড়ছে বা কিসের উপর মনোযোগ দিচ্ছে দর্শক।

তাতে দুটি জিনিস বিচার হয়, শিল্পী কিসের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, ঠিক কোন্ চিন্তার উপর দর্শককে বেশি মনোযোগী করতে চাইছেন বা দর্শক নিজেই কোথায় মন দিতে চায়?

প্রথমেই ছবিটার সে কি দেখল?

সঈদা দেখল বাঁশি।

পিংকু প্রশ্ন করল—আর কিছু দেখছ না দিদি?

সঈদা আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ দেখে যেতে যেতে আপন মনেই বলল—আদমীটা কী করছে? বন্দুক লিয়ে বসে আছে। ওয়াহ্ রে ওয়াহ্। বন্দুক ভী আছে। বন্‌শি ভী আছে।

—হ্যাঁ দিদি। তুমি কেবল একটুখানি বাঁশি শুনেছ আমাদের। কিন্তু বন্দুকও আছে। সেটিও দেখতে হবে। শুধু বাঁশি দেখলে হবে না। শুধু বন্দুক দেখলেও চলবে না। দুটিই দেখতে হবে।

সবাই বন্দুকটা দেখে ঘাবড়ে যায়। বাঁশিটা দেখতেই পায় না। তুমি দুটিই দেখবে। চলো তোমাকে আরও ছবি দেখাচ্ছি।

পিংকু উঠতে চায়। সঈদাকে প্রদর্শনীর তাঁবুতে নিয়ে যেতে চায়। সঈদা তখনও ছবিটা ছাড়ে না।

www.BanglaBook.org

প্রশ্ন করে—তো বন্দুক ভী আছে। বন্‌শি ভী আছে। কিঁউ?

পিংকু ঈষৎ হাসিতে উত্তর দেয়—ঐ বাঁশিটাকে বন্দুক পাহারা দিচ্ছে। আর বাঁশিটাও বন্দুককে বলছে, আমিও আছি।

সঈদা বলে অস্ফুট—ওয়াহ্‌!

ওরা তাঁবুর প্রদর্শনীতে ঢুকে যায়। পাতলা চট দিয়ে চারি দিক ঘেরা। মাথার উপর সামিয়ানা। আয়তঘরের মতো দেখায়। চটের গায়ে লগ্ন ফোটো।

পুলিশরা গুলি ছুঁড়ছে। টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন কলকাতার রাস্তা। মাথায় লাঠি পড়ছে। রক্তাক্ত দেহ অচৈতন্য। কয়েকজন কমরেড অর্ধমৃত কমরেডকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

উড়িষ্যার ছাত্র-নেতার চোখ উপড়ে নিয়েছে পুলিশ। বিহারে চাষিদের মিছিল বিপর্যস্ত করছে পুলিশ। পুলিশী তাণ্ডব ছবিতে ছবিতে।

সঈদা এই-সব দেখতে দেখতে, দুই চোখ বিস্ফারিত করে ফেলেছিল।

পুলিশ এমন করে মারছে কেন? এমন সুন্দর সুন্দর ছেলেরা মেয়েরা ঐধারা মার খাচ্ছে, কি করেছে ওরা? ঐ ছবিটায় দুজন তো মরেই গেছে। আশ্চর্য বিহ্বল হয়ে সঈদা পিংকুর দিকে চাইল।

পিংকু বলল—আজ একজন মানুষ মৃত্যুকে জয় করা ছাড়া সত্যিকার ইজ্জত পেতে পারে না সঈদা দিদি। তোমায় আমি ইজ্জতের কথা বলেছিলাম, সেটা খালি খালি মেলে না। দরকার হলে সেই সুন্দর দেশটা গড়ার জন্য, সেখানে পৌঁছনোর জন্য প্রাণ অবধি দিতে হয়।

জীবন না দিলে জীবন মেলে না। আমাদের দেহে অনেকগুলি ছোট ছোট ভয় বাসা বেঁধে থাকে। খিদের ভয়, কামনার ভয়, মাতৃত্বের ভয়, তুমি যে দিদি হয়েছ তার ভয়।

এক কথায় না পাওয়ার ভয়, হারানোর ভয়।

www.BanglaBook.org

কিন্তু আমাদের এই লাইনে না-পাওয়ার ভয় বলে কিছু নেই, হারানোরও কিছু নেই।

আছে জয় করার আনন্দ।

কথাগুলি বলে ফেলে পিংকু বুঝল, সঈদা কিছুতেই বুঝতে পারছে না। নিজেই লজ্জিত হলো।

বলল—চলো, একটু চা খাবে। এখানকার অনেক ছবিই এই অ্যালবামে আছে, এটা তুমি নিয়ে যাও। সময়মতো দেখবে। পরে ফেরত দিও। দেখো যাতে নষ্ট না হয়।

ওরা তাঁবুর বাইরে আসতেই বেলাতের গলা শোনা গেল। জারি গাইছে বেলাত, তার মাতম, তার পুঁথিপাঠ ঃ

আমি বাঁচি না আর পরানে
ধাক্কা লেগেছে সরানে।
ল্যাটা ভুঁইয়ে শ্যামা মুখা
ভুঁই-চাপ্পাতি চটানে।
ওমা ধাক্কা লেগেছে সরানে।

ওরা চা খাচ্ছিল তাঁবুর কাছেরই এক স্টলে। বেলাত বিচিত্র এক অঙ্গভঙ্গি করছে। সামান্য ঝুঁকে ঈষৎ কুঁজো হয়ে হাঁটছে, পিঠের ওপর, সেই কুঁজোর ওপর একটা লাঠি, সেই লাঠির দুই প্রান্ত দু হাতের কনুইয়ের ভাঁজে আঁকড়ে আছে, লম্বা পা ফেলে ঝুঁকছে, শরীরকে মাথার দোলনে মাঝে মাঝে আরও দুমড়ে কুঁজো করছে, হঠাৎ মাথা তুলে সটান খাড়া হচ্ছে পথের ওপর, তার পর চাতকের মতো আকাশে গলা তুলে বিড়বিড় করে কী বকছে আপন মনে।

তারপর আবার কুঁজো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গলায় একটা প্রবল ঝোঁক তুলে গাইছে ঃ

আমার মেয়ে মরে সাত দিনে
ধাক্কা লেগেছে পরানে।

তাঁবুর চারপাশে বেলাত গাইতে গাইতে ঘুরতে লাগল। কিছুক্ষণ বাদে আবার কোথায় চলে গেল।

www.BanglaBook.org

চা খাওয়া ওদের হয়ে গিয়েছিল।

পিংকু বলল—চলো উঠি। তোমাকে কিছুটা এগিয়ে দিই। আমার জ্বর ছেড়ে গেছে।

সঈদা বিস্মিত হলো। মুখে কিছু না বলে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল।

পিংকু বলতে শুরু করল—যার সব হারিয়ে গেল, সে কিন্তু হারাতে চায় নি। কিন্তু যার তেমন কিছুই হারায় নি, সে কিন্তু সব কিছুই দরকার হলে বিসর্জন দিতে পারে। ছেড়ে আসতে পারে। কারণ যা সে ছেড়ে এল, তা অনেকেই ধরে রাখতে চেয়েও পারছে না।

এই সমাজে সেই সব সাধের জিনিসগুলি কত সহজ একটা ধাক্কা এসে ছিনিয়ে নেয়। যেমন বেলাতের নিয়েছে, তোমারও কি নেয় নি দিদি?

সঈদা চমকে উঠল। আশ্চর্য চমকে উঠল। পাশে থেকে চোখ তুলে পিংকুর মুখখানা দেখল।

পিংকু বলল—আমরা কী ছেড়ে এলাম? ধরো আমি আমার মা-কে ছেড়ে এসেছি, কিন্তু মাতৃত্বকে ছাড়ি নি। আমরা প্রয়োজনে মা-কে ছাড়ি, মাতৃত্ব কিছুতেই ছাড়ি না। আরও উন্নত মাতৃত্বের সন্ধান আমরা পাই। তাই আমরা মা বলি না, মাতৃত্ব বলি।

একটু থেমে সঈদার মুখটাকে ভালো মতন দেখে নিয়ে পিংকু আবার বলতে থাকে—মা থাকে একটি নারীর মধ্যে, মাতৃত্ব থাকে সব নারীতে।

কথাটা আচমকা খুব সত্য মনে হবে। কিন্তু আমরা বলি উল্টো কথা।

মাতৃত্ব সব নারীতে থাকে না। অন্তত আমরা যে মাতৃত্বের কথা বলছি।

কারণ সেটা নারীর স্বাভাবিক গুণ নয়। গর্ভ ধারণে মা হওয়া যায়, মাতৃত্ব অর্জন করতে হয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু আমরা মেয়েদের সাহস দেবার জন্য বলি, সব নারীতেই মাতৃত্ব আছে, মানে, থাকা উচিত।

মা আছে কেবল মেয়েদের ছোট শরীরে, একলা নারীর মধ্যে। যেমন তুমি আমার মা হতে পার, দিদি হতে পার, সব কিছু হতে পার, কারও তুমি প্রেমিকাও হতে পার।

এই যে তুমি আমার সব কিছু হয়ে উঠলে, সে কতগুলি গুণকে আয়ত্ত করে হয়ে উঠলে।

তাই বলে কারও গর্ভধারণ করে মা হওয়াতে আমাদের আপত্তি নেই। থাকতে পারে না।

কিন্তু একজন, যে কিছুতেই মা হতে পারল না, শত চেষ্টা করেও পারল না, সমাজ পরিবেশ মানুষ, আমাদের জীবন-ব্যবস্থা হতে দিল না, সে কী করবে?

তাকে বুঝতে হবে, মা কেন সে হতে চেয়েছিল। আসলে সে মাতৃত্বের জন্য চেয়েছিল। গর্ভধারণের ক্ষমতাই মাতৃত্বের ক্ষমতা নয়, আমরা বলি।

দিদি হওয়া বা কারও প্রেমিকা হওয়া একই, একইভাবে তা হতে হয়।

দেখো, বিয়ে হলেই কি কেউ বেগম হয়? ভালোবাসা বাদ দিয়ে বেগমই-বা কি, বউই-বা কি?

সঙ্গীদা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বলে—হামার এত্তো বাতমাত তুমহাকে কে বাতিয়েছে পিংকু ভাই?

পিংকু সঙ্গীদার কথা বলার ভঙ্গিতে হেসে ফেলে।

বলে—কেউ কিছুই বলে নি দিদি। এগুলো কাউকে বলে দিতে হয় না। পার্টির চিন্তা থেকেই আমি এগুলি পেয়েছি। এরকম কথা আমি আরও অনেক মেয়েকেই শোনাতে পারি, যারা তোমারই মতন অবাক হয়ে, ভয় পেয়ে বলবে, কে বলল এ কথা? নিশ্চয় কেউ চুপি-চুপি বলে দিয়ে গেছে। হা হা হা!

www.BanglaBook.org

এ কথার পরও সঈদার মুখভার কমল না।

বলল—পিছে কোই লড়কী তুমহাকে ইস তরহা···

—হ্যাঁ। বলেছে বৈকি! না বলেছে তো পেলাম কোথায়। উদাহরণ আছে। আরও অনেককে এইধারা চোখের জল ফেলতে দেখেছি।

পিংকু অন্যমনস্ক হয়ে যায় একদণ্ড।

সঈদা সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে—লুকমানভী ইসহী তরহা বাত করত, মুতালী নবাব সব জো আছে, ওবে লোগ কব ভালো হোবে, দুখধান্দা কমবে, সুখ পাবে, সব বাত করত। তো ওহ্ নবাবকোভী হামী সমঝী নহী, তুম্‌ভী ঐসা হী হো। খুয়াব লেকর আয়ে হো, খুয়াব লেকর চলে জায়োগে। ক্যা? ইকটা লড়কীর আঁসু, আঁখোকে পানিসে তুমহারা দিল্ ভিজবে? পিংকুজি?

বলেই চলতি একটা টাঙ্গাকে থামিয়ে দ্রুত উঠে বসল সঈদা। টাঙ্গা ছেড়ে গেল। কেমন এক চিন্তায় পিংকু আচ্ছন্ন বোধ করে।

কাশদিয়াড়ায় ভোট শুরু হলো। আসরে নামল সবাই। মানুষের চোখ চকচক করে উঠল।

এ-সময় দু'পয়সা টাঙ্গা হাঁকিয়ে বাড়তি ইন্‌কামের মজা আছে। ফেরুর চোখে-মুখে একটা আলাদা দীপ্তি খেলে গেল। ফেরু বরাবরই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভাটুবাবুর লোক। ভাটুবাবুর ভাইপো উদয় এবার ভোটে দাঁড়িয়েছে।

ভাটুবাবু বললে—দেখ্ ফেরু, তোর ভরসাই ভরসা। ডোবাস নে যেন। সবাইকে বলে-কয়ে রেখেছিস তো? কাল বিকালে একবার যাব তোর ওখানে।

ফেরু নিশ্চিন্ত গলায় বলল—যাবেন, সব ঠিক আছে। ছাপটা চিনিয়ে দিয়ে আসবেন। মেয়েরা বড্ড ভুল করে।

ভাটুবাবু জানতে চাইল—তোর বাঁজা-বউ আমার জন্য গতবারের মতন খাটবে তো! ওই-ই তো সে বছর ছাপ-টাপ সব চেনাত, রাতের বেলা?

—না। ওই নচ্ছার মেয়ে এবার বিগড়ে গেছে। কোনো কামে লাগবে না।

ফেরু মুখটা একটু বিকৃত করল।

—সেকি রে! বলিস কী তুই?

ভাটুবাবু কপালে চোখ তুলে চোখ থেকে চশমা নামাল। রুমালে ঘাড় মুছল। ভোটের সময় সে পাঞ্জাবি আর ধুতি পরে। দেখতে আর মোক্তার মনে হয় না।

বলল—তবে তো বড় ভাবনার কথা বললি ফেরু!

—হ্যাঁ। আমি ঠিকই বলছি।

টুলের উপর মুখ ভার করে বসে থাকল ফেরু নবাব।

ভাটুবাবু শুধাল—দেখ্ ফেরু, বাঁজা মেয়েগুলোর এমনিতেই মাথাটা বিগড়ে থাকে সব সময়, তার পর অমর পালের নর্তকী, মানুষকেও নাচাতে পারে। তা এরকম করছে কেন তুমি? মারধোর করেছিস নাকি?

—না। তা কেন করব? তবে ওর একটা রসের নাগর জুটেছে সত্য। শালা হুগলির মাস্তান। ভোট চাইতে এসে নখরামী করছে। একদিন ছিটকি মেরে চাবকে দিয়েছি। ওই-সব ফষ্টিনষ্টি এখানে চলবে না।

www.BanglaBook.org

ভাটুবাবু চমকে উঠল।

—আরে বাপস্, ছিটকি দিয়ে মেরেছিস ?

—হ্যাঁ। মেরেছি। মারব না তো পা ধুয়ে জল খাব নাকি ?

—ইস্! খুব ভুল করেছিস ফেরু। এখন মাথা গরম করিস নে, বুঝলি ? তাতে ফল ভালো হবে না। ভোটের সময় মাথা খুব ঠাণ্ডা রেখে চলতে হয়। এখন ছোঁড়াটা মার দেখিয়ে ভোট চাইবে।

ফেরু দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করল—পারবে না।

—পারবে না ?

—না। কিছুতেই না। আমি সবাইকে ধরে ধরে বলেছি, শালা মতলব নিয়ে ঘুরছে।

—আচ্ছা, বেশ বেশ। তা হলে তো হয়েই গেল।

—না। হলো না ভাটুবাবু।

ভাটুবাবু আবার চমকে উঠে ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক করে ফেলল বোকার মতো।

শুধাল—হলো না মানে ?

ফেরু বলল—হলো না মানে, সব মেয়ে আমার কথা বিশ্বাস করে নি। বলেছে, 'সঈদা ওর দিদি, বাজে কথা বলো না, অমন ছেলে কখনও মন্দ হয় না।'

ভাটুবাবু বিরক্ত হয়ে বলল—তুই একটা মূর্খ। নামেই নবাব, আসলে বুদ্ধির ঢেঁকি। ভোটের সময় মীর জাফরী শিখতে হয় রে বেকুফ। ভোট একটা কূট জিনিস, তোর মাথায় ঢোকে না। ওই দলটা ওই করে মানুষের মধ্যে ঢুকে যায়। পয়সা নেই, কড়ি নেই। অথচ মানুষের মনটা বোঝে। এবার সামলাও লাঠা।

মনে মনে বলল—আমরা দেখি বাইরের দুর্গতি। সেই দুর্গতির সুযোগ নিই। ওরা দেখে ভেতরের দুর্দশা, সেই সুযোগ নিয়ে আমাদের মার দেয়। শালারা ভয়ানক চালাক।

—শুধু কি তাই! ফেরু অস্ফুট বলে উঠল।

www.BanglaBook.org

—আর কী? কী হয়েছে বল্, চুপ করে থাকিস নে। মাথায় আমার রক্ত চড়ে যাচ্ছে।

ভাটুবাবুর প্রেসার পড়ে যাচ্ছিল, এবার আবার উঠতে উঠতে হাই হয়ে গেল।

—বাঈজি গোটাপাড়ায় ঘুরে ঘুরে···

—ঘুরে ঘুরে? বল্? থেমে গেলে তো এখন চলবে না। যা করে রেখেছে, সব খেসারত আমায় দিতে হবে।

ফেরু বলল—সিদ্দাগার মাটি ছুঁইয়ে সব্বাইকে কসম করে নিয়েছে। আপনার আদ্ধেক ভোট কেটে যাবে ভাটুবাবু। আমার ঘুম আসছে না।

ভাটুবাবু প্রায় কেঁদে ফেলে গলার মধ্যে কেমন একটা আর্তশব্দ করল। তার পর মাথায় হাত দিয়ে বুকের উপর মাথা ঝুলিয়ে বসে থাকল।

ভয় পেয়ে ফেরু আস্তে করে ডাকল—ভাটুবাবু! ও ভাটুবাবু!

ভাটুবাবু যখন মুখ তুলল তখন ফেরু আরও ভয় পেয়ে গেল। মুখে ভাটুবাবুর একফোঁটা রক্ত নেই। নিদারুণ ভাঙা ফ্যাসফেসে গলা ভেসে উঠল।

—তুই বললি সব ঠিক আছে। এই তোর ঠিক থাকা ফেরু ভাই?

এমনই হতাশ শোনাল ভাটুবাবুর গলা যে ফেরুর বুকটা ধড়ফড় করে উঠল।

কোনো কূলকিনারা না পেয়ে ফেরু বলে উঠল—শালীকে আমার তালাক দিতে ইচ্ছে করে। ভোটের কথায় বলে কি শুনবেন? ভারি লজ্জা করছে!

—কিসের লজ্জা ফেরু। লজ্জা মান ভয় তিন থাকতে নয়। ভোটের সময় দরকার হলে মানুষের বিষ্ঠাসুদ্ধ প্রশংসা করে খেতে হয়। আরে বদ্, তুই তো শাদীই করিস নি, তালাক দিবি কী। চ আজ তোর বউকেই ফুসলাতে হবে।

শুনবে না ভাটুবাবু। কানভাঙানি খেয়েছে।

www.BanglaBook.org

এখন বলছে, উকিল মোক্তার হাকিম। শামুক গুগুলি কাছিম। আমি গুগুলির ভোট করব না। এই গানখানা, থুড়ি কথাখানা পাগলা বেলাত ওকে শিখিয়েছে।

পাগলা মাঝে মাঝে বেশ হুঁশ করে কথা কয়।

ভাটুবাবু একটুখানি মুখকে কাহিল করে হেসে ফেলল।

বলল—ওটা সঈদার রসের কথা, আমায় ভালোবেসে বলেছে, পাগলা কী শেখাবে! দাঁড়া, নবাবজাদাকে ফোনটা করে রাখি, কাল পাড়াটা ঘুরিয়ে সবার হাতে খোমেইনির ফোটো আর কোরান, দরকার হলে ধরিয়ে দেব, শিয়াদের কাছে খোমেইনির ফোটোর আলাদা চার্ম আছে। পরে এসে আমার আলমারি থেকে নিয়ে যাবি। নবাব পাঠিয়ে দিয়েছে।

ভাবতে ভাবতে ভাটুবাবু মুহূর্তে চাঙ্গা হয়ে উঠল।

আজ থেকে সে ভোটে নেমে গেল।

কাশদিয়াড়ায় ঘন ঘন জীপ আসতে লাগল। মাহমাদুল একিনি এল মোটরবাইক হাঁকিয়ে। ফতে আলির জীপ এসে ভিড়ে গেল।

গোলাপ ফুল সাইকেল হাঁকিয়ে না এসে একখানা জীপ নিয়েই এসেছিল এবার। কাশদিয়াড়ায় পেট্রলের পোড়াগন্ধে বাতাস ভারি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়ে এল। ভাটুবাবু এল এ-গাঁয়ের আত্মীয়ের মতো। সব মেয়ে-পুরুষ ভাটুবাবুকে ঘিরে ধরল।

ভাটুবাবু বলল—কাশদিয়াড়ায় দুটি টিউব-ওয়েল দরকার। উদয় পাশ করুক, আমি ব্যবস্থা করে দেব।

লোকগুলো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল।

একিনি বলল—দুটি টিউব-ওয়েলই চোখে পড়ল? তোদের পাড়ার এতবড় পুলটা ধ্বসে যাচ্ছে, চাদ্দিকে ঝিলবিল রয়েছে, বর্ষায় এবার তোরা ডুবে মরবি, খেয়াল আছে?

সবাই পুলটার দুরবস্থার কথা জানত। ভয়ানক ভয়ংকর ভাবেই উপলব্ধি করত।

পাড়াটা অর্থাৎ গ্রামখানি পুলের একপাশে ঘর বেঁধে রয়েছে। পুলটা যেমন রাস্তা, তেমনি ওটা বাঁধও বটে। কাশদিয়াড়ার প্রহরী। ওটাকে রক্ষা করতে হবে।

মাহমাদুল বলল—মানুষের সঠিক দুঃখটা সবাই বোঝে না, বুঝলি সওদাগর! আমি আল্লা-অলা নই ঠিক কথা, কিন্তু মানুষের দুঃখটা বুঝি। পুল তোদের হবে, ভোট দিলেও হবে, না দিলেও হবে। পাশ আমি করছি।

শরবৎপুর মোতিঝিল আমার নিজের জায়গা। কেয়ামত এসে ধ্বংস না হলে, মানুষগুলো মরে না গেলে, আমায় ঠেকিয়ে দেবার সাধ্য কারও নেই। কেবল একবার তোরা কেমন আছিস দেখে গেলাম। এখান থেকে মাত্র একগুষ্টি ভোট আমার চাই।

—একগুষ্টি ভোট!

সওদাগর মীর্জা চোখ পিটপিট করে চেয়ে রইল।

সওদাগরের গুষ্টিটা এখানে সবচেয়ে বড়। সওদাগরকে কাছে ডেকে মোটরবাইকে লাথি মেরে গর্জে তুলল সমস্ত শরীর, একিনি শব্দের আড়ালে গলা নামিয়ে সওদাগরের কানে কানে কী সব কথা বলে চলল। তার পর বাইকটা লাফিয়ে উঠে পুল থেকে নেমে পাকা সড়কে উঠে আনন্দে মেতে সটান ছুটে গেল মোতিবাগের শহরে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ধূলি-ধূসরিত একিনি যেন ঝড় তুলে গেল। কাশদিয়াড়ায় একটি ছোট্ট ঘূর্ণী পুলের উপর বালিখড় ছেঁড়া কাগজ নিয়ে পাক খেতে খেতে পাড়ার ভেতর দিকে চলে যেতে লাগল।

ফেরু নিমগাছের ছায়ায় বসে ছিল। ওর চোখের সামনে দিয়ে ঘূর্ণীটা চলে গেল। সেদিকে চেয়ে দেখে ফেরু উঠে দাঁড়াল।

সোজা উঠে এসে সওদ্দারের কাঁধে হাত রেখে একিনির চলে-যাওয়া পথে চেয়ে অন্যমনস্ক সওদাগরকে সচেতন করে বলল—একিনি কী বলল তোকে ?

—ভোট চাইছে।

সওদাগর রাস্তা থেকে মুখ ফিরিয়ে ফেরুর চোখে দেখল।

ফেরু কৌতূহল নিয়ে প্রশ্ন করল—দিবি নাকি ?

—দেব বৈকি ! চাচ্ছে, দেব না ? পুলটার সংস্কার হবে, বলি কি, ফেল কড়ি মাখ তেল। দেব না কেন ?

—দিবি ?

ফেরু সওদাগরের কাঁধটা খামচে ধরল, যেন আঙুলগুলো সাঁড়াশি হয়ে গেছে।

—হ্যাঁ দেব। নির্বিকার পুনরাবৃত্তি।

ফেরু একটা শাণিত নিঃশব্দ হাসি মাখল ঠোঁটের রেখায়।

বলল—গোলাপ ফুলের জামানত জব্দ হবে। মনে হয় ?

—হয়।

—আমি তোর টাঙ্গা জব্দ করে দেব বলে রাখলাম। যার নুন খাচ্ছিস, তার একটু গুণ গা, বুঝলি ? লোকে এইজন্যেই বলে, মানুষ হচ্ছে মীরজাফর। শালা তুই জাফর নোস, তুই মোহম্মদী বেগ, দানসা ফকির। কালই তুই টাঙ্গা পৌঁছে দিবি। যার টাঙ্গা, সেই ভাটু মোক্তারকে পৌঁছে দিয়ে আয়। নেমকহারাম, আমি তোর গুষ্টির ইয়ে মারি শালা !

বলে ফেরু গরগর করে চলে এল নিমতলার ছায়ায়। ভোটের এই তিনদিন সে একরকম টাঙ্গা বন্ধ করে দিয়ে দেশ রক্ষা করছে।

www.BanglaBook.org

ভোট এদের কারও কারও জীবনে পশু-বোধের মতন। সেটাকে তারা পাহারা দেয় শাবকের মতন। কে বুঝি ছিনিয়ে নেয়, সেই ভয়ে যাকে পায় শিং উঁচিয়ে তাড়া করে।

আদতে জানে না, সে কী পাহারা দিচ্ছে, লালন করছে, কেনইবা করছে, ভবিষ্যতে এই জিনিস কী কাজে লাগবে।

সেই পশু-বোধ অবশ্যই পাশবিক। সেই ধ্যান করছে এখন ফেরু। হাতে চিকণ হেঁসো চালনা দেখে পিলে চমকে যায়।

শেষ তিনদিন। একটি দিন চলে গেল। একটি রাত্রি ফুরাল। উত্তেজনা বাড়ছে। আর তিনদিন বাকি। ভাটুবাবুর ঘুম নেই। ফেরুর ঘুম নেই। সঙ্গদাও প্রায় বিনিদ্র। পিংকু রাত্রে পাহারা দিচ্ছে।

নেতা এসে সঙ্গদাকে একদিন বলে গেছেন, পিংকুও ছিল।

বলেছেন—আপনি আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন, খেতে দিয়েছেন, সম্মান করেছেন। এখন আমরা চাইব, ভোটের সময় আমাদের লড়াইটা আপনি বুঝুন। ভোট যেন কারও ইমানদারী খরিদ না করে। সেই লড়াইয়ের আপাতত আপনিও একজন অংশীদার।

সঙ্গদা বলেছে—আশ্‌রা হামী কুছ দেই নি। পিংকু হামাকে আশ্‌রা দিয়েছে।

নেতা বলেছেন—হ্যাঁ ঠিকই। তবে এখন দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল আপনার। অন্যত্র আমাদের লোকবল যথেষ্ট। এখানে সংগঠন অত্যন্ত দুর্বল। দেখবেন, পিংকুর যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, আপনি বেশ সাহসী মেয়ে, আপনাকে আমার দল শ্রদ্ধা করে। আপনার লড়াই এই অবস্থায় দলের লড়াই মনে করবেন। পিংকু রইল।

সঙ্গদা হাসতে হাসতে পিংকুর দিকে নম্র দৃষ্টি হেনে বলেছে—হাঁ, পিংকুজি বন্‌শি বাজাবে, হামি লড়ে যাব। ওহ্‌ হামাকে ইজ্জত দিবে, হামি উর জান বাঁচাব।

নেতা সঙ্গদার সরল শক্তির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ফিরে গেছেন। প্রথম আদর্শের স্বপ্ন-ছোঁয়ায় মানুষ এমনিই উত্তেজিত হয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু তখনই, নেতা চলে যেতেই, কোথা থেকে ফেরু এসে নিঃশব্দে ক্ষুদ্র ভিড়ের নেপথ্যে দাঁড়িয়েছে, সঈদা বা পিংকু জানে না।

ফেরু মুখ বিশ্রী করে বলেছে,—হ্যাঁ। বাঁশি বাজাবে কেষ্ট, আর রাধিকে কাপড় তুলে নাচবে। কেষ্ট ইজ্জত দেয় নাকি লুটে নেয় সঈদা? খেয়াল রাখিস, অনেক নাচ নেচেছিস জিন্দেগীতে, এবার আমি পা ভেঙে দেব।

সঈদা ম্লান হেসে বলেছে—বন্‌শির তুই কী বুঝবি রে টাঙ্গাবালা, চোর কী নিগাহ্‌ হামেশা বোঝ্‌পর। যা হট্‌!

সঈদা পাড়ায় ঘুরছে। মুঠোয় আঁচলের তলায় ওর সিদ্দাগার মৃৎপিণ্ড।

মেয়েদের গিয়ে ধরছে—লে কসম খা। পিংকু নবাবকো ভোঁট দিবি, কসম খা কর কহ্‌ দে!

অনেক মেয়ে কসম খেয়ে বলছে—হাঁ দিব। গোলাপের ছেলের সাথে ভাটুবাবুর মেয়ের বিয়ে! তলে তলে আশনাই দলে দলে ভাগ। সব বুজরুকি।

একিনিও যে, ভাটুও সেই। গরিবের কেউ নাই। আমরা ইজ্জতকে সিজদা করব। কেউ মোদের সারা বচ্ছর মালপোয়া খাওয়াবে না। সব ব্যাটাকে টাঙ্গা টেনে খেতে হবে।

কথা শুনে ফেরুর ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে গেল। সঈদার দিকে চেয়ে চোখে চোখে ধাক্কা লেগে বিদ্যুতের চকমকি জ্বলল।

রাগে শরীর ফুঁসতে লাগল।

পিংকুকে সঈদা বলল—হামি যদি মেয়েগুলোর সামনে বুথের উত্থানে গিয়ে দাঁড়াতে পারি পিংকু ভাই, প্রিত্যেকে ভোট দিবে। সিদ্দাগা ছুঁয়ে কসম খেয়েছে।

ফেরু বিড়বিড় করে বলল—জান বলছে, শালীকে হাপিস করে দি!

কাশদিয়াড়ায় লড়াই বেঁধে গেল। সওদাগরের গুষ্টি আলাদা হয়ে টাঙ্গা সাজাবার বন্দোবস্ত করল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সব শুনে ভাটুবাবু থম্ মেরে গেল। চোখমুখের চেহারা বীভৎস হয়ে উঠল।

ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে বলল—উদয় তার বউয়ের এক পালা গহনা বন্ধক দিয়ে এল গতকাল। ফেল করলে ছেলেটা হার্টফেল করবে।

দরজার মুখের কাছে টুলের উপর বসে-থাকা ঘাড় হেঁট ফেরুকে একবার দেখল ভাটুবাবু।

মনে মনে বিশ্রী একটা গাল দিল।

শুধাল—সওদাগরের গুষ্টির ভোট কত ?

চমকে উঠে মুখ তুলল ফেরু।

—তা প্রায় শতখানেক ভোট তো হবে। নিদেন কম পঁচাশি।

—বাঁজা কত কাটবে, ভেবেছিস ? বাঁজীর মনটা তুই ভালো রাখতে পারলি নে ফেরু !

ভাটুবাবু হাহাকার করে উঠল।

ফেরু বলল—বাঁজা দু কড়ির উপর চলে যাবে।

ভাটুবাবু বলল—এখানেই প্রায় আদ্ধেক ভোট হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে।

—ফতে আলির ভোট ?

—দু কুড়ির কাছাকাছি।

—সর্বনাশ, তবে রইল কি ? ফিফটি পার্সেণ্ট এখানেই খতম। কাশদিয়াড়ার পাঁচশো ভোট, শরবৎপুর তিনশো, মোতিঝিল তিনশো —এই এগারশো ভোট। পাঁচশোর মধ্যে চারশো পোল হবে। শরবৎপুর মোতিঝিল আমাকে একদানা দেবে বলে মনে হয় না।

ওখানে অবশ্য তিনশোর বেশি ভোট পোল হবে না। একিনি আর ফতে মীর্জা আধাআধি খাবে। গোলাপ ফুল আঁচলা মেরে গোটা পঞ্চাশ তুলে নেবে।

এই ধর সাড়ে তিনশো পোল হলে পর, এই হচ্ছে ছবি। তা কাশদিয়াড়া একলা চারশো।

www.BanglaBook.org

চারশোর একটি ভোটও বাইরে যাবার কথা নয়। এখান থেকে আড়াইশো ভোট পেলেও অল্প মার্জিনে উদয় বেরিয়ে যাবে।

—যাবে! অস্ফুট বলল ফেরু।

—যাবে, কিন্তু কী করে যাবে, বলতে পার?

ভাটুবাবু গর্জন করল ক্ষেপে-ওঠা পশুর মতো দাঁত খিঁচিয়ে। কটমট করে চাইল ফেরুর দিকে। চোখে আগুন ধ্বক ধ্বক করে স্তিমিত হলো।

আবার পায়চারি শুরু করল ভাটুবাবু। হঠাৎ থামল। চোখমুখ আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। দুপুর রোদে হাওয়ার ঝাপটা এসে জানলা দিয়ে গায়ে যেন ফোস্কা ফেলে যাচ্ছে।

ভাটুবাবু আরও শঙ্কিত গলায় কথা বলল।

—শরবৎপুর মোতিঝিলে ভোট যদি বেশি পোল হয়। যদি কাশদিয়াড়ার সমান সমান হয়ে যায়। কিংবা কাশদিয়াড়ায় চারশো না হয়ে ধর যদি কিছু কম হয়? ফতে মার্জা নাকি বাড়িতে বাড়িতে কেঁদেকেটে গেছে। শুনলাম বলেছে, সেই হচ্ছে আসল নবাব।

জানে আলি জাল, সুশীলা বাঈয়ের সন্তান। মানুষ সত্যমিথ্যা যাচাই করবে কী করে? সুশীলা বাঈ হিন্দু নর্তকী। কলকাতায় থাকে, কলকাতার যে বাড়িখানা নবাব সুশীলাকে দিয়েছিল, সেটা নাকি জানে আলিকে সুশীলা লিখে দিয়েছে।

এ থেকে নাকি প্রমাণ হচ্ছে, জানে আলি সুশীলারই সন্তান। আগে শুনেছিলাম সুশীলা নাকি জানকে বলে আমায় তুই মা বলে একবার ডাক বাছা, আমি তোকে বাড়ি-সম্পত্তি সব লিখে দেব।

তা নবাব কিছুতেই হিন্দু নর্তকীকে মা বলে ডাকবে না। বাড়ি-সম্পত্তি নেবে না।

ফতে মীর্জা বলছে, জানে আলি সুশীলার ছেলে বলেই নাকি ভাটুর সঙ্গে এত ভাব এত গলাগলি।

দেখ্ ফেরু, ফতে মীর্জা কেমন একখানা উল্‌টো ঘা মারল। খোমেইনির ফোটো হাতে করে জানে আলিকে ফিল্ডে নামাতে এখন আমার ভয়ই করছে।

www.BanglaBook.org

ফতে মীর্জার ভোট আরও বাড়তে পারে। বাঁজী আরও ভোট ভাঙাতে পারে। আপন ঘরের পঞ্চাশ ভোট বাঁজী নষ্ট করে দিচ্ছে। পঞ্চাশটা ভোট, কম কথা!

আমি উদয়কে মোতিঝিলে পাঠিয়েছি, শরবৎপুরে ঘুরতে বলেছি, তবু উদয় পাশ করবি না।...

দীর্ঘক্ষণ কথা বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাটুবাবু ঘেমো টাক মাথা রুমালে মুছতে লাগল।

—পাশ করবে না? ফেরুর মুখ শুকিয়ে গেল।

—করবে কী করে বলতে পারিস? সওদাগর শুনছে না। বাঁজী শুনছে না। বেশি আদ্দেক, প্রায় দশ আনা ভোট এখনই দেখছি, সম্পূর্ণ হাতের বাইরে পড়ে গেছে।

ফেরু বলল—শুনছে না। কিন্তু শুনতেই হবে।

ফেরুর চেহারা মুহূর্তে ভয়ংকর হয়ে উঠল।

—তুই বউকে তালাক দিবি?

তখনও মাথা মুছতে মুছতে এই দুঃখের মুহূর্তেও ভাটুবাবু হো-হো করে হাসতে লাগল। তারপর হঠাৎ মুখ গম্ভীর করে পাল্লাবিহীন আলমারি থেকে একটা বাঁশপাতা কাগজের প্যাকেট উঠিয়ে নিয়ে বলল—নে নিয়ে যা। বাঁজীকে দিয়ে বলবি, ভাটুবাবু পাঠিয়েছে।

—নেবে?

মনে মনে ফেরু বলল, হুগলির মাস্তানের কাছে মাগী আজকাল ইজ্জতের শিক্ষে নিচ্ছে।

ভাটুবাবু ক্ষীণ হেসে বলল—আমার নাম করে দিবি, নেবে না কেন? বলবি, তোমার নাচ দেখে খুশি হয়ে সেবার সেই জিয়াগঞ্জে ভাটুবাবু বুকের ওপর ব্লাউজ ফুঁড়ে সেফটি-পিনে টাকা গেঁথে দিয়েছিল।

একশো টাকার নোট তখনকার কালে, ভুলে যাও নি নিশ্চয়।

আর শোন্: সওদাগরকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবি। বলবি, ভোট তুমি দিও না, একবার দেখা করে এসো। ভাটুবাবু টাঙ্গা কেড়ে নেবে না।

www.BanglaBook.org

যা তুলকি চালে চলে যা। উদয় পাশ করবে। হ্যাঁ রে করবে!

ভাটুবাবু আস্তে আস্তে ফুল ফুটিয়ে হেসে উঠল। ফেরুও হাসল বটে হাসির তালে তালে, কিন্তু উদয় কী করে পাশ করবে সত্যিই তার মাথায় এল না।

শেষ রাত্রির আগের সন্ধ্যা ছুঁই-ছুঁই বিকাল। ভাটুবাবু ফেরুর টাঙ্গায় করে কাশদিয়াড়া ঢুকছে। পথে ভাটুবাবুর মুখ বন্ধ নেই।

মন্থর চলেছে টাঙ্গা। মোক্তার ভাটু অনেক কথা ভেবেছে।

বলল—বুঝলি ফেরু, বাঈজিদের দেহের দখল না পেলে মনের সত্ত্ব মেলে না। কথাটার দার্শনিক ভাব আছে। মনে মনে করি, তোকে বলব, পারি না। কেমন যেন বাধো-বাধো হয়। তুই রাগ করছিস না তো!

ফেরু কোনো জবাব দিল না, ভাটুবাবু ফেরুর নীরবতায় প্রশ্রয় পেয়ে বলল—দেব ফেরু, বাঈজির হাতের পান-পানি অনেক খেয়েছি। সঈদা যখন জিয়াগঞ্জে ছিল, তখন অনেক গিয়েছি সেখানে। পান পানির অভ্যাস তখন ভালোই ছিল। কিন্তু তখন ওই অব্দিই দৌড়। জানতাম না কি করে পৌঁছব।

ফেরু গম্ভীর প্রশ্ন করে—কোথায়?

ভাটুবাবু রুমালে পানের কষ রগড়ে মুছে বলে—ওই যে রঙিন দেহখানা, সেখানে যাবার উপায় কী? টাকা? নাকি কোনো দালাল ধরতে হয়? নাকি সোজাসুজি রৌশন বাঈয়ের বৈঠকি আসরে গেলেই চলবে।

তখন একটা উড়ো উড়ো কথার চল্ ছিল, ওই-সব বাঈজিরা নবাব ছাড়া দেহদান করে না। তাতেই বুঝেছিলাম, আগে দেহ, তার পরে মন। আর সেটা দেহের সঙ্গে দেহের সুসম্পর্ক না-ও হতে পারে।

বাঙালি মেয়েরা আগে মন দেয়, তার পরে দেহ, এখনকার কালের ঘটনা।

www.BanglaBook.org

আগে হিন্দুঘরেও বিয়ে হওয়ার পর দেহদান করে তবেই মনের খোঁজ। এখনও সে-নিয়ম যায় নি।

কিন্তু বাঈজির বেলা দেহদান ঝিল একধারা দখলীসত্ত্ব। যে নিল সে জোর করেই নিত।

বাঈজি ভাবত দান করছি, নবাব ভাবত দখল করছি, এ কারণেই বাইজিরা কখনও সুখী হয় নি। কষ্ট পেয়েছে।

কথাটার একটা দার্শনিক ভাব আছে।

যৌবন কালে, তখন যৌবনের শুরু, আমি অনেক পড়াশুনা করেছি। বড় বড় কিতাবে এই-সব কথা লেখা আছে।

তাই দান আর দখলের দুটি আলাদা মন। তারই বোঝাপড়া ইতিহাসে কতকাল ধরে চলছে। শেষ হচ্ছে না।

সঈদা কারুকে দান করতে পায় নি, ওর দেহ দখল হয়ে গিয়েছে। ফলে ওর স্বভাবই হলো দখলের অভ্যাস। ওকে দখল ছাড়া পাওয়া যায় না। ওর দয়া-দক্ষিণা নেই।

ফেরু শুধাল—আপনি কী করতে বলেন ভাটুবাবু?

বলেই ঘোড়ার গায়ে মৃদু ছিটকি মোলায়েম আছড়ে নেয়। চোখে তার ভোররাত্রির মোতিঝিলের আকাশ। শিশির ভেজা ঘাস। ঘোড়ার তীব্র হ্রেষা। শুকতারার করুণাঘন ছবি। আর হিংস্র উল্লাস লাফাচ্ছে।

ভাটুবাবু সহসা অন্য কথায় চলে যায়। বলে—এলাহিগঞ্জের পার-ঘাটার ইজারা নিচ্ছি সামনে সন। তুই ম্যানেজারি করিস্ তো বল, একবার চেষ্টা চরিত্তির করি। তা ছাড়া, টাঙ্গার মহাজনীতে লাভ কই? ভোটটাই লাভ। তা যদি ফের বসে থাকে মানুষ। লাভের গুড় পিঁপড়েয় খাচ্ছে। বেশির ভাগ শালোরা টাঙ্গা বাইছে, মহাজনের হিস্যে দেয় না। নানান ঝকমারি। এবার সব্বাইকে বলব, তোর হাতেই যেন ভাগের ভাগ নগদানগদি দিয়ে দেয়।

ফেরু পূর্ব-প্রসঙ্গ চায়।

বলে—সঈদার রঙিন দেহ তো আর নাই ভাটুবাবু। কেমন

www.BanglaBook.org

তামা হয়ে যাচ্ছে। নাচফাচ সব ভুলে গিয়েছে। ভেবেছিলাম, ওকে দিয়ে একখানা ব্যবসা খুলব। কিন্তু ও যে কিছুতেই পান-পানির দিকেও এগোয় না।

এখনও ভাবে, কোনো একটা নবাব, ভালো নবাব, ওর কাছে আসবে। তাই বেলাতকে ডেকে এনে বাঁশি ধরিয়ে দিয়ে মাঝে মাঝে নাচত। সেই বেলাতও পাগলা হয়ে গেল।

ভাটুবাবু বলে—বাঈজি গেছে। এখন বাঁজী আছে। একটা রঙ চলে গিয়েছে, কিন্তু আরেকটা রঙ নতুন করে ধরেছে। তোর চোখ নেই। আমি দেখতে পাই।

ভাটুবাবুর চোখ হালকা ঘোর হয়।

সে দেখে একটা রঙ মুছে যাওয়ার পর, আরও একটি শ্যামল রঙ একটা সুনাম হয়ে সঈদার শরীরে মিশেছে। ইরানী আতর নয়। বসরাই গুলাব নয়। সালোয়ার কামিজ উড়নী নয়। ঘুঁঙুর নয়, বিড়ি-উলী। শরীরের চমক চলে গিয়েছে। বিদ্যুৎ অন্তর্হিত। এসেছে ঘাসপাতার সবুজ কালো স্থির জলের পুকুর থেকে ওঠা শ্যামলী গন্ধ, শিরশির-করা জলজ মেঠো ঘ্রাণ।

খেতে না পেয়ে শরীর শুকিয়ে সর্বহারা। এই দেহকে যৌন-পীড়ন করার মধ্যে সুখের কী গন্‌গনে স্ফূর্তি। হোটেলে-বারে কোথাও এই শোচনীয় দুঃখিত সৌন্দর্য উপহার মেলে না।

মোটা গোল মেদ-উতল দেহে ঘরের বউ দেয় বর্তুল বিস্বাদ, রবাটের প্রাণী-দেহ যেন-বা, বিছানায় গড়াচ্ছে, স্পর্শে কোনো বিজলি চমকানি নেই, নেই শির্‌শির্ করা নেশা।

সঈদা এক চমৎকার ধর্ষণের সর্বহারা চিৎকার, সেই চিৎকার এক নেশার সংগীত। চাই আমার।

ভাটুবাবুর দুই চোখে মাদকতা উড়তে থাকে।

বলে—তোকে একদিন সব কথা বুঝিয়ে দেব ফেরু। পয়লা মনটা খানিক বড়লোক করে নে। এই চাষাদের হাটে তুই একটা আস্ত নবাব। চ। তাড়াতাড়ি হাঁকিয়ে চ দেখি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফেরুর ঘোড়া এতক্ষণে গাধার মতন নিচু খাদে তুচ্ছ অবহেলিত হ্রেষা, ছোট ছোট কাটা কাটা হ্রেষা দিতে দিতে এগিয়ে চলে।

ফেরু মনে মনে বলে—ভাটু আমার বউয়ের সঙ্গে শুতে চাচ্ছে, নইলে নাকি ভোট হবে না। আচ্ছা বেশ। তাই কি?

নাজির মীর্জা, তসলিম মীর্জা, জাকু মীর্জারা সঈদার কথায় বশ হয়ে গেছে। শেষ রাত্রি আজ।

সন্ধ্যার পর ভাটুবাবু এসে পৌঁছল। হাতে একটা মস্ত ফোলিও ব্যাগ। পেটটা শক্ত হয়ে ফুলে আছে। ফেরুর দাওয়ায়, সঈদার দাওয়ায় বসল জাঁকিয়ে।

বলল—নাজিরদের ডেকে নিয়ে আয় ফেরু।

পিংকু তখনও পার্টি অফিস থেকে বেরিয়ে কাশদিয়াড়ায় পৌঁছতে পারে নি।

নাজির, তসলিম, জাকু এসে দাঁড়াল। তাদের বউরাও এসেছে। দরজার মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে সঈদা।

ভাটুবাবু ব্যাগের চেন টেনে হাত ঢোকাল।

এক তাড়া নোট বার করে এগিয়ে ধরল—নে, নাজির হাত বাড়া।

নাজির বা তসলিম বা জাকু কেউ হাত বাড়াল না।

ভাটুবাবু অবাক হয়ে বলল—নিবি না? তোদের পাঁচখানা টাঙ্গা আমি ভাড়া করছি। নে। মেয়েদের খুব ভোর ভোর পৌঁছে দিবি। বেলা হলে বুড়োদের নিয়ে যাবি। নে, টাকার ওপর রাগ করতে নেই।

নাজির সঈদার চোখের দিকে চাইল, সঈদা পাল্লা ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

কাশদিয়াড়ার জীবনে এমন প্রতিবাদী মিষ্টি রাত কখনও আসে নি।

সঈদার চোখে জল ভরে এল। সঈদা নিশ্চিত, নাজির হাত বাড়াবে না।

দেখ লুকমানজি, মেরা নবাব! তুমি কি মুতালীদের এইরকম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখতে চেয়েছিলে? তোমার কষ্ট কি ছিল হে বনশিধারী? হায় পাগল! তুমি কী চেয়েছিলে?

নাজির একটু বাদেই গুগুলির চাট দিয়ে তাড়ি গিলবে। ওর ছেলের পরনে জামা নেই। শীতে ওর বাছারা পুলে বসে ছেঁড়া কাপড় গায়ে ঠকঠক করে কাঁপে আর রোদ পোহায়। এদের দুঃখে তুমি কেঁদেছিলে হে শায়ের!

তোমার বাঁশি শুনে দিশে হারিয়েছি একদিন। পিংকুজির বাঁশি শুনে এই শূনী জিন্দেগী ভরে গেল আমার।

তুমি দেখলে আনন্দ পেতে, চোখে লোভের কষ্ট কিছু আছে, তবু নাজিরের হাত উঠছে না। আমি তোমার পাঠশালা খুলে দিয়েছি দেখলে না লুকমানজি! হায় নবাব তুমি দেখলে না!

ইস্, এখনও পিংকু নবাব আসে না কেন? দেখে যাও পিংকুজি, ম্যায়নে ক্যা কিয়া, মানুষ খাড়া হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সেই একটা দেশের গন্ধ আমি পাচ্ছি, তুমি আমায় সেই দেশে পৌঁছে দেবে তো! তুমি আমার জিন্দেগীর আখরি নবাব, তুমি আমার শিশু, আমার শিহরিত গোলাপ।

তুমি লুকমানজির গন্ধ মেখে এসেছ। তুমি আমার খুয়াব কী খসবু। তুমি আমার কারবালা, স্বপ্নের মদিনা তুমি। তুমি আমার আত্মার শুদ্ধি, রুহ্ কা গজল, আবে জমজম, জমজমের ফোয়ারা।

এই সিদ্দাগার মাটিতে তোমাকে আমি ধরে আছি। দেখে যাও আলি মওলা হোসেন-অলা জিন্দেগীর নয়া মাতম তুলেছে। চোখে লোভ চলে যাচ্ছে, ইজ্জতের রৌশনী ফুটে উঠছে।

নাজির বলল—টাকা আপনার কাছেই রেখে দেন বড়বাবু। আমরা নিজেদের টাঙ্গাতেই মেয়েদের টেনে নিয়ে যাব। টাকা লাগবে না।

ভাটুবাবু চালাক লোক।

বলল—বেশ তো, টাকা নাই বা নিলি, ভোট দিবি তো! টাকায় এত ঘেন্না কেন বুঝলাম না। টাকার চেয়েও সংসারে বড় জিনিসটা কী, মাথায় আমার ঢুকল না।

www.BanglaBook.org

—ঢুকবে না বড়েবাবু। ওহ্ তো বহত্ কঠিন চীজ আছে। ওটা মাথায় রাখবার জগহ্ নাই আপনার। ওহ্ চীজ পৈদা করতে হয়। টাকার গাছে ওহ্ চীজ ধোরে না। সব আদমীকে বীচ্ সব চীজ থাকে না। আপকে অন্দর ইজ্জৎটা নাই। নহী তো ইয়ে কপড়া ভেজে বোটের লোব দেখাতে ডর লগতা। লে জাইয়ে।

বলে সঈদা কাপড়ের বাঁশপাতা কাগজ মোড়া মোড়ক দাওয়ার উপর ছুঁড়ে ফেলল। সেই শব্দে ভাটুবাবু ঈষৎ চমকাল।

তখন সওদাগর এসে পৌঁছল। ফেরুর সর্বাঙ্গে আগুন ধরে গেল।

সঈদার আচরণে সলজ্জ হেসে ভাটুবাবু কিঞ্চিৎ সংকুচিত হয়ে বলল—ঠিক আছে। ঠিকই আছে। আমি শাড়িটা নিয়েই যাচ্ছি। তবে তোরা সব সৎ মানুষ হয়ে গেছিস! তোরা আর টাকা-পয়সা চাস না। সব বড়লোক হয়ে গেছিস্ বুঝতে পারছি।

কি গো সওদাগর, তোমারও কি খিদেতেষ্টা নেই নাকি? এনেছিলাম তোমাদের জন্যেই, তা তোমরা হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলছ! সওদাগর?

সওদাগর দূরে দাঁড়িয়ে বলল—টাঙ্গামাঙ্গার ব্যবস্থা তো হামরা করেছি বড়বাবু। সব ঠিক আছে।

—অ।

ফেরু পাশে থেকে বলল—একিনি এসে সওদাগরকে গোল্লা খাইয়ে গেছে।

—হুম্!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নোটের তাড়া ব্যাগে ঢুকিয়ে ভাটুবাবু বলল—চ ফেরু। একটু চক্কর মেরে আসি।

—মোতিঝিল যাবেন? শুধাল ফেরু নবাব।

—হ্যাঁ। চ যাই।

কথার সুরে হতাশা মাখামাখি। টাঙ্গায় গিয়ে উঠে বসল মোতিবাগের মোক্তার। টাঙ্গার তলে ভৌতিক ঝুলন্ত আলো চলার ধাক্কায় দুলে উঠে পুল দিয়ে ছুটে পাকা সড়কে নেমে গেল। সেই দিকে চেয়ে রইল সঈদার দুটি রহস্য-সুন্দর গভীর উজ্জ্বল চোখ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পিংকু দাওয়ায় না উঠে পাড়ার মধ্যে ঘুরতে চলে গেল। সারারাত আজ জেগে কাটাতে হবে। অনেক রাত্রি করে ঘরে ঘরে গেল পিংকু। সবাইকে সাবধান থাকতে বলল, সতর্ক আর সজাগ।

তাড়ি আর মদের গন্ধে সারা পাড়া থৈ থৈ করছে। কোথাও নাক পাতা যাচ্ছে না। একিনি মদের বোতল পাঠিয়েছে সওদাগরের গুষ্টিকে। নাজিররা অগত্যা তাড়ি গিলে মাতলামি করছে।

রাস্তার অন্ধকারে পাগল বেলাত পার্সী শৈরি গুনগুন করছে। লোকটির পেটে এককালে কালির আঁচড় পড়েছিল বোঝা যায়। বেলাত গাইছে ঃ

কাশে না মাদ কি দিগর বা
তেগে নাজ কুশী
মগর কি জিন্দা কুনী খলক রা
বা বাজ কুশী।

ওর মুখে বাংলা উর্দু সমান সচ্ছল।

হা বাদশা নাদির শা! তোমার মহব্বতের তরবারি এমনই নিষ্ঠুর হে। সেই তলোয়ার আজ কারুকে জিন্দা রাখে নি। তামাম দিল্লী শুনশান হয়ে গেছে। কেউ নেই। গোরস্তান হয়ে গেছে।

এখন তুমি কাকে খুন করবে সম্রাট! যারা মরে গেছে। মুর্দা হয়ে গেছে। তাদের জিন্দা করো আর খুন করো। জিন্দা করকে খুন বহানা হ্যায়।

বেলাত হাঁকছে টেনে সুর করে ঃ

দরবারে আলম, আইয়ে মেহেরবান! তলোয়ার লেকর হাথমে, আইয়ে! টাঙ্গা লেকর আইয়ে! ভোট কা সন্দেশা ভেঁট লেকর আইয়ে জাঁহাপনা, হম শের ঝুকাকর আপকে ইন্তেজামমে লগ গয়ে হ্যাঁয়।

দেখিয়ে আপকে খুশিকে লিয়ে পাগল বেলাত মীর্জা হয়ে শৈরি পেশ করতা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হুজুরে আলম, আলমপানা আপ আইয়ে কাশদিয়াড়কে পুল পর, ফেরু নবাব ফিটন চলাকর আপকে পাশ গয়ে হোঙ্গে, আপ সঈদাকী গোস্তাকী মাফ কর দীজিয়ে হুজুর !

পিংকু বেলাতের সুর শুনতে শুনতে ডাকল—সঈদা দিদি !

সঈদা দরজা খুলে দাওয়ায় মাদুর পেতে দিল। দরজার মুখে নিত্যকার মতো বসে বলল—তমিজ মীর্জা একিনির দিকে ঝুঁকে গেল, উস্‌কো রোকা গেল না।

পিংকু বলল—জানতাম। কোমর শক্ত করে সবাই কি আর দাঁড়াতে পারবে ? সামান্য টাঙ্গায় চড়বার খাতিরে অ্যাদ্দিন সবাই ভোট করেছ, এই প্রথম অন্যরকম হচ্ছে।

—হ্যাঁ, এখোন কী মনে লাগছে তুমহার ? কৌন পাশ কোরবে ? হামরা কি কোরতে পারব ?

পিংকু কথাটার অপ্রত্যক্ষ উত্তর দিল, যার মানে হলো, পাশ করবার আশা নাই, তা হোক। তবু আমরা জিতেছি।

পিংকু বলল—উদয় ফেইল করছে। মহাজনী প্রভুত্ব খানিকটা খর্ব হবে।

সঈদা এত শক্ত বাংলার কী যে মানে বুঝল সেই জানে।

একটু পর সঈদা পিংকুকে এককাপ ফুটন্ত বাষ্পময় চা এনে দিল। রাত্রি বেড়ে চলল।

চা খাওয়ার পর মাথায় বালিশ টেনে মাদুরের উপর গড়িয়ে পড়ল পিংকু।

সঈদাকে বলল—ঘুমিয়ে পড়লে ডেকে দিও।

তারপর টেনে টেনে গাইতে লাগল :

উই শ্যাল্ ওভার-কাম সাম ডে
উই শ্যাল্ ওভার-কাম সাম ডে
আমরা করব জয় নিশ্চয়

এমন গান, গজল পারদর্শিনী সঈদা কখনও শোনে নি। চমৎকার দৃঢ় শক্ত মানুষের কব্জির মতো বলিষ্ঠ এই গান। সাদা সুরে এত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শক্তি ভাবা যায় না।

সঈদা জানতে চাইল, এটা কি আংরেজি গানা? তর্জমা কী বলছে?

পিংকু বলল—তর্জমা বলছে, আমরা জিতব। একদিন আমরা নিশ্চয় সব দুঃখ অন্ধকার পেরিয়ে জয়ী হব। আমাদের এত লাঞ্ছনা থাকবে না। সব কষ্টের অবসান হবে। সব চোখের জলে মুক্তা ঝরবে। আমাদেরকে একটি রক্তের নদী পার হতে হবে।

বলতে বলতে থেমে পড়ে পিংকু। মুখের মধ্যে বক্তব্য জড়িয়ে যায়।

এখানে গাছের শুকনো ডালে পেচকের মতো কালো কুচ্ছিত ভয়ংকর পেচক বাস করে। যাদের নিজস্ব ঘোড়া ও টাঙ্গা নেই, মহাজন তাদের প্রয়োজন হলেই মাগনা নিজের পরিবারের মাল বইয়ে নেয়, মন বললেই টাঙ্গা করে মোতিবাগের পথে পথে হাওয়া খেয়ে বেড়ায় মনিব।

প্যাসেঞ্জার ধরেও ছেড়ে দিতে হয়। সেদিন ঘোড়ার খাস, গুড়ভূষির রোজগারও হয় না। বাড়িতে চুল্লি জ্বলে না। ছেলেপুলে না খেয়ে থাকে।

পেচক বাস করে শুকনো ডালে, লাউডগা খেলে বেড়ায়।

এরা তাড়ি খায়। যেমন চীনারা আফিম খেত। এত দরিদ্র, তবু এরা মুতা রাখে। মক্তব মাদ্রাসায় আমপারা পড়ে ছেলেমেয়ে। নবাবের প্রতিষ্ঠিত আধুনিক 'নবাব হাই' চেনে না।

মৌলবী মৌলানার ধমকি এই জীবনকে ছিটকির মতন শাসন করে ফেরে।

চীনারা আফিম খেত। কিন্তু তারা জেগেছিল একদিন। জেগেছিল যে প্রেরণায়, যে-মন্ত্রশক্তির আঘাতে, চীন বলছে আজ সেই শক্তি বুড়ো হয়ে গেছে। ব্যাকডেটেড। কী মর্মান্তিক উচ্চারণ!

আর সরকারি ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত বামপন্থীরা বলছে, ভোটের পথই বিপ্লবের পথ। সংসদীয় রাজনীতির বেড়াজালে আটকা পড়ে মার্কস সাহেব হেথায় পথ হারিয়েছেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভোটের মরশুম এলে গুহা থেকে নুড়োর ধোঁয়া খেয়ে শৃগাল বাইরে আসে। যেমন এসেছে উনিশ মাস- তমসালিপ্ত জরুরি অবস্থার পর।

রিলিফের মাটি পড়ে রাস্তায়। কাশদিয়াড়ায় পুল-সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। বোতল বোতল মদ পাঠানো হয়। ভোটের প্রাক্কালে উনিশ মাসের পর এক ভোরে একিনির দলের হাতে নকশালকর্মীর খুন হওয়া জখমি লাশ সমাজবিরোধী অজুহাতে মোতিবাগের রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে থাকে।

তারই পাশ দিয়ে মন্ডপ ফেরুর টাঙ্গা মসৃণ পথ টলতে টলতে পার হয়ে যায়।

চীনারা একদিন আফিম খেয়ে ঘুমিয়ে থাকত। বেলাতের মতন অজস্র পাগল ছিল চীন দেশে। বেলাত বাঁশি বাজাতে পারত।

দক্ষিণপন্থীরা বলে, সৎ সরকার হলেই দেশ ভালো চলে। সাম্প্রদায়িকতা থাকে না। প্রাদেশিকতা থাকে না। শুয়োর আর গরুর চর্বি দিয়ে সিপাহির টোটা বা গেরস্তের সাবান তৈরি হয় না। দেশ ভালো থাকে।

দারিদ্র্য চলে যায়। মুতালীর বুকের তলায় তীব্র সুখ ছলছলিয়ে ওঠে। তার জন্য উপায় হচ্ছে, ভোট।

বামপন্থী ভোটবাবুরা আরও এক কাঠি সরেস।

তারা বলে—ভোটের পথ ধরেই একদিন দেশে বিপ্লব আসে। মুতালীরা মনে করে, তখন, এই যে বিপ্লব, সেটা এক ভয়ংকর তামাশা জুলুস। রঙ-বেরঙ্গী খুন। ডাকাতি। ধর্ষণ।

অতএব চালাও গাড়ি মোতিবাগ। কোই নহী রুকেগা। আমরা শালা কোনো বাঞ্চৎকে বিশ্বাস করি না। মদ খেলে সব ঘোড়াই খোয়ারি করে, ভোট হচ্ছে একপ্রকার তাড়ি। খেয়েদেয়ে মৌজ করে জীবনটাকে ফুটিয়ে দাও একখানা হিন্দি নায়িকার রঙিন ছাতার মতন। ব্যস!

সেখানে পিংকু একটি ভিন্ন স্বপ্নের কথা বলতে চায়। তারই

www.BanglaBook.org

সুদূর-স্পৃষ্ট ইশারা লেগেছে সঈদার চোখে, প্রায় অসম্ভব এই সাফল্য।

বোকা মেয়ে তাই পিংকুকে বিশ্বাস করল। কারণ মুতালীরা বাস্তব বোঝে, স্বপ্ন বোঝে না। অসম্ভব স্বপ্ন দেখে না। সঈদা দেখতে চাইল।

একটি বোকা বাঈজি অস্পষ্ট একটি খুয়াব তৈরি করল এবারের ভোটের সময়।

এইভাবে প্রত্যেক দেশে একটি স্বপ্ন থেকে রক্ত ও সূর্যোদয়ের পথ শুরু।

পিংকু ফের বলে ওঠে—আমাদের একটি রক্তের নদী পার হতে হবে।

মনে মনে বলল—ভোটও সেই যুদ্ধের অন্তর্গত। ভোটবাজ দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের মাঝখানে একটি ছোট যুদ্ধক্ষেত্র। কারণ সেখান থেকেই সঈদাকে আবিষ্কার করা সম্ভব। নাজিরদের উদয়।

পিংকু বলল—একদিন জনগণ হবে পৃথিবীর নবাব। আলি মওলা সেদিন বেহেস্ত থেকে দেখে খুশি হবেন যে তাঁর সঈদা রাস্তা খুঁজে পেয়েছে।

—হ্যাঁ পেয়েছি। সঈদার চোখ দিয়ে মুক্তো ঝরে পড়ল। পিংকুর মুখের দিকে চেয়ে বুক ভরে শ্বাস টেনে তার বুকটা পূর্ণ হয়ে গেল।

পিংকুর চোখ ঘুমে বুজে এল। সঈদা পিংকুর গায়ে হাত দিয়ে ডাকতে গিয়ে থেমে গেল। অস্বাভাবিক প্রবল আবেগে বুকখানা ভেঙে যেতে লাগল।

চৌকাঠে বালিশ রেখে ঘরের ভেতরে মেঝেয় শুয়ে আবেগের বন্যায় ভাসতে ভাসতে সঈদার চেতনা নতুন এক বোধের আলোয় ভরে ওঠে।

মনে মনে বলে—আলি মওলা দেখছে আমি সব পেয়েছি। সব। আমার নবাব আমারই শিয়রে ঘুমিয়ে রয়েছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সঈদা বার বার ঘাড় তুলে পিংকুর মুখখানি চিমনি-লণ্ঠনের আলোয় দেখে নিতে লাগল। ক্লান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে, ঘুমিয়ে থাক। পরে ডেকে দেব।

হায়! কোথাকার ছেলে কোথায় এসেছে।

ঘুম এল না সঈদার। সঈদা উঠে বসল।

পিংকুকে আবার চেয়ে দেখে নিঃশব্দে বলতে লাগল—আমায় তুই নিয়ে চল্ ভাই। এখানে আমার বড় কষ্ট।

হঠাৎ মনে হলো, পিংকু কোনো মানুষ নয়। এ এমন এক বাস্তবিক স্বপ্নেরই মঞ্জিল, যা খুবই কাছে, অথচ কতদূর। সেখানে পৌঁছেই তার জীবনের সব প্রার্থনা ফুরায়, সব হারিয়ে সব পাওয়া যায়। প্রবৃত্তির সব নিবৃত্তি সেখানে।

এ তার নবাব নয়, তার শিশু নয়, এ যেন একটি জীবনজয়ী সুরের শরীর। হৃদয়ের শেষ রক্তপাত।

সঈদাকে পৌঁছতে হবে। রক্তগত সেই অভিযাত্রার আর দেরি নেই। কখন যে ভোর হবে! এ কথা সঈদাও অনুভব করেছিল।

সঈদা উঠে দাঁড়াল। অন্ধকার রাত্রির পেটে হাওয়ার মত্ত বেগ। রাত্রির বাতাসের খিদে মিটছে না। এত হাওয়া উথাল-পাতাল তবু রাত্রি কাঁদছে।

বারান্দা থেকে চেয়ে দেখল সঈদা, রাস্তায় বিন্দুমতো আলো পিচের বুকে ছুঁয়ে এদিক পানে ছুটে আসছে। টাঙ্গার আলো। মধ্যরাত্রি পার হয়ে যাচ্ছে। সব অন্ধকার। আকাশে কালো মেঘে চাঁদ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে বার বার। সব বিলকুল অদৃশ্য।

সঈদা ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। টাঙ্গা এসে পৌঁছল। বেলাতের কণ্ঠস্বর থেমে গিয়েছে।

ফেরু ঘোড়া বাঁধল চেন দিয়ে নিমগাছে জড়িয়ে। পা টলছে। দাওয়ায় শুয়ে রয়েছে শত্রু।

টাঙ্গা থেকে তিনজন নেমেছে। একজন এগিয়ে এল নিমগাছের কাছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পিংকুর প্রায় মাথার কাছেই দারয়ায় লাগোয়া নিমগাছের শরীর। একটু দূরে আরও একটি নিম। দাওয়ার গাছেই ঘোড়া বাঁধা হলো।

ফেরু দাওয়ায় উঠে পা টিপে টিপে খুব সন্তর্পণে দরজার শেকল তুলে দিয়ে নেমে গেল। একজন দূরে দাঁড়িয়ে রইল।

একটু বাদে দুজন বাড়ির ভেতরে ঢুকল। উঠোনে দাঁড়াল।

ফেরু ডাকল—সঈদা?

তারপর পাশের লোকটিকে ইঙ্গিত করল—যান, ঢুকে যান। দরজা খোলাই আছে।

লোকটি ঘরে ঢুকে দেখল আলো নিভে গেছে। পায়ের ধাক্কায় দরজার মুখে রাখা সঈদার তেল নিঃশেষিত লণ্ঠনটা ভেঙে কাঁচ হয়ে গেল।

লোকটি ঢুকে পড়তেই ভেতর থেকে এদিককার অর্থাৎ বাড়ির উঠোনের দিককার দরজাতেও বাইরে থেকে শেকল উঠে গেল।

ভেতর থেকে বারংবার ধাক্কাতে থাকলে এক সময় সঈদার এই ঢিলে শেকল আপনা থেকে খুলে যায়। কিন্তু ধাক্কাতেও সময় লাগে।

যাই হোক। এখন শেকলের কথা নয়। এখন অন্য এক অন্ধকূপের ইতিহাস।

একটি বিশিষ্ট লোমশ থাবা অন্ধকারে সঈদার বুকের দিকে এগোয়। ঠিক একই মুহূর্তে আর একটি থাবা পিংকুর মুখে গিয়ে চেপে বসে। একটা ছোঁ মেরে পিংকুকে উঠিয়ে নেয় লোকটা।

অন্ধকারেও পিংকু বুঝল, সেই তাড়ি-খোর যণ্ড লোকটি তাকে শূন্যে তুলে ফেলেছে। পিংকু চিৎকার করতে গিয়ে পারল না।

ঘরে থেকে চাপা আর্তনাদ ভেসে এল—পিংকুজি, দরওয়াজা খোলো!

সঈদা প্রথমে ফেরু নবাব ভেবে কিছু বলে নি। কিন্তু মুহূর্ত পরই চিৎকার করে উঠল।

ফেরু দ্রুত পায়ে বাইরে এসে ছুটে গেল সোজা সালেহার ঘরে। গায়ে ধাক্কা দিয়ে ডেকে ঘুম ভাঙিয়ে দিল।

www.BanglaBook.org

বলল—ওঠ্! ওঠ্! উঠে পড়্! জেগে থাক্। ঘুমিয়ে যাস নে। আমি এক্ষুণি আসছি। রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে আছে।

ফেরু আবার রাস্তার অন্ধকারে এসে দাঁড়ায়।

লোকটি শূন্যে তুলে পিংকুকে গ্রামের এক প্রান্তে মাঠের মধ্যে এনে ফেলল। তার আগেই অন্য একজনের সাহায্যে দাওয়ার উপরই পিংকুর দু-হাত পেছনে দুমড়ে বেঁধে নিয়েছে। মুখেও ফাঁস আটকানো। দৌড়ে ছুটে এল। তারপর এক ঘুষি মেরে মাটিতে ফেলে দিল।

পিংকু কাঁদতে লাগল। ফাঁকা মাঠ। অন্ধকার। গলা এমনই টিপে ধরেছিল যে মাথার মধ্যে দৃষ্টির পেছনে মাঠের মতোই অন্ধকার ছেয়ে ফেলেছে।

পিংকু অন্ধকারে ছুটে পালাতে গিয়ে সদ্য ঘুমভাঙা চোখে কিছুই ঠাওর করতে পারছিল না। হঠাৎ একটি চাপ্পড় এসে আঘাত করছিল আর সে মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছিল। সমস্ত শরীর অবসন্ন হয়ে আসছিল।

ডিপ-টিউব-ওয়েলের জল-গড়নের কাদায় শুয়ে পড়েছিল পিংকু। পড়ে গিয়েছিল। লোকটি ফেলে রেখে চলে আসার আগে পিংকুকে উলঙ্গ করে ফেলেছিল।

সহসা কোমরে হাত চালিয়ে দিয়ে শায়িত অর্ধচৈতন্য পিংকুর প্যান্টের বোতাম খুলে ফেলেছিল। উপুড় করে ফেলেছিল।

তারপরের মতলব কাগজে বাংলা ভাষায় লেখা চলে না।

পিংকুর জাঙ্গিয়া অব্দি খুলে ফেলেছিল। পিংকুর বুকের মধ্যে বীভৎস কুচ্ছিত শ্বাসরোধী বিবমিষার অনুভূতি ছলাৎ করে দৌড়ে যাচ্ছিল মুহূর্তেই। চৈতন্যের শেষ প্রান্তে অগ্নিক্ষরা সংবিত লাফিয়ে উঠতেই সচেতন পিংকু দু-পা পেছনে সমগ্র শক্তি দিয়ে ছুঁড়ে মেরেছিল। লোকটির তলপেটে গিয়ে আছড়ে পড়েছিল জোড়া পায়ের তীব্র লাথি।

এমন সময় ফেরুর ডাক শুনে লোকটি পিংকুকে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল। বিক্ষিপ্ত টর্চের অস্পষ্ট আলো পড়ছিল মাঠের মধ্যে।

www.BanglaBook.org

পিংকু ক্লান্ত হয়ে শুয়ে রইল কিছুক্ষণ। সঈদা দিদির কী হচ্ছে কিশোর পিংকু সমস্ত শরীরে অনুভব করছিল। এ কথা নেতাকেও বলা যায় না।

পিংকু ধীরে ধীরে উঠে ডিপ-টিউব-ওয়েলের জল-চেম্বারের লোহার পাইপে পেছনের দু-হাত বাধিয়ে টেনে বাঁধন খুলে ফেলেছিল। ওর চোখে মুখে গায়ে রাত্রির নোংরা দাগগুলি কাদার ছাপ-ফেলে গিয়েছিল।

পিংকু জামা-কাপড় কুড়িয়ে তুলে কাঁদতে কাঁদতে পরে নিচ্ছিল। ওর চোখে মুখে গায়ে রাত্রির নোংরা দাগগুলি কাদার ছাপ ফেলে গিয়েছিল।

এরই মধ্যে অন্য কাজও হাসিল হয়ে গেছে। কাশদিয়াড়ায় মাঝরাত্রির পর, ভোটের আগের রাত্রিতে, আগুন লাগল। গ্রামের এক প্রান্তে আগুনের ফুলকি জেগে উঠে বাড়ির পর বাড়ি গ্রাস করতে লাগল।

তুমুল হাওয়া দিল। হাওয়াকে জড়িয়ে জড়িয়ে উঠল আগুন। দমকা বাতাস লুটিয়ে পড়ে আগুনের মুঠি ধরে টেনে তুলে নিয়ে আরেকটি বাড়ির চালে ফেলে দিল। সারা পাড়া ঘুমিয়ে পড়েছিল। কেউ এই আগুনের রহস্য ধরতে পারল না।

কী অদ্ভুত এই আগুন! বিচ্ছিন্ন সঈদার চালেও সে আগুন বাতাসের পিঠে চড়ে হাউই হয়ে উড়ে এসে পড়ল। দাউ দাউ পুড়তে লাগল সঈদার চাল।

ফেরু ভেবেছিল, এতদূরে আগুন এসে পৌঁছবে না।

মাঠ থেকে আগুন দেখে দৌড়ে পিংকু ছুটে এল। চোখেমুখে নিরাকার বিহ্বলতা।

সঈদার বাড়ির কাছে ছুটে আসে সে। সমস্ত বাড়ি তখন বাতাসে আগুনে লুফালুফি চলছে।

ওই দিকের ভেড়ুলতলা থেকে খুব যেন দূরবর্তী ডাক এল—ফেরু! ফেরু মীর্জা!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফেরু আর ষণ্ড লোকটি ছুটে গেল দ্রুত। তাদের চোখে-মুখে নিরাশা আর আতঙ্ক দপদপ করছিল।

চাঁদের আলো মেঘের আড়াল ছাড়িয়ে ফেটে পড়তে চাইছে পারছে না। কারণ একটির পর একটি মেঘ এসে চাঁদের কাছে নিমেষে জমে যাচ্ছে। হাওয়া অস্থির।

ভাটুবাবু দুজনকে কাছে পেয়ে বলল—খুব ভয় পেয়ে গেছিলি তো!

ষণ্ড বলল—হ্যাঁ, মানে আপনি! ভাবলাম, আর বুঝি বেরিয়ে আসতে পারলেন না, যে আগুন! একেবারে দোজখ!

—হ্যাঁ বেরিয়েছি! বুকে লাথি মেরে বেরিয়েছি! বাঁজী এমন করে জাপটে ধরেছিল, বুকের ওপর থেকে কিছুতেই নামতে দেয় না। যদি জড়াজড়ি হয়ে পুড়ে যেতাম, কী বীভৎস ব্যাপার হতো ভেবে দেখ! শালা পুড়তে পুড়তে বেঁচে গেছি রে, হায়াতের খুব জোর। হাওয়ার যা গতিক! দিব্যি একটা সিনেমা হয়ে গেল ভাই ফেরু!

ভাটুবাবু কথা বলে ভয়ে ধোকাচ্ছে।

আবার বলল—তা আসবার সময় ধাক্কা মেরে মেরে দরজা তো খুলল, কী লজঝর শেকল বাপু! বাইরে বেরিয়েই মাথায় যে কী ভূত চাপল! মনে করছি খুলে দিচ্ছি, আসলে কখন ফের শেকল তুলে দিয়ে এসেছি। লাথি মেরে সটান বেরিয়ে শেকল উঠিয়ে দিলাম। বউটা তোর চলে গেল ফেরু! আর ঘোড়াটা, ওই নিমগাছে কি ঘোড়া বাঁধে? পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তা আগুন দিতে গিয়ে নিজের মুখেই আগুন দিই নি তাই রক্ষে! অমন একটু ছাঁকা তো লাগবেই ভাই!

চ। কারও একটা টাঙ্গা এনে আমায় চট্ করে পৌঁছে দে লোক-জানাজানি হলে সর্বনাশ হবে। ভোরে উদয়কে পাঠিয়ে দেব ঘোড়ার জন্য ভাবিস নে। কালো টাট্টু কিনে দেব।

নে চ। কাঁদিস নে বাবা। বাঁজা বউ মরলে কাঁদতে নেই চ। চ দেখি!

www.BanglaBook.org

সোহাগ করতে লাগল ভাটুবাবু।

সঈদা! সঈদা বাঈ! কাল্লু!

বলে চিৎকার করে ফেরু নবাব সহসা হাউ হাউ কেঁদে ফেললে। এমনটা ভাটুবাবু ভাবতে পারে নি। হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থেকে ভাটুবাবু ষণ্ড লোকটিকে নিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ সব শব্দ গলার মধ্যে আটকে কে যেন বেঁধে দিল। ফেরু আর কাঁদতে পারল না।

সব কিছু চেয়ে দেখতে দেখতে পিংকু এমনই ভয় পেয়ে গেল যে ঊর্ধ্বশ্বাসে পুল দিয়ে দৌড়ে এসে পাকা সড়ক ধরে পার্টি অফিসের দিকে ছুটতে লাগল। রাস্তায় ভাটুবাবুদের পায়ে হেঁটে যেতে দেখে আঁতকে উঠে গলার মধ্যে কেমন একটা ভয়ার্ত শব্দে ককিয়ে থেমে গেল। থেমে পড়েছিল পিংকু। আবার ছুটতে শুরু করল।

ভোর হলো। সব ছাই। সবই ছাই। সব মানুষ পুলের ওপর বসে আছে। আগুন দেখে সমান গুরুত্বে কাচ্চাবাচ্চা এবং টাঙ্গা আর ঘোড়াগুলিকে সামলে ছিল তারা। এখন সবাই বসে আছে। কারও মুখে কোনো কথা নেই।

অন্ধকার থাকতেই উদয় এসে টাকা ঢেলে চলে গেছে। এত দুঃখের মধ্যেও টাঙ্গা চলবে। কিছু কিছু টাকা তো পেয়েছে কাশদিয়াড়ার মানুষ। বিপদের সময় ভাটুবাবুই ভরসা। কেউ আসে নি। কেউ দেখে নি। উদয় এসেছে। পাশ করলে গোটা পাড়াটায় চালা উঠবে নতুন নতুন। পুলটারও হয়তো সংস্কার হবে।

টাঙ্গার জুলুস প্রস্তুত হয়ে গেল। কোনো কোনো পরিবার পিছু একখানা শাড়ি এসে পৌঁচেছে। এবার হাসিমুখে টাঙ্গায় উঠে পড়া উচিত।

ফেরুর বউ সালেহা টাঙ্গা চড়ে ছেলেকে পাট করে কাঁধে ফেলেছে। সবাই আস্তে আস্তে উঠছে।

সওদাগর-গুষ্টির সবটুকুই ছাই। ওদের ওটা পশ্চিমপাড়া, আগুন

www.BanglaBook.org

প্রথম সেখান থেকেই ধরেছিল। পুব-পাড়ার দু-একটি ঘর এখনও বে-আতসী অক্ষত।

তবে ছাই হচ্ছে ছাইই। আসবাবপাতি আধেক নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ওই দু-একটি আন-পোড়া বাড়ি যেন সমস্ত ভস্মীভূত সংসারকে বিদ্রূপ করছে।

ছোট ছোট ঘরগুলিতে আসবাবপাতি বেশি থাকে না। ছোট ছোট চালাঘরের সংসারগুলি থেকে যে যেমন পেরেছে বদনা, থালাবাসন, ঘটিবাটি, কাঁথা বাঁচিয়েছে। কেউ দড়ির খাটটা আগুনের মধ্য থকে বাইরে ছুঁড়ে দিয়েছে।

সব এখন রাস্তায়। ঘোড়াগুলি। টাঙ্গা ঘরকন্নার সম্পত্তি। সবাই এরা শরণার্থীর মতো চোখে দুঃস্বপ্ন নিয়ে বসে আছে।

সওদাগরদের ক্ষতি হয়েছে সব থেকে বেশি। তারা বোধ হয় ভোট দিতে যাবে না। তাদের কোনো প্রস্তুতি নড়াচড়া দেখা যাচ্ছে না। অন্যরা সবাই তৈরি হচ্ছে। মেয়েরা গাছের আড়ালে গিয়ে আগুন থেকে বাঁচিয়ে তোলা শাড়ি-ব্লাউজ পরে নিচ্ছে।

নতুন কাপড় পরতে অনেকেরই লজ্জা করছে, কারণ তাদের ঘর পুড়েছে। তা ছাড়া সবাই তো আর ভাটুবাবুর শাড়ি পায় নি। যারা পেয়েছে, তারা গোপন করে যাচ্ছে। কিন্তু পারছে না।

ফেরু বসেছিল। ফেরুর চোখে জল নেই। মুখে কথা নেই। সেই যে কান্না আটকে গেল গলায় আর সে কাঁদে নি। কথা বলে নি।

একটা কুকুর পোড়া বাঁশ কাঠে মুখ রেখে শুঁকছে। লেজ নাড়ছে। আর তদন্ত করে চলে যাচ্ছে। মৃত পোড়া শক্ত হয়ে কাত হয়ে শূন্যে পা-তোলা কাল্লুর মুখটা একবার শুঁকল। একটু দূরে সঈদা উপুড় নয় কাতও নয় এই অবস্থায় পড়ে আছে। তার কাছেও একবার গেল কুকুরটা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সব চেয়ে চেয়ে দেখছিল ফেরু নবাব। ওই ঘোড়া মোতিবাগের মেলায় গিয়েছিল। গভীর রাত্রে ওই নর্তকীকে টেনে এনেছিল জিয়াগঞ্জ থেকে মোতিঝিল। তার একটা ঝুমঝুম শব্দ আর ছিটকির উল্লাস গভীর রাত্রিকে আরও বেশি নৈঃশব্দে আচ্ছন্ন করেছিল। এই-সব ভাবছে কি ফেরু?

সেই রাত্রির মধ্যে হা-হুতাশ আর মন-কেমন-করা একটা রোমাঞ্চকর অনুভূতি ছিল, বাঈজির শরীর থেকে সুঘ্রাণ ভাসছিল হাওয়ায়। আকাশে ডুবে যাওয়া চাঁদের আগুন তখনও লেগেছিল। মনে হচ্ছিল, ওই দিগন্তে একটি আলোময় উৎসব শেষ হয়ে যাচ্ছে, ওইখানেই মোতিঝিল।

পিংকু ঝুঁকে নামল সঈদা দিদির মুখের কাছে। হাতটা খোলা। একটা হাত বুকের একটি দগ্ধ স্তন আগলে রেখেছে, মনে হচ্ছে, তার ইজ্জতের শেষ দুর্গতি ওখানে।

একটু দূরে পড়ে আছে সেই বাটির মতন সিদ্দাগার মৃৎপিণ্ড। আর পোড়া অ্যালবাম।

হাতে উঠিয়ে নিল পিংকু। ধীরে ধীরে মৃৎপিণ্ডটা হাতের মুঠোয় ধরে সেদিকে একমনে চেয়ে দেখতে দেখতে পিংকু উঠে দাঁড়াল। অ্যালবামখানাও বগলে চেপে রাখল।

কানের কাছে বাজতে লাগল—আলি মওলা রাস্তা দিখায়েগা।

মৃত্যুর পরও খোলা দুই উজ্জ্বল রহস্য-ঘনিল চোখ স্বপ্ন দেখছে যেন বা।

বুকের ভেতরটা সিরসির করে উঠল। প্রথম টাঙ্গাটা কাশদিয়াড়া থেকে ছেড়ে গেল। কাশদিয়াড়া হচ্ছে টাঙ্গার গ্রাম। এখানে টাঙ্গা ছাড়া ভোট হয় না।

এই ভোরেই অনেকে স্নান করে নিচ্ছে। কুয়োয় বালতি নামিয়ে জল তুলছে। একটা কাঠের তক্তায় দাঁড়িয়ে জল ঢালছে মাথায়। জলের স্রোত পোড়া ছাই নিয়ে ভেসে যাচ্ছে, গড়িয়ে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পিংকু আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। ভাবছে, ইতিহাসে মুতালীরা বার বার নিরাশ্রয় হয়েছে। পতিত হয়েছে। সংসার হারিয়েছে। তাদের দয়া করা হয়েছে। কী নিষ্ঠুর সেই করুণার ইতিহাস।

এই কয়দিনের সমস্ত দৃশ্য খুব দ্রুত ছায়া হয়ে চোখের উপর ভেসে বেড়াচ্ছে। অ্যালবাম পুড়ে গেছে। ভারতবর্ষ যেমন পুড়ে যাচ্ছে রোজ। যেমন সঈদা পুড়ে গেল।

দ্বিতীয় টাঙ্গাও ছেড়ে যাচ্ছে। পিংকুও পুল ধরে হেঁটে চলে। একটার পর একটা টাঙ্গা পর পর ছেড়ে যেতে থাকবে। টাঙ্গার জুলুস ছুটবে মোতিবাগ। টাঙ্গার এক প্রাচীন রাজধানী।

একটা টাঙ্গা হঠাৎ ঘুরে এসে সালেহাকে নামিয়ে রেখে চলে গেল। পরের টাঙ্গায় যাবে। বাচ্চা কাঁধে ভোট দিতে কষ্ট। কাঁধে পাট-করা বাচ্চাকে বাপের কাছে রেখে যাওয়াই ভালো।

আজ সঈদা মৃত। ভয় নেই। অতএব সালেহা ফেরুর কোলে এনে বাচ্চা ফেলে নেয়।

বাচ্চা বাপের কোলে নিঃশব্দ খেলা করতে থাকে। হাতে চুষি-কাঠি নয়, মেঘলা আইসক্রীম। এই ভোরেই পথে নেমে গিয়েছে। আজ ভোট কিনা!

বাচ্চার মুখে চাইল ফেরু। চাইল মৃত সঈদার দিকে। তারপর রাত্রের মতো হাউ হাউ কেঁদে উঠল। বুকখানা হাল্‌কা হয়ে যাচ্ছে। গলায় আটকানো অশ্রু গলে বার হয়ে যাচ্ছে।

টাঙ্গা চলছে। অফুরান টাঙ্গার প্রবাহ। মোতিবাগে এসে মনেই হলো না, গতরাত্রে অগ্নিকাণ্ডে একটি গ্রাম পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

পিংকু বাড়ি ফিরে যাবার দিন নেতার সঙ্গে মোতিঝিল দেখতে এল।

সেই ঘরটা চোখে পড়ল পিংকুর। সেই ঘর।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অন্ধা আদমী কা ঘর।

দরজা নেই। জানলা নেই। ছাতে ঢাকা ঘর।

নিশ্ছিদ্র।

সত্যিই মনে হলো ভেতরে কে এক নর্তকী নূপুর বাজিয়ে নাচছে। নাচছে, কিন্তু থামছে না।

এই নিক্কণ কি সত্যিই শুনছে না পিংকু। এ যে সত্যিই স্পষ্ট হয়ে বেজে চলেছে। লয় দ্রুত হচ্ছে। থামছে না।

হঠাৎ শুনতে পেল, চাপা আর্ত অসহায় আকূতি। ভয়ার্ত কণ্ঠের নারী যেন ডেকে উঠল।

দরওয়াজা খোলো পিংকুজী।

দরওয়াজা খোলো।

স্পষ্ট শুনতে পায় পিংকু। দরজা নেই। জানলা নেই।

নিশ্ছিদ্র।

অন্ধা আদমী কা ঘর।

হাতের মুঠোয় ধরা মৃৎপিণ্ড বলে ওঠে—আলি মওলা রাস্তা দিখায়েগা।

কিন্তু পথ তো নেই। দরজা নেই। জানলাও নেই।

হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে পিংকু হাতের মৃৎপিণ্ড অন্ধকূপের ঘরখানির দিকে ছুঁড়ে মারল।

ঘরখানি কাঁচের ঘরের মতন যেন বা পিংকুর কানে ঝন্‌ঝন্‌ করে বেজে উঠল।

পিংকু মোতিঝিল থেকে নেতার সঙ্গে বেরিয়ে এসে টাঙ্গায় উঠে বসল। টাঙ্গা চলতে শুরু করল।

নেতা বললেন—কাশদিয়াড়ায় আমরা একটা ভোট পেয়েছি পিংকু। অদ্ভুত!

পিংকু বলল—হ্যাঁ কমরেড, আমি বলেছিলাম, নয়?...

নেতা বললেন—হ্যাঁ। তুমি বলেছিলে বটে।...

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওদের টাঙ্গা দ্রুত এগিয়ে চলল। সেই রাত্রির কুচ্ছিৎ মাঠের অন্ধকার আর ধ্বস্তাধ্বস্তির দৃশ্য চকিতে মনে পড়তেই পিংকু সামান্য ফুঁপিয়ে দু-হাতে মুখ লুকালো।

নেতা আশ্চর্য হয়ে পিংকুর পিঠে হাত রেখে সান্ত্বনার স্পর্শ দিতে দিতে বললেন—আজকের রাজনীতি এর চেয়েও খারাপ কমরেড, তুমি এখনও সেই অভিজ্ঞতার সামনে দাঁড়াও নি।

অজস্র সঙ্গদা এইভাবে শেষ হয়ে যাবে। তবু আমাদের থেমে পড়লে চলবে না। টার্ন ইওর টীয়ার্স ইনটু ফায়ার।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG